UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

BENGALI **CODE:19**

Unit – 4 নকশা ও উপন্যাস

Sub Unit - ১	হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা - কালীপ্রসন্ন সিংহ
Sub Unit - ২	বিষবৃক্ষ - বঙ্কিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
Sub Unit - ৩	শ্রীকান্ত (১ম পর্ব) - শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
Sub Unit - ৪	পথের পাঁচালী - বিভূতিভূষন বন্দোপাধ্যায়
Sub Unit - ৫	পুতুলনাচের ইতিকথা - মানিক বন্দোপাধ্যায়
Sub Unit - ৬	রাধা - তারা শঙ্কর বন্দোপাধ্যায়
Sub Unit - ৭	ঢোঁড়াইচরিত মানস - সতীনাথ ভাদুড়ী
Sub Unit - ৮	তুঙ্গভদ্রার তীরে - শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়
Sub Unit - ৯	তিতাস একটি নদীর নাম - অদ্বৈত মল্লবর্মন
Sub Unit - ১০	প্রথম প্রতিশ্রুতি - আশাপূর্না দেবী
Sub Unit - ১১	নির্বাস - অমিয়ভূষন মজুমদার

Sub Unit - 1 হুতোম প্যাঁচার নক্সা - কালীপ্রসন্ন সিংহ

কালী প্রসন্ন সিংহ - জন্ম - ১৮৪০ খ্রি:

মৃত্যু - ১৮৭০ খ্রি:

উপন্যাসের নাম - হুতোম প্যাঁচার নক্সা, প্রকাশকাল - ১৮৬১

পরিচ্ছেদ - ৩৪টি পটভূমি - তৎকালীন কলকাতাকে কেন্দ্র করে বিষয়বস্তু লেখা হয়েছে। এছাড়া মাত্র তের বছর বয়সে একটি সভার প্রতিষ্টা করেন। যা 'বিদ্যোৎসাহিনী' সভা নামে পরিচিত। 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'বিদ্যোৎসাহিনী' পত্রিকার প্রকাশকাল ২০ এপ্রিল ১৮৫৫। 'বিবিধার্য সংগ্রহ' নামে আর একখানি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন কালীপ্রসন্ন। 'হুতোম' লেখকের ছদ্মনাম।

১৮৬০ এর দশকে যে নকশা সাহিত্য 'আলালী ভাষায়' ধারায় আসর মাতিয়েছিল তার মধ্যে চারটি রচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে অন্যতম হল কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'। হুতোম তার নকশায় যে কলকাতাকে দেখেছেন সে এক আধা-গ্রামীন আধা-নাগরিক সত্তা নিয়ে আত্মপরিচয় খুঁজছে। তার পেছনে আছে প্রায় শত বর্ষের কোম্পানিশাষন এবং অর্ধতাব্দীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চাপে বিকারগ্রস্ত সংস্কৃতি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদার ও ভুমিরাজস্বকে বিনিয়োগ ও মুনাফার লোভনীয় ক্ষেত্রে পরিনত করেছিল। বনিক সম্প্রদায়, অনভিজাত সম্পন্ন বাঙলি, অর্থবান দেওয়ান গোমস্তারা এই নতুন মুনাফার ব্যবসায় যোগ দিয়ে জমিদার হল। এদের অনেকেই ছিল কোম্পানির কর্তাদের অনুচর, সহকারী ও দালাল। জমিদারি দুটো সুযোগ দিয়েছিল। প্রথমত অর্থ বিনিয়োগ ও মুনাফার সুযোগ। দ্বিতীয়ত অভিজাত শ্রেনীতে উন্নীত হওয়ার সুযোগ।

যাইহোক সমালোচক শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রী সজনীকান্ত দাস মহাশয় যে মন্তব্য করেছিলেন 'তাহার রচনা কৌশল এমনই অপূর্ব যে, পড়িতে পড়িতে সেই কলিকাতাকে আমরা যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে পারি।' কিংবা যখন বলেন - ''আলালের ঘরের দুলাল বিস্মৃত হইলে টেকচাঁদও বিস্মৃত হইবেন, কিন্তু চলিতভাষা ও সামাজিক নকশা যতদিন প্রচলিত থাকিবে, ততদিন হুতোমের মৃত্যু নাই'', তখন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় বাংলা সাহিত্যে কালীপ্রসন্নর অবদান অনস্বীকার্য।

'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র বিভিন্ন অধ্যায়গুলিতে দেখানো হয়েছে -

ভূমিকা উপলক্ষ্যে একটা কথা - ভূমিকাতে লেখক বলেছেন 'হুতোম প্যাঁচর নকশায় বর্নিত তৎকালীন বাংলা ভাষা ও কলকাতার তথাকথিত বাবু সম্প্রদায় সম্পর্কে কিছু আলোচনা।

দ্বিতীয় বারের গৌরচন্দ্রিকা - 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র মুদ্রন ও প্রচার সম্পর্কে নানা সমালোচনা আলোচনা ও পাশাপাশি 'আপনার মুখ আপনি দেখ' নামক অপর একটি গ্রন্থের প্রকাশ ও তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা।

কলিকাতার চড়ক পার্বন চড়ক উৎসব অর্থাৎ শিবের গাজন উপলক্ষ্যে কলকাতার বাবুদের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম, উৎসবের দিনগুলির বর্ননা ও তথাকথিত বাবু সম্প্রদায়ের নানা রূপ বর্নিত হয়েছে।

কলিকাতার বরোয়ারি পূজা - কলকাতা শহরে তৎকালীন বাবু সম্প্রদায়ের মূর্তি তৈরী থেকে শুরু করে, চাঁদা তোলা ও তিন-চার দিন ব্যাপি সং, হাফ, আখড়াই, পাঁচালি ও যাত্রা প্রভৃতি অনুষ্টানের আমোদ প্রমোদের কাহিনী বর্নিত হয়েছে।

হুজুক: - কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে সে সময়ের হুজুগের কথা বলা হয়েছে।

ছেলেধরা - লেখকের ছেলেবেলায় কলকাতায় নানা জিনিসের পাশাপাশি কাবুলীওয়ালাদের ছেলেদের ধরে নিয়ে গিয়ে কাবুলে নিয়ে চলে যাওয়ার গুজবের কথা আছে।

প্রতাপচাঁদ - বিভিন্ন গুজবের মধ্যে বর্ধমানের রাজা প্রতাপচাঁদের মারা যাওয়ার পর আবার ফিরে আসা ও সুপ্রিমকোর্টে জাল প্রমানিত হওয়ার কাহিনীর কথা বলা হয়েছে 'প্রতাপচাঁদ' অধ্যায়ে

মহাপুরুষ - এই অধ্যায়ে বিভিন্ন ভন্ড মহাপুরুষদের উত্থান এবং শেষে তার কীর্তি সামনে প্রকাশ হয়ে যাওয়াতে অধঃপতনে যাওয়ার কথা আছে।

লালা রাজাদের বাড়ির দাঙ্গা - লেখকেরা স্কুলে গিয়ে শোনেন একদল গোরা ইংরেজ মাতাল লালা রাজাদের বাড়ির ৪-৫ জন দরোয়ানকে হত্যা করে এবং পরে সঠিক খবর জানা যায় যে একজন দারোয়ানকে একজন ফিরিঙ্গি শিকারি গুলি করে।

ক্রিশ্চানি হুজুক রনজিৎ সিংহের পুত্র দিলীপ ও বিভিন্ন মানুষের ক্রিশ্চান হয়ে যাওয়ার হুজুক ওঠে ও কিছুদিন পরে আবার থেমে যায়।

মিউটিনি - ইংরেজদের সাথে দেশের মানুষের বিভিন্ন কারনে বিরোধ ও ইংরেজদের ক্ষেপে উঠার হুজুক ও পাশাপাশি হিন্দুদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করার জন্য সেপাইদের ক্ষেপে ওঠার হুজুক বর্নিত হয়েছে।

মরাফেরা - হঠাৎ করে হুজুক ওঠে ১৫ কার্তিক রবিবার দশ বছরের মধ্যে মরা মানুষরা যমালয় থেকে ফিরে আসবে ও অবশেষে সেই দিন এলে যখন কেউ ফেরেনা তখন হুজুক থেমে যায়।

আমদের জ্ঞাতি ও নিন্দুকেরা - এই অধ্যায়ে লেখকদের জ্ঞাতি ও নিন্দুকদের নিন্দা, হিংসাদ্বেষ বর্নিত আছে।

নানা সাহেব - এই অধ্যায়ে নানা সাহেবের দশ বারোবার মারা যাওয়া ও রক্তবীজের মতো বেঁচে ওঠার হুজুক বর্নিত হয়েছে।

সাতপেয়ে গোরু : সাতপেয়ে গোরুর হুজুকের কাহিনী বর্নিত হয়েছে।

দরিয়াই ঘোড়া - সাতপেয়ে গোরু মতন দরিয়াই ঘোড়ার ও হুজুকের কাহিনী বর্নিত আছে।

লখনৌয়ের বাদশা - লখনৌয়ের বাদশার কয়েদ থেকে ছাড়া পাওয়া ও ফিরে আসার দিন শহরে বড় গুলজার-এর কাহিনীর বর্ননা আছে।

শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় - শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুজুকের কাহিনী বর্নিত হয়েছে।

ছুঁচোর ছেলে বুঁচো : শহরে তথাকথিত বড় মানুষদের অন্যদের ঠকিয়ে সম্পত্তি নেওয়া মোড়ল হওয়ার কথা বর্নিত আছে।

জাস্টিস ওয়েলস - জাস্টিস ওয়েলস এর বাঙালিদের সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য এর বিরোধিতায় বিভিন্ন সভার আয়োজন ও অবশেষে ওয়েল্‌সকে থামানো বর্নিত হয়েছে।

টেকচাঁদের পিসী - টেকচাঁদ ঠাকুরের টেপী পিসী ওয়েলসের মুখরোগের ওষুধ হিসাবে নারকেল মুড়ি ও ঠনঠনে নিমকীর প্রস্তাব দেন।

পাদরি লং ও নীলদর্পন - নীলকর সাহেবদের হাঙ্গামায় কৃষ্ণনগর রায়তদের ক্ষেপে ওঠা, ইন্ডিগো কমিশন ও বিভিন্ন কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

রামপ্রসাদ রায় - রামপ্রসাদ রায়ের ব্রাহ্মধর্ম ও প্রচারক বাপের মৃত্যুর পর তার সপিন্ডন ও বিভিন্ন কাহিনী বর্নিত আছে এই অধ্যায়ে।

রসরাজ ও যেমন কর্ম তেমনি ফল : রামপ্রসাদ রায়ের সপিন্ডনে উপস্থিত হওয়ার জন্য ঘরে ঘরে তুমুল কান্ড বেঁধে যাওয়ার ঘটনা, 'রসরাজ' ও তার জুড়ি, 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' কাগজের কথা বর্নিত হয়েছে এই অধ্যায়ে।

বুজরুকি : হরিভদ্দর খুড়ো সিমলে পাড়ার মহাপুরুষ সন্ন্যাসী মরা বাঁচিয়ে তোলা ও নানান বুজরুকির কথা বলেন ও শেষে সেই সন্ন্যাসীর বুজরুকি ধরা পড়ে।

হোসেন খাঁ : হজরত জিনিয়াই সিদ্দ হোসেন খাঁ-র অদ্ভুত কীর্তি কাহিনী বর্নিত হয়েছে।

ভুত নাবানো - একজন ভুতচালা বা ওঝার ভুত নাবানোর বুজরুকি ও অবশেষে তা ফাঁস হয়ে যাওয়ার ঘটনা আছে।

নাককাটা বঙ্ক : সিমলে পাড়ার বঙ্কবেহারিবাবু তথা নাককাটা বঙ্কর বাড়িতে এক সন্ন্যাসীর নানা বুজরুকি ও শেষে তার কীর্তি ফাঁস প্রভৃতি ঘটনার কথা আছে।

বাবু পদ্মলোচন ওরফে হঠাৎ অবতার : বাবু পদ্মলোচন হঠাৎ বড়লোক হয়ে ওঠে ও বিভিন্ন ভাবে টাকা রোজগার ও ধীরে ধীরে সমাজে বাবু হয়ে ওঠার কাহিনী বর্নিত আছে এই অধ্যায়ে।

মাহেশের স্নানযাত্রা : গুরুদাস গুঁই-এর মাহেশের স্নানযাত্রা উৎসবে বিভিন্ন আমোদ-প্রমোদ ও বন্ধুবান্ধবের সাথে স্নানযাত্রার জন্য নৌকা যাত্রার বর্ননা আছে এই অধ্যায়ে।

রথ : স্নানযাত্রার পর রথযাত্রার কথা বলা হয়েছে এখানে।

দুর্গোৎসব : বাঙালীর প্রিয় উৎসবের কথা আছে। দুর্গোৎসবের প্রতিটা দিনের আলাদা আলাদা অনুষ্টান ও বিসর্জনের বর্ননা আছে।

রামলীলা : দুর্গোৎসবের পর রামলীলা কিভাবে অনুষ্টিত হতো সে বিষয়ের সবিস্তারে বর্ননা আছে। রামলীলার মেলা দেখতে যাওয়ার বর্ননা করেছেন লেখক এই পরিচ্ছেদে।

রেলওয়ে : দুর্গোৎসবের ছুটিতে হাওড়া থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত রেলওয়ে চালু হওয়া এবং প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দ বারানসী দর্শনে যাওয়ার বর্ননা আছে এই অধ্যায়ে।

তথ্য

১। কালী প্রসন্ন সিংহের রচিত 'হুতোম প্যাঁচর নকশা' প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে। ষোল পৃষ্টার ছোট পুস্তিকা ছিল প্রথম খন্ড প্রকাশকালে।

২। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র প্রথম খন্ডের আখ্যাপত্র ছিল এরূপ - হুতোম প্যাঁচার নকশা। চড়ক।প্রথম খন্ড। ''উৎপৎস্যতেস্তি মম কোপি সমানধর্ম্মা কালোহ্যয়ং নিরবধিবিপুল চ পৃথবী''। ভবভূতি। আশ্মান।

৩। প্রথম খন্ড রামপ্রেসে মুদ্রিত। নং ৮৪ হুঁকো রাম বসুর স্ট্রিট। এর মূল্য পয়সায় দু খানা।

৪। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' প্রথম ভাষা প্রকাশিত হয় এই সংস্করনে যুক্ত হয় 'ভূমিকা উপলক্ষ্যে একটি কথা' মুখবন্ধটি।

৫। ১৮৬৩ সালে বইটির দ্বিতীয় ভাগ - রথ, দুর্গোৎসব, রামলীলা ও রেলওয়ে যুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়।

৬। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে নকশাটির প্রথম ভাগের সঙ্গে দ্বিতীয় ভাগ একত্রে বাঁধিয়ে প্রচার করা হয়। পৃষ্টা সংখ্যা হয় ১৮০+৫৪ = ২৩৪ টি।

৭। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে মুলুকচাঁদ শর্ম্মাকে। এই মুলুকচাঁদ শর্ম্মা হলেন ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর।

উদ্ধৃতি

১। ‘‘বেওয়ারিস লুচির ময়দা বা হইরি কাদা পেলে যেমন নিষ্কর্মা ছেলে মাত্রই একটা না একটা পুতুল তইরি করে খ্যালা করে, তেমনি বেওয়ারিস বাঙালি ভাষাতে অনেকে যা মনে যায় কচ্ছেন’’। (ভূমিকা উপলক্ষ্যে একটি কথা)

২। ‘‘জগদীশ্বরের প্রসাদে যে কলমে হুতোমের নকশা প্রসব করেছে সেই কলম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম ও নীতি শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট ইতিহাসের ও বিচিত্র চিত্তোৎকর্ষবিধায়ক মুমুক্ষু সংসারী, বিরাগী ও রাজার অনন্য - অবলম্বন স্বরূপ গ্রন্থের অনুবাদক’’ - (দ্বিতীয় বারের গৌরচন্দ্রিকা)

৩। ‘‘অজগর ক্ষুধিত হলে আরসুলা খায়না ও গায়ে পিঁপড়ে কামড়ালে ডঙ্ক ধরে না। হুতোমে বর্নিত বদমাইশ ও বাজে দলের সঙ্গে গ্রন্থাকরেরও সেই সম্পর্ক’’। (দ্বিতীয় বারের গৌরচন্দ্রিকা)

৪। ‘‘ছেলের হাতে ফল দেখলে কাকেরও ছোঁ মারে। মানুষ তো কোন ছার’’। (কলিকাতার চড়ক পার্বন)

৫। ‘‘কলিকাতা শহর রত্নাকর বিশেষ, না মেলে এমন জানোয়ারই নাই’’। (কলিকাতার চড়ক পার্বন)

৬। ‘‘কলকেতা শহর বড়ই গুলজার - গাড়ির হরবা, মহিমের পয়িস পয়িস শব্দ, কেঁদে কেঁদে ওয়েলার ও নরম্যান্ডির নরম্যান্ডির টাপেতে রাস্তা কেঁপে উঠতে বিনা ব্যাঘাতে রাস্তায় চলা বড় সোজা কথা নয়’’। (কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা)

৭। ‘‘নবাবী আমল শীতকালের সূর্যের মত অস্ত গেল। মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠলো’’। (কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা)

৮। ‘‘সময় কারুরই হাত ধরা নয় - নদীর স্রোতের মত - বেশ্যার যৌবনের মত ও জীবের পরমায়ুর মত বাবুরই অপেক্ষা করে না’’। (কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা)

৯। ‘‘নববধূর বাসরে আমোদ করবার জন্যে তারাদল একে একে উদয় হলেন, কুমুদিনী স্বচ্ছ সরোবরে ফুটলেন - হৃদয়রঞ্জনকে পরকীয় রসাস্বাদনে গমনোদ্যত দেখেও তাঁর মনে কিছুমাত্র বিরাগ হয় নাই - কারন, চন্দ্রের সহস্র কুমুদিনী আছে, কিন্তু কুমুদিনীর একমাত্র তিনিই অনন্যগতি’’। (কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা)

১০। ‘‘অপরিচিত সংসার হৃদয় - কমলকুসুম হতেও কোমল বোধ হয়ত, সলকেই বিশ্বাস ছিল; ভূত পেত্নী ও পরমেশ্বরের নামে শরীর রোমাঞ্চ হত - হৃদয় অনুপাত ও শোকের নামও জানত না - অমর বর পেলেও সেই সুকুমার অবস্থা অতিক্রম কওে ইচ্ছা হয় না’’। (মহাপুরুষ)

১১। ‘‘বাংলা দেশে চিড়িয়াখানার মধ্যে বর্ধমানের তুল্য চিড়িয়াখানা আর কোথাও নাই - সেথায় তত্ত্ব, রত্ন, লস্কার, উল্লুক প্রভৃতি নানারকম আজগুবী কেতাব জানোয়ার আছে, এমনকি এক আদটির জোড়া নাই’’। (দরিয়াই ঘোড়া)

১২। ‘‘ধর্মের এমনি বিশুদ্ধ জ্যোতি - এমনি গম্ভীর ভাব, যে তার প্রভা প্রভাবে, ভয়ে ভন্ডামো, নাস্তিকতা ও বজ্জাতি সুরে পালায় চারিদিকে স্বর্গীয় বিশুদ্ধ প্রেমের স্রোত বইতে থাকে - তখন বিপদসাগর জননীর স্নেহময় কোল হলেও কোমল বোধ হয়’’। (রামপ্রসাদ রায়)

১৩। ‘‘প্রচন্ড রৌদ্রক্লান্ত পথিক অভিষ্ট প্রদেশে শীঘ্র পৌছিবার জন্যে একমনে হন্ হন্ করে চলছেন, এমন সময় হঠাৎ যদি একটা গেঁড়িভাঙা কেউটে রাস্তায় শুয়ে আছে দেখতে পান, তা হলে তিনি যেমন চমকে ওঠেন, এই সংসারে আমরাও কখনো মহাবিপদে এরকম অবস্থায় পড়ে থাকি, তখন এই দণ্ড হয়ের চৈতন্য হয়’’। (রামপ্রসাদ রায়)

১৪। ‘‘টাকার এমনি প্রতাপ যে, চন্দ্রকে দেখে রত্নাকর সাগরও কেঁপে ওঠেন’’ - (বাবু পদ্মলোচন দত্ত ওরফে হঠাৎ অবতারা)

১৫। ‘‘ক্রমে সুখ - তারার সিঁতি পরে হাসতে হাসতে ঊষা উদয় হলেন। চাঁদ তারাদল নিয়ে আমোদ কছিলেন, হঠাৎ ঊষারে দেখে লজ্জায় ম্লান হয়ে কাঁদতে লাগলেন, কুমুদিনী ঘোমটা টেনে দিলেন’’। (মাহেশের স্নানযাত্রা)

১৬। ‘‘সূর্যদেবও সমস্ত দিন কমলিনীর সহবাসে কাটিয়ে সূরত পরিশ্রান্ত নজরের মত ক্লান্ত হয়ে ক্লান্তি দূর করবার জন্যেই যেন অস্তাচলে আশ্রয় কল্লেন, প্রিয় সখী প্রদোষের পিছে অভিসারিণি সন্ধ্যাবধূ ধীরে ধীরে সতিনী শর্বরীর অনুসরনে নির্গতা হলেন, রহস্যজ্ঞ অন্ধকার সমস্ত দিন নিভৃতে লুকিয়েছিল, এমন পাখিদের সংকেত বাক্যে অবসর বুঝে ক্রমশ দিকসকল আচ্ছাদিত করে নিশানাথের নিমিত্ত অপূর্ব বিহারস্থল কওে আরম্ভ কল্লে’’। (রামলীলা)

মন্তব্য

''হুতোম ভাষা দরিদ্র, ইহার পর শব্দ নাই; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেনম বাঁধন নাই; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং সেখানে অশ্লীল নয়। সেখানে পবিত্রতাশূন্য। হুতোমি ভাষায় কখনও গ্রন্থ প্রনীত হওয়া কর্তব্য নহে। যিনি হুতোম পেঁচা লিখিয়াছিলেন তাঁহার রুচি বা বিবেচনার আমরা প্রশংসা করি না''। (বঙ্কিমনন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

''আলালের ঘরের দুলাল'' (১৮৫৮) ও ''হুতোম প্যাঁচার নকশা'র (১৮৬২) ঘটনার ভিতর দিয়া চরিত্র চিত্রনে ও জীবনের খন্ডাংশের রসসিক্ত বর্ননার ঔপন্যাসিক আদর্শের সচেতন অনুসরণ করিয়াছেন''। (শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়)

teachinns
Text with Technology

Sub Unit - 2 বিষবৃক্ষ

বঙ্কিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮ - ১৮৯৪)

১২৪৫ সালের ১৩ই আষাঢ় কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহন করেন। পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেদিনীপুরে ডেপুটি কালেক্টরের পদে আসীন ছিলেন। পাঁচ বছর বয়সে কুলপুরোহিত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্যের কাছে তাঁর হাতে খড়ি হয়। পরে পিতার কর্মস্থল মেদিনীপুরে একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে এন্ট্রাস পরীক্ষা দিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আইন বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে বি. এ পরীক্ষা প্রবর্তিত হলে তিনি সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম গ্রাজুয়েট হন। বঙ্কিমচন্দ্র সরকারী আমলা ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র 'ললিতা ও মানস' (১৮৫৬) কাব্যচর্চা দিয়ে সাহিত্য জীবন শুরু করলেও তিনি ঔপন্যাসিক হিসাবে সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেন। প্রথম উপন্যাস 'রাজামোহনস্ ওয়াইফ' ইংরেজিতে রচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ছোট বড় মিলিয়ে মোট চৌদ্দটি উপন্যাস রচনা করেন। সেগুলি হল - ১) 'দুর্গেশ নন্দিনী' (১৮৬৫), ২) 'কপালকুন্ডলা' (১৮৬৬), ৩) 'মৃনালিনী' (১৮৬৯), ৪) 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), ৫) ' যুগালাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪), ৬) 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), ৭) 'রজনী' (১৮৭৭), ৮) 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮), ৯) 'আনন্দমঠ' (১৮৮২), ১০) 'দেবী চৌধুরানী' (১৮৮৪), ১১) 'রাধারানী' (১৮৮৬), ১২) 'সীতারাম' (১৮৮৭), ১৩) 'রাজসিংহ' (১৮৯৩)। এছাড়াও তিনি 'মুচিরাম গুড়ের জীবন রচিত' (১৮৮০) নামে একটি নক্সাধর্মী উপন্যাস রচনা করেন।

তথ্য

১। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের প্রথম প্রকাশ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (বৈশাখ ১২৭৯ - ফাল্গুন ১২৭৯)
২। কাঁটালপাড়া থেকে বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে 'বিষবৃক্ষ' ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম গ্রন্থাকারে শ্রীহারাচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত হয়।
মুদ্রন কাল ১২৮০ সংবৎ। মূল্য - এক টাকা দুই আনা। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২১৩
৩। গ্রন্থকার 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসটি উৎসর্গ করেন জগদীশনাথ রায়কে।
৪। বঙ্কিমের জীবৎকালে প্রকাশিত অষ্টম বা শেষ সংস্করনকেই প্রামানিক ও চালু পাট হিসাবে গ্রহন করা হয়েছে।
৫। কেন্দ্রীয় চরিত্র নগেন্দ্র - সূর্যমুখী কিংবা কুন্দচরিত্রে তেমন বদল কিছু ঘটেনি।
৬। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালে বিষবৃক্ষ ইংরেজি সুইডিস ও হিন্দুস্থানী ভাষায় অনুদিত হয়েছিল।
৭। বিষবৃক্ষ উপন্যাসে মোট পঞ্চাশটি পরিচ্ছেদ আছে।

পরিচ্ছেদ	উপশিরোনাম
প্রথম পরিচ্ছেদ	নগেন্দের নৌকাযাত্রা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	দীপ নির্ব্বান
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ছায়া পূর্ব্বগামিনী
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	এই সেই
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	অনেক প্রকার কথা
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	তারাচরন
সপ্তম পরিচ্ছেদ	পদ্মপলাশলোচনে। তুমি কে?
অষ্টম পরিচ্ছেদ	পাঠক মাহশয়ের বড় রাগের কারন।
নবম পরিচ্ছেদ	হরিদাস বৈষ্ণবী
দশম পরিচ্ছেদ	বাবু
একাদশ পরিচ্ছেদ	সূর্যমুখীর পত্র
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ	অঙ্কুর
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ	মহাসমর
চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ	ধরা পড়িল
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ	হীরা
ষোড়শ পরিচ্ছেদ	না
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ	যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ	অনাথিনী
ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ	হীরার রাগ
বিংশ পরিচ্ছেদ	হীরার দ্বেষ
একবিংশ পরিচ্ছেদ	হীরার কলহ - বিষবৃক্ষের মুকুল
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ	চোরের উপর বাটপাড়ি
ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ	পিঞ্জরের পাখি
চতুবিংশ পরিচ্ছেদ	অবতরন
পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ	খোস্ খবর
ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ	কাহার আপত্তি
সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ	সূর্যমুখী ও কমলমনি
অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ	আশীর্ব্বাদ পত্র
ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ	বিষবৃক্ষ কি
ত্রিংশ পরিচ্ছেদ	অন্বেষণ
এক ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ	সকল সুখেরই সীমা আছে
দ্বাত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ	বিষবৃক্ষের ফল
ত্রয়াত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ	ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ
চতুত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ	পথিপার্শ্বে
পঞ্চত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ	আশাপথে
ষষ্টত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ	হীরার বিষবৃক্ষ মুকুলিত
সপ্তত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ	সূর্য্যমুখীর সংবাদ
অষ্টত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ	এত দিনে সব ফুরাইল
ঊনচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ	হীরার বিষবৃক্ষের ফল
একচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ	হীরার আখি
দ্বিচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ	অন্ধকার পুরী - অন্ধকার জীবন
ত্রিচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ	প্রত্যাগমন
চতুশ্চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ	স্তিমিত প্রদীপে
পঞ্চচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ	ছায়া
ষষ্টচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ	পূর্ববৃত্তান্ত
সপ্তচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ	সরলা এবং সপী
অষ্টচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ	কুন্দের কার্যতৎপরতা

teachinns Learning with Technology

উনপঞ্চাশতম পরিচ্ছেদ এতদিনে মুখফুটিল

৮। অমৃতলাল বসু এই উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন বিষবৃক্ষ নামে।

৯। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সামাজিক উপন্যাস বিষবৃক্ষ।

১০। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ত্রিকোন প্রেমের সংঘাতকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের প্রেমের কাহিনী গড়ে উঠেছে।

১১। বিষবৃক্ষ উপন্যাসের গঠনকৌশল বঙ্কিমী উপন্যাসে অভিনব। কাহিনী, শাখাকাহিনী ঘটনা ও চরিত্র সবকটি উপাদানই উপযুক্ত মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়ে প্লটে কাহিনী না হয়ে জটিল প্লটের কাহিনী হয়ে উঠেছে। ঘটনার ঘাত - প্রতিঘাত, আবর্ত সবই আছে, কিন্তু তরঙ্গ সঙ্কুল নদীর মতো নয়, নিঃস্তরঙ্গ প্রবহমান স্রোতস্বিনীর মতো।

১২। উপকাহিনীকে মূল কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করে উপন্যাসটিকে আবেগমন্ডিত করে তুলতে বঙ্কিমচন্দ্র সক্ষম হয়েছেন। একদিকে নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর মার্জিত রুচি, অভিজাত জীবনবেদ, অন্যদিকে দেবেন্দ্র হীরার পঙ্কিল, ঘৃনিত জীবনযাত্রা, ভাগ্যতাড়িত কুন্দের মাধ্যমে দুটি বিরুদ্ধ ধারার সংমিশ্রনে প্লটে বিস্তৃতি ও গভীরতা এসেছে। কুন্দ - নগেন্দ্র - সূর্য্যমুখী এই ত্রিভুজা কৃতি কাহিনীতে কুন্দ - দেবেন্দ্র - হীরার আরেক ত্রিভুজের সংযোগের ফলে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসটি জটিল প্লটের চরম সার্থক নির্দশন হয়ে উঠেছে।

১৩। নগেন্দ্রনাথ গোবিন্দপুরের বাসিন্দা। এই গোবিন্দপুর যে জেলায় অবস্থিত, বঙ্কিমচন্দ্র তা গোপন করে হরিপুর নামে বর্ণনা করেন।

১৪। নগেন্দ্রনাথ জৈষ্ঠ্য মাসে নিজস্ব বজরায় কলকাতা গমন করেন। তখন তার বয়স ত্রিশ বছর।

১৫। নগেন্দ্রের মাঝির নাম রহমত মোল্লা।

১৬। ঝুমঝুমপুরের বাসিন্দা কুন্দনন্দিনীর বয়স ১৩ বৎসর পিতার মৃত্যুর পর সে অনাথিনী হয়ে পড়ে। তবে শ্যামবাজারে তার এক মাসির বাড়ি আছে। মেসোর নাম বিনোদঘোষ।

১৭। নগেন্দ্রনাথের ভগিনী কমলমনি। ভগিনীপতি শ্রীশচন্দ্র মিত্র কলকাতাবাসী।

১৮। মিস্ টেম্পল ন্যম্নী এক শিক্ষয়িত্রীর কাছে কমলমনি ও সূর্যমুখী লেখাপড়া শেখেন।

১৯। নগেন্দ্রনাথ পত্রে সুহৃদ হরদেব ঘোষাল ও সূর্য্যমুখীকে কুন্দনন্দিনীর কথা জানান।

২০। কমলমনি, সূর্য্যমুখী ও নগেন্দ্র তিনজনে মিলে বিষবৃক্ষের বীজ রোপন করেন।

২১। কোন্নগর সূর্য্যমুখীর পিত্রালয়। পিতা মাতার একমাত্র সন্তান সূর্য্যমুখী শ্রীমতী নাম্নী এক সুন্দরী দাসীর হাতে লালিত - পালিত হন। শ্রীমতী এক পুরুষের সঙ্গে গৃহত্যাগিনী হলে তার একমাত্র বালক পুত্র তারাচরন সন্তানস্নেহে সূর্য্যমুখীর পিত্রালয়ে পালিত হতে থাকে। সূর্য্যমুখীর বাল্যসঙ্গী তারাচরন ইংরেজি বিদ্যায় কৃত্যবিদ্য হয়ে শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে বরন করে। দেবীপুর নিবাসী জমিদার দেবেন্দ্রবাবুর প্রভাবে তারাচরন ব্রহ্মসমাজভুক্ত হয়। কুলত্যাগিনীর সন্তান হওয়ায় ভদ্রস্থ পাত্রী না পাওয়ায় সূর্য্যমুখী তারাচরনের সঙ্গে কুন্দর বিবাহ দেবেন বলে মনস্থ করেন।

২২। কুন্দনন্দিনী স্বপ্নবিষ্ট হয়ে আকাশপটে যে পুরুষ ও নারী মূর্তি দেখেছিল, তারা হল যথাক্রমে নগেন্দ্র ও হীরা।

২৩। নগেন্দ্রনাথের ছিল ছয় মহলা বাড়ি।

২৪। হরিদাসী বৈষ্ণবীর সাজ হল - নাকে রসকলি, মাথায় টেরিকাটা, পরনে কালাপেড়ে সিমলার ধুতি, হাতে পিতলের বালা, তার উপরে জলতরঙ্গ দেবেন্দ্রর ছদ্মবেশ।

২৫। শ্রীশ - কমলমনির শিশু সন্তান হল সতীশ।

২৬। হীরা উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, পদ্মপলাশলোচনা।

২৭। হীরা বালবিধবা, কিন্তু স্বামীর নাম কেউ কখনও শোনেনি। সূর্য্যমুখী বিবাহের প্রস্তাবে হীরা তার মনের মতো বরের কথা বলেছিল? সে হল - যম।

২৮। ষোড়শ পরিচ্ছদে নগেন্দ্র কুন্দকে বিবাহ প্রস্তাব দিয়েছিল। যুক্তি - বিধবার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। জবাবে কুন্দ না বলে।

২৯। হীরার গঙ্গাজল হল মালতী গোয়ালিনী তার বাড়ি দেবীপুর।

৩০। কুন্দ গৃহত্যাগ করলে কমলমনি গলারহার খুলে বলেন - 'যে কুন্দকে আনিয়া দিবে, তাহাকে এই হারদিব'।

৩১। কুন্দকে গোপনে রাখতে হীরা তার আয়িকে কামারঘাট গ্রামে কুটুম্ববাড়িতে প্রেরন করেন।

৩২। 'তুমি বড় না আমি বড়'? - মন্তব্যটি করেন সূর্য্যমুখী।

৩৩। হীরা কৌশল্যা ওরফে কুশির সঙ্গে ঝগড়া করে মনিব বাড়ি ত্যাগ করতে চেয়েছিল।

৩৪। কুন্দনন্দিনীকে ফিরে পাওয়ায় সূর্য্যমুখী পত্রে কমলমনিকে ষষ্ঠীদেবতার পূজা দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

৩৫। নগেন্দ্র হরদেব ঘোষালকে পত্রে সূর্য্যমুখীকে 'কোহিনুর' বলে উল্লেখ করেছেন।

৩৬। নগেন্দ্রনাথকে হরদেব ঘোষাল পত্রে প্রনয় সম্পর্কে বলেন - 'সেক্সপীয়র, বাল্মীকি, শ্রীমদ্ভাগবতকার ইহার কবি। ইহা রূপে জন্মে না। প্রথমে বুদ্ধিদ্বারা গুনগ্রহন, গুনগ্রহনের পর আসঙ্গলিপ্সা; আসঙ্গলিপ্সা সফল হইলে সংসর্গ, সংসর্গ ফলে প্রনয়, প্রনয়ে আত্মবিসর্জন। আমি ইহাকেই ভালবাসা বলি'।

৩৭। ব্রহ্মচারী শ্রীশিবপ্রসাদ শর্ম্মা বাদলরাতে পথিমধ্যে মুমুর্ষ সূর্য্যমুখীকে মধুপুর গ্রামের হরমনির কুটীরে নিয়ে এসেছিলেন।
৩৮। রামকৃষ্ণ রায় সূর্য্যমুখীর চিকিৎসা করেছিলেন।
৩৯। ১৯২০ সম্বৎসরে ইষ্টদেবতা স্বামীর স্থাপনার জন্য এই মন্দির তাঁহার দাসী সূর্য্যমুখী কর্তৃক প্রতিষ্টিত হইল।
৪০। ঊনপঞ্চাশতম পরিচ্ছেদে কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু হয়।
৪১। দেবেন্দ্রর মৃত্যুশয্যায় হীরা তাকে বলেছিল - 'আশীর্ব্বাদ করি, নরকেও যেন তোমার স্থান না হয়'।

মন্তব্য

১। "বঙ্গদর্শনে যে জিনিসটা সেদিন বাংলা দেশের ঘরে ঘরে সকলের মনকে নাড়া দিয়েছিলো সে হচ্ছে বিষবৃক্ষ, ... বিষবৃক্ষের কাহিনী এসে পৌছল আখ্যানে। যে পরিচয় নিয়ে সে এলো তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে।"
(প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩৮)

২। "কুন্দফুলের কুঁড়ি, সূর্য্যমুখী ফোটা ফুল।" (সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর; 'সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী' নিবন্ধে)

৩। "শরৎচন্দ্র দেবদাসের জন্য চোখের জল ফেলতে বলেছিলেন, বঙ্কিম দেবেন্দ্রের পাপের শাস্তি দিয়ে নীতির পরাকাষ্টা দেখিয়েছেন - এরকম সরল ও বহিরঙ্গ সিদ্ধান্তের কোন সুযোগই চক্ষুষ্মান পাঠকের থাকে না।"
(বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস - ১ম খন্ড)

৪। "সূর্য্যমুখীর প্রেম অনন্ত ও অসীম, কুন্দের প্রেম অতলস্পর্শ। সূর্য্যমুখী' একটি বিকশিত কুসুম, কুন্দ একটি কুসুম কোরক। সৌরভ উভয়েরই জগজ্জন মনোরঞ্জন। একজন হৃদয়ের প্রত্যেক দল খুলিয়া সকলকে দেখাইতেছে, আর একজনের হৃদয়দল লজ্জায় আকুঞ্চিত।" (যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষন, 'আর্যদর্শন' ১২৮৪)

উদ্ধৃতি

১। "বাছা ! তুই বিস্তর দুঃখ পাইয়াছিস। আমি জানিতেছি যে, বিস্তর দুঃখ পাইবি। তোর এই বালিকা বয়স। এই কুসুমকোমল শরীর, তোর শরীরে যে দুঃখ সহিবে না।" [স্বপ্নে কুন্দনন্দিনীর মাতা]

২। "এই শ্যামাঙ্গী নারীবেশে রাক্ষসী। ইহাকে দেখিলে পলায়ন করিও।"
[স্বপ্নে হীরা সম্পর্কে কুন্দনন্দিনীর প্রতি কুন্দনন্দিনীর সতর্কবার্তা]

৩। "তোমাকে মানুষ করিয়াছি। প্রথম 'ক খ' লিখাই, কিন্তু তোমার হাতের অক্ষর দেখিয়া, আমার এ হিজিবিজি তোমার কাছে পাঠাইতে লজ্জা করে।" [চিঠিতে সূর্য্যমুখী কমল মনিকে]

৪। "আমি আপনার চিতা আপনি সাজাইয়াছি।" [কুন্দনন্দিনী প্রসঙ্গে, চিঠিতে সূর্য্যমুখী কমলমনির উদ্দেশ্যে]

৫। "স্বামীর প্রতি যাহার বিশ্বাস রহিল না তাহার মরাই মঙ্গল।" [সূর্য্যমুখীর চিঠির প্রত্যুওরে, কমলমনি সূর্য্যমুখীকে]

৬। "দোষ কি, তাহা ত আমি জানিনা। তুমি যাহা জান না, তাহা আমি জানি না। কেবল আমার অনুরোধ।"
[সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের উদ্দেশ্যে]

৭। "এখন বিধবাবিবাহ চলিত হইতেছে - আমি, তোমাকে বিবাহ করিব। তুমি বলিলেই বিবাহ করি।"
[নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীকে]

৮। "বুঝিয়াছি, তিরস্কারে পলাইয়াছ ভয় নাই। আমি কাহারও সাক্ষাতে বলিব না। আমার এইখানে দুই দিন থাক।"
[হীরা কুন্দনন্দিনীকে]

৯। "তোমার দুঃখ দেখে, পিঁজরার পাখি পলাইয়াছে আমার খানা তল্লাসী করিলে পাইবে না।"
[হীরা দাসী দেবেন্দ্রকে]

১০। "ভালবাসায় কখন অযত্ন, করিবে না, কেন না, ভালবাসাতেই মানুষের একমাত্র নির্ম্মল এবং অবিনশ্বর সুখ।"
[হরদেব ঘোষাল নগেন্দ্রকে]

১১। "তোমার এত কি দুঃখ, তাহা আমি জানি না কিন্তু দুঃখ যতই হউক না কেন, আত্মহত্যা মহাপাপ কদাচ আত্মহত্যা করিও না। আত্মহত্যা পরহত্যাতুল্য পাপ।" [ব্রহ্মচারী সূর্য্যমুখীকে]

Sub Unit – 3

শ্রীকান্ত (১ম পর্ব)
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

'শ্রীকান্তের ভ্রমনকাহিনী' নাম নিয়ে গ্রন্থটি ১৩২২ বঙ্গাব্দের মাঘ - চৈত্র ও ১৩২৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। তখন শরৎচন্দ্র 'শ্রী শ্রীকান্ত শর্মা' ছদ্মনাম গ্রহন করেছিলেন। রেঙ্গুন থেকে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে পত্রে লিখেছিলেন -

"আমার নামটা যেন কোন মতেই প্রকাশ না পায়। . . . . . শ্রীকান্তের আত্মকাহিনীর সঙ্গে কতকটা সন্মন্ধ তো থাকবেই, তা ছাড়া ওটা ভ্রমনই বটে।"

আত্মগোপনের এই বাসনাই প্রমান করে শ্রীকান্ত নামের আড়ালে শরৎচন্দ্র নিজেকেই প্রকাশ করেছেন। সুতরাং শ্রীকান্তের আত্মকথা আসলে লেখক শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনী নাকি ভ্রমনকাহিনী। শরৎচন্দ্র নিজেই বিভিন্ন সময়ে শ্রীকান্তকে আত্মজীবনী, কখনো ভ্রমনকাহিনী, কখনও বা উপন্যাস বলে বির্তক তৈরি করতে চেয়েছেন। আসলে শরৎচন্দ্র আত্মকথনের ঢঙে লিখতে চেয়েছেন উপন্যাস, আর সেটা করতে গিয়ে শ্রীকান্ত নামের যে চরিত্রটিকে বেছেছিলেন, তার মতোই ভবঘুরে, নিজের ভ্রমন - অভিজ্ঞতার ভান্ডার দিয়ে ভরিয়ে তুললেন তার পথপরিক্রমা। ফলে আত্মকাহিনিকে বেবাক মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই না পারার পেছনে শরৎচন্দ্রের নিশ্চিত পদধ্বনি 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে পাঠক শুনতে পান। ভ্রমনকাহিনি, আত্মজীবনী ও উপন্যাস - তিনটি স্বতন্ত্র শিল্পাঙ্গিক, এদের রসাবেদনও পাঠকের কাছে বিভিন্ন, তবে উপন্যাস খাঁটি সাহিত্য।

সাহিত্যগুন অর্জন না করলে তা শিল্প হিসাবে ব্যর্থ। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শ্রীকান্তর ভবঘুরে জীবনের কাহিনী বর্ণিত হলেও তিনি জীবনের বিচিত্র রূপকে দেখেছেন। শ্রীকান্তর বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটেছে। সমালোচক অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন - "সুতরাং ভ্রমনকাহিনি বা ভ্রমন বৃত্তান্ত বলতে যা বোঝায় অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনার আনন্দে কেবলই ছুটে চলা 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে তা নেই। সুতরাং ভ্রমন কাহিনির কিছু গুন 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস অর্জন করলেও তাকে ভ্রমন কাহিনী আখ্যায় ভূষিত করা, যায় না। এই সত্য উপলব্ধি করেই বোধকরি শরৎচন্দ্র পরবর্তীকালে পুস্তকাররে প্রকাশকালে তিনি গ্রন্থটির নাম দেন শ্রীকান্ত"। শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনের বহু ঘটনার অনুসঙ্গ উপন্যাসটিকে আত্মজীবনীর বিভ্রম সৃষ্টিতে সাহায্য করে। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম পর্বে শ্রীকান্তের বাল্য - কৈশোরের যে পরিচয় মেলে তা শরৎচন্দ্রের মামাবাড়িতে ছিল তারই বাস্তব আয়োজন। শ্রীনাথ বহুরূপীর কথা গল্প হলেও সত্যি। শ্রীকান্তের বাল্যবন্ধু ইন্দ্রনাথ আসলে শরৎচন্দ্রের প্রথম যৌবনের দুঃসাহসী সঙ্গী রাজুরই সংসার বিবাগী হওয়ায় ছায়া মাত্র। দ্বিতীয় পর্বে অবশ্য শরৎচন্দ্রের শারীরিক দুর্বলতাকে স্মরন করায়, তৃতীয় পর্বে অসুখে শয্যাশায়ী হওয়ার ঘটনাও শরৎচন্দ্রের শারীরিক দুর্বলতাকে স্মরন করায়। চতুর্থ পর্বে শরৎচন্দ্রের দেবানন্দপুররের পল্লীসমাজের বৈষ্ণবীয় সুধারসের আস্বাদনে শেষ করেছেন। সুতরাং শরৎচন্দ্রের ব্যাক্তি জীবনের কাহিনী অবশ্যই উপন্যাসে আছে কিন্তু 'শ্রীকান্ত' গ্রন্থটি শ্রীকান্তের আত্মকথা সর্বস্ব হয়ে ওঠেনি।

ভ্রমনকাহিনী এক অর্থে আত্মকাহিনিও বটে। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের চতুর্থ পর্বে এসে শরৎচন্দ্র কাহিনির সূচনা ও পরিনতিকে একসূত্রে গেঁথে পাঠকের কাছে সৃষ্টি করল উপন্যাসের রসাবেদন। শরৎচন্দ্রের কথাকে মান্য করে বলা যায় 'মামুলি' ধরনের উপন্যাস শ্রীকান্ত নয়। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস ভ্রমনবৃত্তান্ত ও আত্মজীবনীর বহু কথা দ্বারা সমৃদ্ধ ও সম্পৃক্ত। অবশেষে বলা যায় 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে ভ্রমন বৃত্তান্তের চেয়ে লেখকের আত্মজীবনের নানা ঘটনার সংঘটনই শিল্পিত রূপ লাভ করেছে। ভ্রমনকাহিনী মূলক উপন্যাসে দ্রষ্টার যে ভ্রমনপিয়াসী মন, ও সৌন্দর্যলোলুপ দৃষ্টির প্রয়োজন 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটি পাঠের সময়, তার পরিচয় পাওয়া যায়। গঠন শৈলীতে আত্মকথনের রীতিটি বর্তমান। সুতরাং একে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলাই শ্রেয়।

তথ্য

১। ১৮৭৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হুগলি জেলায় দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহন করেন।
২। পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়, মাতা ভুবমোহিনী দেবী।
৩। শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলা কাটে ভাগলপুরে।
৪। শরৎচন্দ্র স্কুল জীবনেই সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিলেন। 'কাশীনাথ' ও 'কাকবাসা' নামের গল্পটি ঐ সময়েই রচনা করেন।
৫। লেখক হিসাবে 'মন্দির' গল্পেই তাঁর অভিষেক, আর 'বড়দিদি' উপন্যাসে প্রতিষ্টা।
৬। শরৎচন্দ্র তাঁর 'মন্দির' গল্পটির জন্য 'কুন্তলীন' পুরস্কার পান।
৭। শরৎচন্দ্র সাধারনত ভারতী, ভারতবর্ষ, যমুনা ও সাহিত্য পত্রিকায় লিখতেন।
৮। শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয় উপন্যাস গুলি একে একে প্রকাশিত হতে থাকে। 'বিরাজ বৌ' (১৯১৪), 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬), 'শ্রীকান্ত'
১ম পর্ব (১৯১৭), 'দেবদাস' (১৯১৭), 'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'দত্তা' (১৯১৮), 'গৃহদাহ' (১৯২০), 'দেনাপাওনা' (১৯২৩),
'পথের দাবী' (১৯২৫), 'শেষপ্রশ্ন' (১৯৩১)।
৯। 'কালের যাত্রা' গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শরৎচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছেন।
১০। শরৎচন্দ্রের ছদ্মনাম 'অনিলা দেবী'।
১১। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের ১ম পর্বের পরিচ্ছেদ সংখ্যা বারো।
১২। শ্রীকান্তর প্রভাত জীবনে 'ভবঘুরে' হওয়ার নেশায় মাতিয়ে দিয়েছিল ইন্দ্রনাথ।
১৩। ফুটবল ম্যাচ দেখতে গিয়ে আস্ত ছাতার বাঁট শ্রীকান্তের পিঠে পড়েছিল।
১৪। ইন্দ্রনাথের রঙ কালো, বাঁশির মত নাক, প্রশস্ত সুডৌল কপাল, মুখে বসন্তের দাগ, হাত দুখানি দৈর্ঘ্যে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত যায়। সে ভাল বাঁশি বাজাতে পারত।
১৫। শ্রীকান্তর সাথে ইন্দ্রনাথের আলাপের মাস দুই তিন পূর্বে শ্রীকান্ত গ্রাম থেকে শহরে পিসিমার বাড়ি এসেছিল।
১৬। শহরটিতে পথের ওপরে মিউনিসিপালিটির কেরোসিন ল্যাম্প লোহার থামের ওপর ছিল রাতের অন্ধকার দুর করার জন্য।
১৭। হেডমাস্টার মশাই ইন্দ্রনাথের মাথায় গাধার টুপি পরানোর আয়োজন করেছিলেন।
১৮। ইন্দ্রনাথ ক্লাসে হিন্দুস্থানী পন্ডিতের গ্রন্থিবদ্ধ শিখাটি কাঁচি দিয়ে কেটে, তা পন্ডিতের চাপকানের পকেটে রেখে দিয়েছিল।
১৯। ইন্দ্রনাথের ছোট একটা ডিঙি ছিল।
২০। শাহজী হিন্দীতে কথাবলে, কিন্তু ইন্দ্রতার উত্তর দেয় বাংলায়।
২১। অন্নদা শাহজীকে কাঠ কুড়িয়ে, ঘুঁটে বেঁচে গাঁজার পয়সা দেয়।
২২। শ্রীকান্ত দ্বিতীয়বার ইন্দ্রর নৌকায় চাপে চার নম্বর পরিচ্ছেদে।
২৩। শ্রীকান্ত নৌকায় তৃতীয়বার যাত্রা করে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে ছয়নম্বর পরিচ্ছেদে।
২৪। সত্তর টাকা পন দিয়ে একই কুলীন জামাই এর সঙ্গে দুজনের বিবাহ দেওয়া হয়। তারা বাঁকুড়া আসে কুলীন জামাই এর সঙ্গে। বছর দেড়ের পরে প্লীহা জ্বরে সুলক্ষী মরে আরও বছর দেড়ের পরে রাজলক্ষী কাশীতে মারা যায় বলে রচনা হয়।
২৫। ছেলেবেলায় একবার যাকে ভালোবাসা যায়, তাকে কি কখনো ভোলা যায়। সে একটা অনুরোধ করলে কেউ কখনো কি পায়ে ঠেলে যেতে পারে? - পিয়ারী > শ্রীকান্ত।
২৬। শ্রীকান্তের শশ্মান যাত্রাকালে দুর্গা নাম করে পিয়ারী।
২৭। মাইরি, কি শুভক্ষনেই পাঠকালে দুজনের চার চক্ষুর দেখা হয়েছিল। যে দুঃখটা তুমি আমাকে দিলে, এত দুঃখ ভূ-ভারতে কেউ কখনো কাউকে দেয়নি - দেবে না। পিয়ারী > শ্রীকান্ত

উদ্ধৃতি

১। ‘ও লোকটি কি! মানুষ? দেবতা, পিশাচ কেও? - লোকটি ইন্দ্রনাথ। বক্তা - শ্রীকান্ত।

২। ‘এত বড় মহাপ্রান ও আর কখনও দেখিতে পাই নাই মহাপ্রানটি হল ইন্দ্রনাথের। বক্তা - শ্রীকান্ত।

৩। ‘তোকে আমি খুব ভালবাসি - আমার এমন বন্ধু আর একটিও নেই’ - ইন্দ্রনাথ > শ্রীকান্ত।

৪। ‘ও কিছু বলে না রে, বড় ভালমানুষ’ - অন্নদা।

৫। ‘এগুলোকে আমি মেনে থাকি। এবং যথেষ্ট সতর্ক হয়েও চলি’ - সাপ, বাঘ, ভাল্লুক, বুনো শুয়োরকে মানার কথা শ্রীকান্ত বলেছে।

৬। ‘তুমি যে ধাতের মানুষ, তাতে তোমাকে যে আটকাতে পারব না সে ভয় আমার খুবই ছিল’ - আমার > পিয়ারী।

৭। ‘আমার কেউ কোথাও নেই - তবু ত জানতে পারব, একজন আছে - যে আমাকে ফেলে যেতে পারবে না। পিয়ারীকে বলেছে শ্রীকান্ত।

৮। ‘জগতের প্রত্যক্ষ সত্য যদি কিছু থাকে, ও সে মরন’ - শ্রীকান্ত।

৯। ‘কে আমাকে এক মহাশশ্মান হইতে আর এক মহাশশ্মানে পথ দেখাইয়া পৌছাইয়া দিয়া গেল’ - আমাকে শ্রীকান্ত।

১০। ‘সুখের দিনে না হোক, দুঃখের দিনে তাহাকে বিস্মৃত না হই এই প্রার্থনা’ - পিয়ারীর শ্রীকান্তকে লেখা চিঠির একদম নীচের
দিকে নিবেদন অংশেছিল।

১১। “ভগবান যাহাকে তাঁহার বিচিত্র সৃষ্টির সঠিক মাঝখানটিতে টানদেন, তাহাকে ভাল ছেলে হইয়া একজামিন পাশ করিবার সুবিধাও দেন না।” [শ্রীকান্ত নিজ সম্পর্কে]

১২। “ওই অদ্ভুত ছেলেটিকে সেদিন ভালবাসিয়াছিলাম, কিংবা তাহার প্রকাশ্যে সিদ্ধি ও ধূমপান করার জন্য তাহাকে মনে মনে ঘৃনা করিয়াছিলাম।” [শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথ সম্পর্কে]

১৩। “ও পাড়া থেকে এ পাড়ায় আসার এই সোজা পথ। যার ভয় নেই, প্রানের মায়া নেই, সে কোন বড় রাস্তা ঘুরতে যাবে মা?” [নবীন পিসিমাকে, ইন্দ্রনাথ সম্পর্কে]

১৪। “নিজের এবং পরের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি এরূপ প্রবল অনুরাগ সময়ের মূল্য এমন সূক্ষ্ম দায়িত্ববোধ থাকা সত্ত্বেও, তাঁহাকে বারংবার ফেল করিয়াই দিতে লাগিল। ইহাই অদৃষ্টের অন্ধবিচার।” [শ্রীকান্ত মেজদা সম্পর্কে]

১৫। “ওরে বাঘ! বাঘ! পালিয়ে আয়রে ছোঁড়া, পালিয়ে আয়।” [সকলে ইন্দ্রনাথকে]

১৬। “সাঁতার জানলে আবার ভয় কিসের।” [ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তকে]

১৭। “মরতে তো একদিন হবেই ভাই।” [ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তকে]

১৮। “সৃষ্টিকর্তা এই অদ্ভুত অপার্থিব বস্তু কেনই বা সৃষ্টি করিয়া পাঠাইয়া দিলে, এবং কেনই বা তাহা এমন ব্যর্থ করিয়া প্রত্যাহার
করিলে।” [শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথ সম্পর্কে]

teachinns Text with Technology

১৯। কেউ যদি মাছ চাইতে আসে, খবরদার দিসনে - খবরদার বলে দিচ্ছি। [ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তকে]

২০। "অকালমৃত্যু বোধ করি আর কখনও তেমন করুনভাবে আমার চোখে পড়ে নাই।"

২১। বেহায়া নিজে ফি বছর ফেল হচ্ছ, ও আবার যায় পরকে শাসন করতে। [পিসিমা মেজদাকে]

২২। আমি! আমি! আমার জন্যই হল তা জানো ? [যতীনদা ছোড়দাকে]

২৩। এমনিই মানুষের স্বাধীনতার মূল্য, এমনিই মানুষের ব্যক্তিগত নায্য অধিকার লাভ করার আনন্দ।
[মেজদার হাত থেকে নিস্পতি পাওয়ার পর]

২৪। যেন ভস্মাচ্ছাদিত, বহ্নি। যেন যুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্যা সাঙ্গ করিয়া তিনি এইমাত্র আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন।
[অন্নদাদিদি সম্পর্কে]

২৫।আমি তোমার সব কথা বিশ্বাস করব দিদি! সব - যা বলবে সমস্ত। [শ্রীকান্ত অন্নদদিদিকে]

২৬। আমাদের যা হবার হোক, তুই আর আমাদের কোন সংবাদ রাখিস না। [অন্নদাদিদি ইন্দ্রনাথকে]

২৭। সেই বয়সেই আমি কেমন করিয়া জানিতে পারিয়াছিলাম, 'বড়' ও 'ছোটর' বন্ধুত্ব সচরাচর এমনিই দাঁড়ায়।
[ইন্দ্র শ্রীকান্ত বন্ধুত্ব সম্পর্কে]

২৮। মা গঙ্গা, আমাকেও পায়ে স্থান দাও মা! আমার যে আর কোথাও জায়গা নেই। [অন্নদা দিদি]

২৯। না দাদা, আর এনে কাজ নেই। তুমি সেই যে টাকা পাঁচটি রেখে গিয়েছিলে। তোমার যে দয়া আমি মরন পর্যন্ত মনে রাখব
ভাই। আশীবাদ করে যাই। তোমার বুকের ভিতর বসে ভগবান চিরদিন যেন অমনি করে দুঃখীর জন্যে চোখের জল ফেলে।
[অন্নদাদিদি শ্রীকান্তকে]

৩০। ভগবান পতিব্রতার যদি মুখ রাখেন, তোমাদের বন্ধুত্ব যেন চিরদিন তিনি অক্ষয় করেন। [অন্নদাদিদির চিঠির শেষ লাইন]

৩১। ইহারা অম্লরোগী নিস্কর্মা জমিদারও নয়, বহুভারাক্রান্ত কন্যাদায় গ্রস্ত বাঙালী গৃহস্থও নয়। [মুদীর দোকানি সম্পর্কে]

teachinns Text with Technology

শ্রীকান্ত (১ম পর্ব) উপন্যাস সম্পর্কে মন্তব্য

১। "শ্রীকান্তের, ভ্রমন - কাহিনী যে সত্যই ভারতবর্ষে ছাপিবার যোগ্য আমি তাহা মনে করি নাই - এখনও করি না।"
(শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

২। "ইহাকে কি উপন্যাস বলা চলে কি না, তাহা একটু বিবেচনার বিষয়। উপন্যাসের নিবিড়, অবিচ্ছিন্ন ঐক্য ইহার নাই, ইহা কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের বিচ্ছিন্ন পরিচ্ছেদের সমষ্টি। কিন্তু ইহার গ্রন্থসূত্র যতই শিথিল হউক না কেন, গ্রথিত পরিচ্ছেদগুলি
এক একটা মহামূল্য রত্ন।" [শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় - বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা]

৩। "আত্মকাহিনীর ছলেই হোক বা কোনো নায়ককে স্থাপিত করেই হোক, সাধারনত; এ জাতীয় উপন্যাসের ভিত্তিতে লেখকের জীবনের ছায়াপাত করে বলে পাঠকদের কাছে এদের একটা পৃথক মূল্য আছে।"
(সরোজ বন্দোপাধ্যায় - উপন্যাসের কালান্তর)

৪। 'শরৎসাহিত্য' গ্রন্থে শ্রীকান্তকে 'চিত্রকাব্য' বলেছেন। (কালিদাস রায়)

৫। "শ্রীকান্ত, শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতার উপকরনেই গঠিত। এমন কি শ্রীকান্তের সহিত শরৎ - জীবনের একটি অদ্ভুত সমান্তরলতা
আছে। কিন্তু আবার একথাও সব সময় মনে রাখতে হবে যে শরৎচন্দ্র শ্রীকান্ত সবচেয়ে বেশী আত্মগোপন করেছেন।"
(শরৎ পরিচয় - সররেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়)

শ্রীকান্ত (১ম পর্ব) উপন্যাসের চরিত্রগুলি

১) শ্রীকান্ত।
২) ইন্দ্রনাথ রায়।
৩) ইন্দ্রনাথের বাবা মা।
৪) পাঁচ সাত জন মুসলমান ছোকরা।
৫) পিসিমা।
৬) নবীন (বড়দা) - পিসিমার বড়ছেলে।
৭) স্কুলের হেডমাস্টার।
৮) হিন্দুস্থানী পন্ডিতজী।
৯) পিসেমশায় - দ্বারিকাবাবু।
১০) বৃদ্ধ রামকমল ভট্টাচার্য।
১১) ছোড়দা - কেশব।
১২) যতীনদা।
১৩) মেজদা - সতীশ।
১৪) দেউড়ীর হিন্দুস্থানী চাকর।
১৫) পালোয়ান কিশোরী সিংহ।
১৬) গগনবাবু।
১৭) ছিনাথ বহুরূপী।
১৮) ছেলেরা।
১৯) চাষিরা।
২০) মৃত বৃদ্ধা ব্রাহ্মনী।
২১) বিলাত ফেরত বাঙালি।
২২) সমাজ পতিরা।
২৩) ডাক্তারবাবু।
২৪) অন্নদা দিদি।
২৫) শাহজী।

teachinns Text with Technology

২৬) অন্নদাদিদির বাবা দিদি।
২৭) থিয়েটারের রামচন্দ্র, মেঘনাথ, লক্ষন।
২৮) হারান পলসাঁই ভীম সাজে।
২৯) মুদী দোকানি।
৩০) ইন্দ্রের নতুনদা।
৩১) ইন্দ্রের মাসীমা।
৩২) কুমারজী - শ্রীকান্ত বন্ধু।
৩৩) রাজলক্ষী - পিয়ারী।
৩৪) সরয়ূ।
৩৫) বেয়ারা।
৩৬) রতন - পিয়ারীর খানসামা।
৩৭) হিন্দুস্থানী প্রধান ভদ্রলোক।
৩৮) পুরুষোত্তম।
৩৯) নিরুদিদি।
৪০) শ্রীকান্তর পিসিমার বাড়ির ঝি।
৪১) রাজলক্ষীর কুলীন বাবা।
৪২) সুরলক্ষী।
৪৩) পাচকব্রাহ্মন - রাজলক্ষী সুরলক্ষীর বর।
৪৪) ছুটলাল - তবলা বাদক।
৪৫) গনেশ পাঁড়ে - পিয়ারীর দারোয়ান।
৪৬) গ্রামের চৌকিদার।
৪৭) সন্ন্যাসী।
৪৮) রামবাবু।
৪৯) রামবাবুর স্ত্রী।
৫০) দুই ছেলে নবীন, জীবন।
৫১) বঙ্কু - পিয়ারীর সতীন পো।

teachinns Text with Technology

Sub Unit - 4

পথের পাঁচালী
বিভূতিভূষন বন্দোপাধ্যায়

'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটি বিভূতিভূষন বন্দোপাধ্যায়ের সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যে এক ভিন্নধর্মী এবং অনন্য ও নিজস্বতায় স্বতন্ত্র ধারায় আবেদন রাখে। বিভূতিভূষন বন্দোপাধ্যায়ের সর্বপ্রথম শ্রেষ্ঠ রচনা এবং শিল্পরূপের দিক থেকেও উপন্যাসটি অনেক পরিনত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্য যখন পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব বলয়ে অধি আধুনিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য পরিগ্রহ করতে চলেছে তখন সম্পূর্ন ভিন্ন অথচ নিজস্ব ভাবধারা নিয়ে বিভূতিভূষনের 'পথের পাঁচালী'র আবিভার্ব। উপন্যাসটির প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি হল - হরিহর, সর্বজয়া, অপু, দুর্গা প্রমুখ। এদের মধ্যে প্রধান চরিত্র - অপু তথা শ্রী অপূর্ব কুমার রায়। সমগ্র উপন্যাসটি তিনটি অধ্যায়ে এবং ৩৫ টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। অধ্যায়গুলি হল -

১. বলাল্লী-বালাই, পরিচ্ছেদ ১-৬
২. আম-আঁটির ভেপুঁ, পরিচ্ছেদ ৭-২৮
৩. অক্রুর সংবাদ, পরিচ্ছেদ ২৯-৩৫

তিনটি পরিচ্ছেদেই প্রধান চরিত্র অপুর জীবনের কাহিনী বর্নিত হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

১. বিভূতিভূষন বন্দোপাধ্যায় ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার কাঁচরাপাড়া - হালিসহরের কাছে মুরাতিপুর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহন করেন।
২. পিতা মহানন্দ বন্দোপাধ্যায় সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত ছিলেন। মাতা মৃণালিনী দেবী।
৩. বিভূতিভূষনের প্রথম লেখা 'উপেক্ষিতা' গল্প 'প্রবাসী' পত্রিকায় মাঘ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রবাসীতে লিখেছিলেন আর দুটি গল্প 'উমারানী' ও 'মৌরীফুল'।
৪. বিভূতিভূষন বন্দোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাসগুলি হল - 'পথের পাঁচালি' (১৯২৯), 'অপরাজিত' ১-ম ও ২-য় খন্ড (১৯৩২),
'দৃষ্টিপ্রদীপ' (১৯৩৫), 'আরন্যক' (১৯৩৯), 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' (১৯৪০), 'দেবযান' (১৯৪৪), 'হীরা মানিক জ্বলে' (১৯৪৬), 'ইচ্ছামতী' (১৯৫০), 'অশনী সংকেত' (১৯৫৯) ইত্যাদি। এছাড়া বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্প সংকলন - মেঘমল্লার, মৌরীফুল, কিন্নরদল, তালনবমী, উপলখন্ড, কুশল পাহাড়ী ইত্যাদি।
৫. 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশ 'বিচিত্রা' পত্রিকায় আষাঢ় ১৩৩৫ - আশ্বিন মাসে।
৬. ভাগলপুরে বসবাসকালীন ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল 'পথের পাঁচালী' গ্রন্থটি বিভূতিভূষন রচনা শুরু করেন।
৭. ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে এপ্রিল গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয়। 'বিচিত্রা' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে মাসিক কিস্তিতে
'পথের পাঁচালী' প্রকাশিত হতে থাকে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে।
৮. 'পথের পাঁচালী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে এবং বাংলার ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের, মহালয়ার দিন।
৯. 'পথের পাঁচালী' দ্বিতীয় সংস্করন আশ্বিন, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে অল্পবিস্তর পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে সেই পরিবর্ধিত রূপটিই প্রচলিত আছে।
১০. 'পথের পাঁচালী' গ্রন্থটির দুটি কিশোর পাঠ্য সংস্করন হল - 'ছোটোদের পথের পাঁচালী' ও 'আম আঁটির ভেপুঁ' ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ঐ সংস্করন দুটি প্রকাশিত হয়।
১১. ভারতবর্ষের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় ও বিদেশে ইংরেজি ও ফরাসী ভাষায় 'পথের পাঁচালী' অনুদিত হয়েছে।
১২. 'আম আঁটির ভেপুঁ' রাশিয়ান ও জার্মান ভাষায় অনুদিত হয়েছে।
১৩. 'পথের পাঁচালী' প্রকাশ উপলক্ষে ১৯৩২ সালে বিভূতিভূষন বন্দোপাধ্যায় বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটে সাহিত্য সেবক সমিতির সম্বর্ধনা পান।
১৪ নিশ্চিন্দপুর গ্রামের একেবারে উত্তর প্রান্তে হরিহর রায়ের বাড়ি।
১৫. একাদশীর দিন ইন্দির ঠাকরুন চালভাজার গুড়ো জলখাবার খাচ্ছিল।
১৬. হরিহর রায়ের পূর্বপুরুষের আদি বাড়ি ছিল যশড়া - বিষ্ণুপুর।
১৭. হরিহরের পিতা রামচাঁদ রায় বিপত্নীক হয়ে নিশ্চিন্দিপুরে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। পিতার মৃত্যুর পর যশড়া - বিষ্ণুপুর ত্যাগ করে নিশ্চিন্দিপুরে বাস করতে থাকেন।
১৮. ১২৪০ সালে ইন্দির ঠাকরুন ছিলেন ছিপছিপে তরুনী, কিন্তু কাহিনীর শুরুতে সে ৭৫ বছরের বৃদ্ধা।
১৯. পূর্বদেশীয় নামজাদা কুলীনের সঙ্গে ইন্দির ঠাকরুনের বিবাহ হয়েছিল।

২০. হরিহরের পূর্বপুরুষ বিষ্ণুরাম রায়ের পুত্র বীরু রায় ঠ্যাঙাড়ে দস্যু ছিলেন। তিনি এক ব্রাহ্মন বালককে হত্যা করেছিলেন।
২১. তৃতীয় পরিচ্ছেদে হরি পালিতের বাড়িতে বসে ইন্দির ঠাকরুন হরিহরের ছেলে হওয়ার গল্প শোনে।
২২. ব্রজ চক্রবর্ত্তীর ছেলের নাম নিবারন।
২৩. ইন্দির ঠাকরুনের জামাই চন্দ্র মজুমদার বাড়ি ভান্ডার হাটি।
২৪. চন্দ্র মজুমদারের বিধবা মেয়ের নাম হৈমবতী।
২৫. 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের নবম পরিচ্ছেদে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের প্রসঙ্গ আছে।
২৬. দ্বাদশ পরিচ্ছেদে অপুকে তার মা সর্বজয়া 'আয় রে পাখি লেজ ঝোলা' ঘুমপাড়ানি ছড়াটি গেয়ে ঘুম পাড়াতে চেয়েছিলো।
২৭. পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে আতুরী ডাইনি বুড়ির কথা আছে।
২৮. অপু বাবার বাক্সের মধ্যে 'সর্ব দর্শন সংগ্রহ' নামে একটি বইয়ের সন্ধান পায়।
২৯. গ্রামের নরোত্তম দাস বাবাজীর সঙ্গে অপুর বেশ ভাবছিল।
৩০. কালীনাথ চক্কোত্তির মেয়ে বিনি, অপু দুগ্গার চড়ুইভাতিতে অংশগ্রহন করেছিল।
৩১. চড়কের মেলায় নীলমনি হাজ্‌রার যাত্রার দল এসেছে।
৩২. যাত্রাদলের রাজকুমার অজয়ের সঙ্গে অপুর বন্ধুত্ব হয়। রাজকুমারী ইন্দুলেখাকে একদম তার দিদির মত মনে হয়।
৩৩. রাজেশ্বরবাবু পুত্র নীরেন এর সঙ্গে দুর্গার পত্র মারফৎ বিবাহের কথা চলছে।
৩৪. পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে অন্নদা রায়ের চন্ডীমন্ডপে দীনু চৌধুরী 'ভৃগু সংহিতা' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থে ভূয়সী প্রশংসা করেন।
৩৫. ভুবন মুখুজ্জের কন্যা রানী ওরফে রানু।
৩৬. ষড়বিংশ পরিচ্ছেদে হরিহর বাড়ি ফিরে দূর্গার মৃত্যু সংবাদ পান।
৩৭. অপু সতুদার লাইব্রেরি থেকে 'সরোজ সরোজিনী', 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' ও 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' নিয়ে পড়েছে। এছাড়া
লাইব্রেরিতে 'প্রনয় প্রতিমা', 'কুসুমকুমারী', 'সচিত্র যৌবনে যোগিনী নাটক', 'দস্যু দুহিতা', 'প্রেম - পরিনাম বা অমৃতে গরল', 'গোপেশ্বরের গুপ্তকথা' ইত্যাদি গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হয়েছে।
৩৮. সর্বজয়া গঙ্গানন্দপুরে সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুর বাড়িতে মানত করেছিল।
৩৯. অপুর পিসেমশাই কুঞ্জ চক্রবর্তী গঙ্গানন্দপুরের বাসিন্দা।
৪০. অপু শনিবার সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে পুজো দেয়।
৪১. ত্রিংশ পরিদচ্ছেদে হরিহর স্ত্রী - পুত্র নিয়ে কাশী যাত্রা করে।
৪২. একত্রিংশ পরিচ্ছেদে হরিহরের মৃত্যু হয়। তাকে মনিকর্নিকার ঘাটে দাহ করা হয়।
৪৩. ইন্দিরা ঠাকরুনকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার অপরাধবোধ সর্বজয়াকে পীড়িত করে।
৪৪. কাশীর স্কুল ম্যাগাজিনে অপুর লেখা একটি গল্প প্রকাশিত হয়। পিতার মৃত্যুর তিন দিন পর পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল।

উদ্ধৃতি

১. "চল্লিশ বছরের নিভিয়া যাওয়া ঘুমন্ত মাতৃত্ব মেয়েটার মুখের বিপন্ন অপ্রতিভ ভঙ্গিতে, অবোধ চোখের হাসিতে এক মুহূর্তে সচকিত আগ্রহে, শেষ - হইতে চলা জীবনের ব্যাকুল ক্ষুধায় জাগিয়া উঠে।"[বল্লালী - বালাই - প্রথম পরিচ্ছেদ]

২. "ইচ্ছামতীর চলোর্মি - চঞ্চল স্বচ্ছ জলধারা অনন্তকাল প্রবাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়া কুটার মত, ঢেউয়ের ফেনার মত, গ্রামের নীলকুটির মত জনসন টমসন সাহেব, কত মজুমদারকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল।" [বল্লালী - বালাই - প্রথম পরিচ্ছেদ]

৩. "ইন্দিরা ঠাকরুনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে সেকালের অবসান হইয়া গেল।" [বল্লালী বালাই - ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ]

৪. "জীবন পথের যে দিক মানুষের চোখের জলে, দীনতায়, মৃত্যুতে আশাহত, ব্যর্থতায় বেদনায় করুন।"
[আম আঁটির ভেপুঁ - নবম পরিচ্ছেদ]

৫. "বিজয়ী বীর অর্জুন নহে - যে রাজ্য পাইল, মান পাইল, রথের উপর হইতে বান ছুঁড়িয়া বিপন্ন শত্রুকে নাশ করিল; বিজয়ী কর্ণ যে মানুষের চিরকালের চোখের জলে জাগিয়া রহিল, মানুষের বেদনায় অনুভূতিতে সহচর হইয়া বিরাজ করিল সে।"
[আম আঁটির ভেপুঁ - নবম পরিচ্ছেদ]

৬. "জগতের অফুরন্ত আনন্দ ভান্ডারের এক অনুর সন্ধান পাইয়া তাহার অবোধ মন তখন সেইটাকে লইয়া লোভীর মত বারবার
আস্বাদ করিয়াও সাধ মিটাইতে পরিতেছে না।" [দ্বাদশ পরিচ্ছেদে - আম আঁটির ভেপুঁ]

৭. "এই সেই জন্মস্থান মধ্যবর্তী প্রসবন গিরি ইহার শিখরদেশ আকাশপথে সতত সমীর সঞ্চয়মান জলধর পটল সংযোগে নিরন্তর
নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত - অধিত্যকা প্রদেশ ঘন - সন্নিবিষ্ট বন - পাদসমূহে সমাচ্ছন্ন থাকতে স্নিগ্ধ শীতল ও রমনীয় .....
পাদদেশে প্রসন্ন সলিলা গোদবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া ....." [চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ - আম আঁটির ভেপুঁ]

৮. "মরনাহত দৃষ্টির সম্মুখে শেষ শরতের বন - ভরা পরিপূর্ণ ঝলমলে রৌদ্র, পরগাছার ফুলের আকুল আর্দ্র সুগন্ধ মাখানো পৃথিবীটা তাহার সকল সৌন্দর্য - রহস্য, বিপুলতা লইয়া ধীরে ধীরে আড়ালে মিলাইয়া চলিয়াছে।"
[আম আঁটির ভেপুঁ - ষোড়শ পরিচ্ছেদ]

৯. "যেন এই ছোট্ট গ্রামখানির অতীত ও বর্তমান সমস্ত ছোটখাটো দুঃখ শান্তি দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে, শরৎ মধ্যাহ্নের রৌদ্রভরা, নীল নির্জন
আকাশ পথে, এক উদাস গৃহবিবাগী পথিক - দেবতার সুকণ্ঠের অবদান দূর হইতে দূরে মিলাইয়া চলিয়াছের।"
[ষোড়শ পরিচ্ছেদ - আম আঁটির ভেপুঁ]

১০. "আনন্দ ! আনন্দ ! প্রসারের আনন্দ, জীবনের মাঝে মাঝে যে আড়াল আছে, বিশাল তুষার মৌলি গিরিসঙ্কটের ওদিকের যে পথটা দেখিতেছে না, তাহার আনন্দ। [আম আঁটির ভেপুঁ - বিংশ পরিচ্ছেদে]

১১. "আগুন দিয়াই আগুন জ্বালানো যায়, ছাই-এর ঢিপিতে মশাল গুঁজিয়া কে কোথায় মশাল জ্বালে।"
[চর্তুবিংশতি পরিচ্ছেদ - আম আঁটির ভেপুঁ]

১২. "বঙ্গোপসাগরের মোহনায় সাগরদ্বীপ পিছনে ফেলিয়া সমুদ্রমাসের কত অজানা ক্ষুদ্র দ্বীপ পার হইয়া সিংহল উপকূলের শ্যামসুন্দর নারিকেল বনশ্রী দেখিতে দেখিতে কত অপূর্ব দেশের নীল পাহাড় দূরচক্রবালে রাখিয়া সূর্যাস্তের রাঙা আলোয় অভিষিক্ত হইয়া, নতুন দেশের নব নব দৃশ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে।"
[সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ - আম আঁটির ভেপুঁ]

১৩. "চিরজীবন সৌন্দর্যের পূজারী হইবার ব্রত নিজের অলক্ষিতে যুক্তরূপা প্রকৃতি তাহাকে তাহা ধীরে ধীরে গ্রহন করাইতেছিলেন।"
[আম আঁটির ভেপুঁ - অষ্টদশ পরিচ্ছেদ]

১৪. "দিদির অদৃশ্য স্নেহস্পর্শ ছিল নিশ্চিন্দিপুরের ভাঙা কোঠাবাড়ির প্রতি গৃহকোনে - আজ কিন্তু সত্য - সত্যই দিদির সহিত চিরকালের ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল।" [আম আঁটির ভেপুঁ - উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ]

১৫. "এক ঘন বর্ষার রাতে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দের মধ্যে এক পুরোনো কোঠার অন্ধকার ঘরে, রোগশয্যাগ্রস্থ এক পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের মেয়ের কথা।' [আম আঁটির ভেপুঁ - উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ]

১৬. "করুনা ভালোবাসার সব চেয়ে মূল্যবান মালা, তাঁর গাঁথুনী বড় পাকা হয়।" [অক্রুর সংবাদ - একত্রিশ পরিচ্ছেদ]

১৭. "অপু যেন প্রথম বসন্তের নবকিশলয়, তাহার মুখের আনন্দ যেন প্রভাতের নব - অরুন আভা; তার ডাগর ডাগর নীলাভ চোখ দুটির চাহনির মধ্যে নিজের অতীত যৌবনদিনের যে অসীম স্বপ্ন, সুনীল পাহাড়ের নবীন শালতরুশ্রেনীর উল্লাস - মর্মর..... কুলহারা সমুদ্রের দূরাগত সঙ্গীত ধ্বনি।" [অক্রুর সংবাদ - একত্রিশ পরিচ্ছেদ]

১৮. "দিন রাত্রি পার হয়ে, জন্ম মরন পার হয়ে, মাস, বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার হয়ে চলে যায় ..... তোমাদের মর্মর জীবন স্বপ্ন শেওলা ছাতার দলে ভরে আসে, পথ আমার তখনও ফুরোয় না চলে ..... চলে ..... এগিয়েই চলে ....."

[অক্রুর সংবাদ - পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ]

'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের পুরুষ চরিত্রগুলি

১। হরিহর রায়।
২। রামচাঁদ রায় (হরিহরের পিতা)।
৩। পতিরাম মুখুয্যে (রামচাঁদ যেখানে পাশা খেলতেন)।
৪। ব্রজ চক্রবর্ত্তী (রামচাঁদের শ্বশুর)।
৫। নীলমনি রায় (রামচাঁদের জ্ঞাতি ভ্রাতার পুত্র)।
৬। সীতানাথ মুখুয্যে (চক্রবর্তীদের মাঠে যিনি কলমের বাগান করেছেন)।
৭। গোলক চক্রবর্তী।
৮। বিষ্ণু রাম রায় (হরিহরের পূর্বপুরুষ)।
৯। বীরু রায় (বিষ্ণুরামের পুত্র)।
১০। যদু রায় (পতিত রায়ের ভাই)।
১১। ভজহরি (গোলকের সম্মন্ধী)।
১২। নিবারন (ব্রজ চক্রবর্তীর ছেলে)।
১৩। ঈশান কবিরাজ।
১৪। রামচাঁদ চক্রবর্তী (ব্রজ চক্রবর্ত্তীর দাদা)।
১৫। চন্দ্র মজুমদার।
১৬। রাধু।
১৭। রামনাথ গাঙ্গুলী।
১৮। নবীন ঘোষাল।
১৯। তিনকড়ি ঘোষাল।
২০। পূর্ণ চক্রবর্তী।
২১। বিশু পালিত।
২২। দীনু চক্রবর্তী।
২৩। ফনী চক্রবর্তী।
২৪। অপু (হরিহরের পুত্র) / অপূর্ব রায়।
২৫। ভুবন মুখুয্যে।
২৬। অন্নদা রায় (হরিহর যার বাড়ি গোমস্তার কাজ করে)।
২৭। রাধাবোষ্টম ময়রা।
২৮। চিনিবাস ময়রা।
২৯। সুনীল (ভুবন মুখুয্যের সেজ ভাই-এর ছেলে)।
৩০। সতু (ভুবন মুখুয্যের ভাই-এর ছেলে)।
৩১। সত্যবাবু (গাঙ্গুলী মশায়ের জামাই)।
৩২। দীনু পালিত।
৩৩। প্রসন্ন (গুরুমহাশয়)।
৩৪। রাজকৃষ্ণ সান্ন্যাল।
৩৫। বুধো (গাড়োয়ান)।
৩৬। গোকুল (অন্নদা রায়ের ছেলে)।
৩৭। অক্রুর (মাঝি)।
৩৮। লক্ষন মহাজন (হরিহরের শিষ্য)।
৩৯। বিশু (অমলা, অপুর খেলার সাথী)।
৪০। নাড়ুগোপাল (খেলার সাথী)।
৪১। নীরেন্দ্র (অন্নদারায়ের জ্ঞাতি পুত্র)।
৪২। তিনকড়ি (জেলে)।

teachinns Text with Technology

৪৩। রামচরন (জেলে)।
৪৪। হীরু নাপিত।
৪৫। কিশোরীদা (যাত্রা অনুষ্ঠানের বিচিত্র কেতু)।
৪৬। অজয় (যাত্রাদলের রাজপুত্র ছিলেন অজয়)।
৪৭। বিষ্টু তেলি (যাত্রা দলে নাচে)।
৪৮। নীলমনি মুখুয্যে।
৪৯। কুঞ্জ চক্রবর্তী (অপুর পিসেমশাই)।
৫০। মহেশ সাধুখাঁ (কথক ঠাকুরের গ্রামের লোক)।
৫১। রামধন (কথক টাকুর)।
৫২। রমেন, টেবু, সমীর, সন্তু (বাড়ির ছেলে মেয়ে)।
৫৩। গিরিশ সরকার (বাড়ির গোমস্তা)।
৫৪। শম্ভুনাথ সিং (দারোয়ান)।
৫৫। বীরু গোমস্তা।
৫৬। দীনু খাতাঞ্জি।

নারী চরিত্র

১। ইন্দির ঠাক্‌রুন (হরিহরের দূরসম্পর্কীয় দিদি)।
২। বিশ্বেশ্বরী (ইন্দিরার মেয়ে)।
৩। সর্বজয়া (হরিহরের স্ত্রী)
৪। কুড়ুনীর মা (দাই)।
৫। দুর্গা (হরিহরের কন্যা)।
৬। বড় খুড়ী (ব্রজ চক্রবর্তীর স্ত্রী)।
৭। বীনা (ছোটো শালী)।
৮। হৈমবতী (মজুমদার মশাইয়ের বিধবা মেয়ে)।
৯। স্বর্ন গোয়ালিনী।
১০। টুনু (ভবন মুখুয্যের সেজ ভাইয়ের মেয়ে)।
১১। বিধু জেলেনী।
১২। আশালতা (রাজকৃষ্ণ পালিতের মেয়ে)।
১৩। সখী ঠাকরুন (অন্নদা রায়ের বিধবা ভগ্নী)।
১৪। বিনি (কাশীনাথ চক্রবর্তীর মেয়ে)।
১৫। রানী (ভুবন মুখার্জীর মেয়ে)।
১৬। মোক্ষদা (রাঁধুনী বামনী)।
১৭। লীলা (মেজ বৌরানীর মেয়ে)।

teachinns Text with Technology

মন্তব্য

১. "পথের পাঁচালীর আখ্যানটা অত্যন্ত দেশী। কিন্তু জিনিসের অনেক অনেক পরিচয় বাকি থাকে। যেখানে আজন্মকাল আছি সেখানেও সব জায়গায় প্রবেশ ঘটে না। 'পথের পাঁচালী' যে বাংলার পাড়াগাঁয়ের কথা সেও অজানা রাস্তায় নতুন করে দেখতে হয়।" [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

২. "বাংলা সাহিত্যের এক অবিস্মরনীয় চরিত্র অপু। কল্লোল গোষ্ঠীর সেই সংশয় ক্ষুব্ধ ও ফ্রয়েড মার্কস এর উগ্র উত্তেজক মতবাদে উদ্‌ভ্রান্ত জীবন - দৃষ্টি ও মানস প্রবনতার বিরুদ্ধে যেন এক নায়ক অথচ বলিষ্ঠ 'চ্যালেঞ্জ' বিভূতিভূষনের এই আশ্চর্য চরিত্রটি।" [গোপিকানাথ রায় চৌধুরী]
মন ও শিল্প

৩. "ইহার মৌলিকতা ও সরস নবীনতা বঙ্গ উপন্যাসের গতানুগতিশীলতার মধ্যে একটি পরম বিস্ময়কর আর্বিভাব। অপুর ন্যায় জীবন্ত ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিত্রিত চরিত্র বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের আর দ্বিতীয় নাই। ..... ব্যাপকতা ও গভীর অর্ন্তদৃষ্টির দিক দিয়া এই শৈশব রহস্যের ইতিহাস ওয়ার্ডস ওয়ার্থের Prelude সহিত তুলনীয়।" [বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা]
ডঃ শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়

৪. "পথের পাঁচালী একান্তই বাংলার নিজের, শুধু তার বিষয়বস্তুর দিক থেকেই নয়, তার ফর্মের দিক থেকেও। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে পশ্চিমি আঙ্গিকের যে চর্চা চলে আসছিল, একদিক থেকে পথের পাঁচালীতেই হয়ত তার থেকে প্রথম মুক্তির সন্ধান।" [কথাসাহিত্যের একলা পথিক - বিভূতিভূষন]

৫. "পথের পাঁচালী'র বিস্ময় পরিচিতের মধ্যে অপরিচিতের আবিষ্কারে, সহজের মধ্যে স্বপ্নময়তার সঞ্চারে, আর সামান্যের মধ্যে অসামান্যের উদ্‌ঘাটনে।" [গোপাল হালদার]

৬. "বাংলা উপন্যাসের সবচেয়ে ছোটো তালিকা করলেও 'পথের পাঁচালী' কে বাদ দেওয়া অসম্ভব। দশখানার মধ্যে একখানা তো বটেই। পাঁচখানার মধ্যেও একখানা।" [- অন্নদাশঙ্কর রায়]

Sub Unit - 5

পুতুলনাচের ইতিকথা
মানিক বন্দোপাধ্যায়

'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসে মানিক বন্দোপাধ্যায় দেখাতে চেয়েছেন এই সমাজে পুতুল কারা এবং কারাই তাদের নাচায়, কীভাবে নাচায়। গাওদিয়া গ্রামকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। হারু ঘোষের মৃত্যুতে উপন্যাস শুরু হয়েছে। কাহিনীতে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে কুসুমের শশীর প্রতি ভালোবাসা ও শশীর উপেক্ষার মধ্য দিয়ে। গোপালের ছেলে শশী কলকাতা থেকে ডাক্তারি পাশ করেছে, বাবার সঙ্গে তার বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধ। কাহিনীর অন্যতম চরিত্র কুসুম পরানের স্ত্রী, পরান শশীকে অন্ধের যষ্টির মতো বিশ্বাস করে। পরানের বোন মতি স্বপ্ন দেখে ছোটবাবু ওরফে শশীর মতো কোনো বড়লোক বাড়িতে তার বিয়ে হবে। খামখেয়ালি কুমুদ মতির সঙ্গী হয়েও শশীর বন্ধু। কুমুদ-মতি কাহিনীর সঙ্গে জয়া-বনবিহারী উপকাহিনীটি মিশে গেছে। শশীর জীবনের এক অংশে প্রবলভাবে প্রভাব রয়েছে যামিনী কবিরাজের স্ত্রী সেনদিদির শশী একসময় বসন্ত রোগ অর্থাৎ মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছিল সেনদিদিকে। সেনদিদি যখন প্রসব যন্ত্রনায় কাতর তখন শশী প্রথমে যেতে চায়নি এবং পরে গেলেও বাঁচাতে পারেনি সেনদিদিকে। যাদব ও পাগলা দিদি, যাদব পন্ডিতের রথের দিন মৃত্যু এই ঘটনাগুলি শশীকে মানসিক দ্বন্দ্বে ফেলে দেয়। সমগ্র উপন্যাস জুড়ে শশি চরিত্রটির মধ্যে দোলাচলতা লক্ষ্য করা যায়। কাহিনীর শেষে দেখি তাকে শেষ পর্যন্ত পরান, কুসুম এমনকি বাবা গোপাল দাসও ছেড়ে যায়।

তথ্য

১. মানিক বন্দোপাধ্যায় কথাসাহিত্যের উত্তর - কল্লোলের প্রথম মহাবিস্ময়।

২. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মানিককে বলেছেন - 'কল্লোলের কুলবর্ধন'।

৩. মানিক বন্দোপাধ্যায় মোট চল্লিশটি উপন্যাস লিখেছেন।

৪. তাঁর প্রকাশিত উপন্যাসগুলি যথাক্রমে 'দিবারাত্রির কাব্য' (১৯৩৫), 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৪১), 'ধরা বাঁধা জীবন' (১৯৪১), 'প্রতিবিম্ব' (১৯৪৩), 'দর্পন' (১৯৪৫), 'শহরবাসের ইতিকথা' (১৯৪৬), 'চিহ্ন' (১৯৪৭), 'আদায়ের ইতিহাস' (১৯৪৭), 'চতুষ্কোন' (১৯৪৮), 'জীয়ন্ত' (১৯৫০), 'পেশা' (১৯৫১), 'স্বাধীনতার স্বাদ' (১৯৫১), 'সোনার চেয়ে দামী', 'সার্বজনীন' (১৯৫২), 'আরোগ্য' (১৯৫৩), 'হলুদ নদী সবুজ বন' (১৯৫৬), 'মাঝির ছেলে' (মৃত্যুর পর প্রকাশিত, ১৯৩০)।

৫. 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে ডি. এম. লাইব্রেরি, ৪৩ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য - আড়াই টাকা, গ্রন্থে প্রচ্ছদশিল্পীর উল্লেখ ছিল না।

৬. উপন্যাসটির প্রকাশকাল - জৈষ্ঠ্য ১৩৪৩ (১৯৩৬ খ্রিঃ)।

৭. গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে পুতুলনাচের ইতিকথা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় পৌষ ১৩৪১ থেকে অগ্রহায়ন ১৩৪২ পর্যন্ত বিরতিহীন ১২ কিস্তিতে প্রকাশিত হয়।

৮. বিদেশী ভাষায় লেখকের সর্বাধিক অনূদিত গ্রন্থ 'পদ্মানদীর মাঝি' হলেও ভারতীয় ভাষায় 'পুতুলনাচের ইতিকথা'ই সর্বাধিক অনূদিত হয়েছে।

৯. উপন্যাসটি প্রথম ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন শ্রীকান্ত ত্রিবেদী গুজরাটিতে।

১০. 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসের অনুবাদ 'The Puppet's Tale' সাহিত্য একাডেমি থেকে প্রকাশিত।

১১. প্রবোধ কুমার মজুমদার কৃত হিন্দি অনুবাদ 'কটপুটলিয়োঁ কা ইতিহাস' সরস্বতী প্রেস, বেনারস থেকে ১৯৫৮ খ্রিঃ প্রকাশিত হয়।

১২. লেখকের জীবিতকালে পুতুলনাচের ইতিকথা অবলম্বনে একটি বাংলা চলচ্চিত্র পরিচালনা করেন অসিত বন্দোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনা করেন - জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। গান লিখেছেন বিনয় রায়। কালী বন্দোপাধ্যায় শশী ডাক্তারের চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

১৩. 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে বজ্রাঘাতে হারু ঘোষ মারা যায়।

১৪. হারুর মৃতদেহ বহনের জন্য রসিক বাবুর বাগান থেকে বাঁশ কাটা হয়েছিল।

১৫. যামিনী কবিরাজের বৌ হল সেনদিদি। সেনদিদির সঙ্গে গোপালের গোপন প্রনয়ের কথা লোকমুখে প্রচলিত। গোপালের একমাত্র
ছেলে শশী। বড় মেয়ে বিন্ধ্যবাসিনী, বড়োগাঁর নায়েব শ্যামাচরন দাসের খোঁড়া ছেলে মোহনের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। মেজ মেয়ে বিন্দুবাসিনী কলকাতার বড়বাজারের ব্যবসাদার নন্দলালের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। ছোট মেয়ে সিন্ধু খুবই ছোট, সে পুতুল খেলে।
১৬. শশীর বন্ধু কুমুদের বাড়ি বরিশাল। সে বোহেমিয়ান জীবনের প্রতিনিধি, অভিনয় তার প্যাশান ছিল। মতিকে সে বিবাহ করে।
১৭. কুসুমের স্বামী পরান, শাশুড়ি মোক্ষদাও ননদ মতি।
১৮. ভূতো জাম পাড়তে গাছে উঠেছিল, পড়ে গিয়ে মারা যায়। তার মায়ের নাম লক্ষ্মীমনি।
১৯. যামিনী কবিরাজের বৌ তার স্বামীর ঔষধ খায় না। তাই শশীকে ডেকে পাঠায়।
২০. যামিনী কবিরাজের ছাত্র হল কুঞ্জ।
২১. সাতগাঁর কবিরাজ ভূপতিচরন যামিনী কবিরাজের পূর্বতন ছাত্র।
২২. দুর্গাপূজা উপলক্ষে বাজিতপুরে কলকাতা থেকে বিনোদিনী অপেরা পার্টি যাত্রা করতে আসে।
২৩. বসন্ত রোগে সেনদিদির চোখ নষ্ট হয়ে যায়।
২৪. সুদেব নিতাই এর ভাগ্নে। সুদেব মামার নামে বাজিতপুরে মিথ্যা মামলা করেছে।
২৫. সুদেবের সঙ্গে মতির বিবাহের কথা হচ্ছিল কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত ভেস্তে যায়।
২৬. বাজিতপুরে শীতলবাবুর ভাই বিমলবাবু কলকাতায় থাকেন। তিনি মোটর গাড়ি নিয়ে দেশের বাড়ি বেড়াতে এসেছিলেন।
২৭. কুন্দ শশীর মামাতো বোন।
২৮. শশীর প্রিয়তমা বান্ধবী দুজন - সিন্ধু ও মতি।
২৯. দেড়শো টাকার বিনিময়ে গোপাল সেনদিদিকে যামিনীর হাতে তুলে দিয়েছিল।
৩০. 'শরীর ! শরীর ! তোমার মন নাই কুসুম?' - ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আছে।
৩১. যাদব পন্ডিত আগামী রথের দিন দেহ রাখবার কথা ঘোষনা করেছে।
৩২. যাদব পন্ডিত ও পাগলদিদি আফিং খেয়ে আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ জানার অহমিকাকে প্রমান করে যান।
৩৩. 'বাপের বাড়ি যেতে না পেলে মেয়ে মানুষের মাথা বিগড়ে যায়।' - ৮ম পরিচ্ছেদে পরান কুসুম সম্পর্কে এ কথা বলেছিল।
৩৪. নবম পরিচ্ছেদে কুসুম গাওদিয়া ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে যায়।
৩৫. বাজিতপুরের সিনিয়র উকিল রামতরন বাবু।
৩৬. যাদব পন্ডিত তার সমস্ত সম্পত্তি হাসপাতালের জন্য শশীকে উইল করে দিয়ে যান।
৩৭. হাসপাতাল ফান্ডে গোপাল পাঁচশো দান করেন।
৩৮. কুসুমের বন্ধু হল জয়া। জয়ার স্বামী বনবিহারী। এরা যাত্রাদলের লোক।
৩৯. কুসুম থিয়েটার দলে একশ টাকা বেতনের চাকরি পায়।
৪০. গাওদিয়ায় গড়ে ওঠা হাসপাতালটির না রাখা হয়েছিল 'যাদব মেমোরিয়ালট হস্পিটাল'। তবে সকলে শশী ডাক্তারের হাসপাতাল বলে।
৪১. দ্বাদশ পরিচ্ছেদে যামিনী কবিরাজ মারা যান।
৪২. যামিনীর মৃত্যুর পর সেনদিদির দাদা কৃপানাথ সেখানে এসে কবিরাজী শুরু করে।
৪৩. সরকারী ডক্তারের বৌ হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর ভাগ্নী সুশীলা। তার মামাবাড়ি তেইশ গাছা।
৪৪. কুসুমের বাবার নাম অনন্ত।
৪৫. "সংসারে মানুষ চায় এক, হয় আর, চিরকাল এমনি দেখি এসেছি ডাক্তারবাবু পুতুল বই তো নই আমরা, একজন আড়ালে
বসে খেলাচ্ছেন" - দ্বাদশ পরিচ্ছেদে অনন্ত বলেছে।
৪৬. সেনদিদির ছেলেকে মানুষ করার জন্য গোপাল কুন্দকে সোনার চেন উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।
৪৭. অমূল্য নামে শশীর এক বন্ধু 'যাদব মেমোরিয়াল হস্পিটাল' - এ নতুন যোগদান করে।
৪৮. গোপাল সেনদিদির পুত্রকে নিয়ে চিরতরে গাওদিয়া ছেড়ে কাশি চলে যায়।

উদ্ধৃতি

১. "এখন তোমরা হরিবোল দিও না। হারু শশ্মান যাত্রা করেনি, বাড়ি যাচ্ছে।" [শশীর উক্তি]

২. "ডুরে শাড়িটি পরে, চুলটি বেঁধে বউটি সেজে সে বসেছিলেম তোমার জন্য।" [পাগলদিদি শশীকে]

৩. "সর্দি টিক তো ছোটবাবু? পরিক্ষার রকম দেখে ভয়ে, বুকে কাঁপন নেগেছে মা ক্ষয় রোগেই বা ধরল"
[কুসুমের বক্তব্য মতি সম্পর্কে]

৪। 'শুধু আধখানা মন দিয়ে সে ভাবিতেছিল, এতগুলি মানুষের মনে মনে কি আশ্চর্য মিল। কারো স্বাতন্ত্র্য নাই, মৌলিকতা নাই, মনের তারগুলি এক সুরে বাঁধা। সুখদু:খ এক, রসানুভূতি এক, ভয় ও কুসংস্কার এক, হীনতা ও উদারতার হিসাবে কেউ কারো চেয়ে এতটুকু ছোটো অথবা বড়ো নয়'। [শ্রীনাথ মুদির দোকানে বসে শশী নিজে ভাবছিল]

৫। '..... অলঙ্কারে অলঙ্কারে, বিন্দুর দেহে তিল ধারনের স্থান নাই, একেবারে যেন বাইজি'।
[গোপালের মেজ মেয়ে বিন্দুবাসিনী সম্পর্কে]

৬। 'সাপে আমাকে কামড়াবে না ছোটবাবু, আমার অদেষ্টে মরন নেই'। [কুসুম শশীকে]

৭। 'ধরতে গেলে তুমি তো আমার ছেলেই। পেটের ছেলের চেয়ে তোমাকে বেশি ভালোবাসি শশি'। [সেনদিদি শশীকে]

৮। 'মেয়ে মানুষের আঁচল ধরা পুরুষকে আমি দুচোখে দেখতে পারি না'। [কুসুম পরানকে]

৯। 'নিজের সর্বনাশ করে পরের উপকার করে বেড়ানো কোন দেশি বুদ্ধির পরিচয় বাপু'।
[সেনদিদি চিকিৎসা প্রসঙ্গে গোপাল শশীকে]

১০। 'আমার বাপ চের রোজগার করে। তাই বলে আমরা কি আপনার তুল্যি?
লোকের গলায় ছুরি দেওয়া পয়সায় আমরা বড়োলোক হইনি, তাই আপনারা গরীব বলেন গরীব, চোর বলেন চোর'।
[কুসুম শশীকে]

১১। 'ডাক্তার হয়েছ বলেই তুমি যা তা বলবে নাকি, বাছার তুমি গুরুজন, ওর কপালে কথা তোমার ফলেও যেতে পারে, এ খেয়াল তোমার নেই'। [কুন্দ শশীকে]

১২। 'আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেনো ছোটবাবু'। [কুসুম শশীকে]

১৩। 'আমার সঙ্গিনী হতে পারে, এমন মেয়ে জগতে নেই ভাই সঙ্গিনী আমার সৃষ্টি করে নিতে হবে আমাকেই'।
[কুসুম নিজের বিবাহ প্রসঙ্গে শশীকে]

১৪। 'বাইশ বছর বয়সে এ গাঁয়ে এসে বাসা বাধলাম, কেউ জানে না কোথা থেকে এলাম, কি বৃত্তান্ত'।
[বিদ্যা যাদব শশী]

১৫। 'দুপাতা ইংরেজি পড়ে সবজান্তা হয়ে উটেছ, এসব তুমি কী বুঝবে।...তুমি তো স্লেচ্ছাচারী নাস্তিক'।
[বিদ্যা যাদব শশীকে]

১৬। 'ভিনদেশি পুরুষ দেখি চাঁদের মতন লাজরক্ত হইলা কন্যা পরথম যৌবন'। [কুসুমের গাওয়া গান]

১৭। ‘গাওদিয়ার গোপ-সমাজ পরিহাস করিয়া তাহাকে বলিত ভদ্দর লোক, বিশেষ করিয়া বলিত নিতাই’। [হারু ঘোষ সম্পর্কে উক্তি নিতাইয়ের]

১৮। ‘ভেবেছিলাম বাপের বাড়ি গিয়ে ক-মাস থাকব, তার আর হবে না বুঝতে পারছি’। [কুসুম শশীকে]

১৯। ‘ওয়ারিশ থাকলে খবর পেয়ে তারা বোধহয় গোলমাল করবে শশী, মামলা মোকদ্দমা না করে ছাড়বে না সহজে’। [গোপাল শশীকে]

২০। ‘পন্ডিত মশাই বলে এবং তিনি স্বর্গীয় বলে শশী, নইলে আমি থাকতে আমার গাঁয়ে আমাকে ডিঙিয়ে হাসপাতাল দেবার স্পর্ধা কখনও সইতাম’। [শীতলবাবু শশীকে]

২১। ‘বিজ্ঞাপনের ছবি এঁকে পেট চালাই, বাড়ি বলতে একটা ঘর আর একফোঁটা একটু বারন্দা’। [বনবিহারী মতিকে]

২২। ‘দেওয়া-নেওয়া আমি ভালোবাসি না’। [জয়া মতিকে]

২৩। ‘ গয়না যেসব মেয়ে মানুষের সর্বস্ব আমি তাদের দুচোখে দেখতে পারি না’। [কুমুদ মতিকে]

২৪। ‘প্রেরনা, ছবি আঁকতে জান না, তোমার আবার প্রেরনা’। [জয়া বনবিহারীকে]

২৫। ‘সংসারে মানুষ চাউ এক হয় আর এক চিরকাল এমনি দেখে আসছি ডাক্তারবাবু। পুতুল বই তো নই আমরা, একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছেন’। [অনন্ত শশীকে]

২৬। ‘তুমি বিদ্বান বুদ্ধিমান, তোমাকে বলাই বাহুল্য যে খেয়ালের চেয়ে কর্তব্য অনেক বড়ো’। [ভোলা ব্রহ্মচারী শশীকে]

২৭। ‘..... মেয়ে মানুষের কত কী হয়, সব বোঝা যায় না, হলে নই বা ডাক্তার। এ তো জ্বর জ্বালাআ নয়’। [কুসুম শশীকে]

teachinns Text with Technology

উদ্ধৃতি

১। "পুতুলনাচের ইতিকথায় শশীর সমস্যা নিশ্চয় যৌন সমস্যা নয়। সম্পূর্নই শশীর মনে, সমস্যা। শশীর সত্তার মূলীভূত সমস্যাই
এই উপন্যাসে বিষয় গাওদিয়ার সমস্ত বিড়ম্বনার সূত্রে শশির জীবনের বিড়ম্বনা জট পাকিয়ে যাওয়ার সমস্যা।....."
[সরোজ বন্দোপাধ্যায়; বাংলা উপন্যাসের কালান্তর]

২। "এই উপন্যাসে দুটি উপকাহিনী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এক শশীর ভগ্নী বিন্দুর কাহিনী। বিন্দুর স্বামী নন্দ লাল কলকাতায়
বিরাট বড়লোক, পাটের কারবারী। তার অন্য বিবাহিত স্ত্রী ছিল, সে বিন্দুকে রক্ষিতার মত অন্য বাড়িতে আলাদা রেখেছিল।
সেখানে বিন্দু গান করত, মদ খেত। .....কুমুদের সঙ্গে বাস করতে এসে কুমুদের শিক্ষায় অভ্যস্ত হয়ে সে আর পুরানো দিনে ফিরে যেতে চাইল না"।
[ড: সরোজমোহন মিত্র: মানিক বন্দোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য]

৩। "পদ্মানদীর মাঝি এবং পুতুল নাচের ইতিকথায় মানিকবাবুর বক্তব্য প্রায় এক। শুধু জীবনের দুটো ভিন্ন বিন্যাসে সে বক্তব্যকে
ধরা হয়েছে এই যা পার্থক্য।.....বাবুত্বের আরোপিত যন্ত্রনায় মানুষ শশীর্নে ছটফট করেও শেষ অবধি শশী ডাক্তার হয়েই,
কেমন করে, শেষ হয়ে যায় সেটাই উপন্যাসের বিষয়"।
[বাংলা উপন্যাসের কালান্তর-সরোজ বন্দোপাধ্যায়]

৪। "কুসুম রহস্যময়ী, কুটিল মনের অধিকারিনী, জীবন ও পারিপার্শ্বিক থেকে কোন কিছু না পেয়ে সে যেন প্রবঞ্চিতার মতো জ্বালাময়ী, চালচলনে বেপরোয়া, মুখে সর্বদা ব্যাঙ্গের হাসি".....কুসুমকে সকলে সমীহ করে"।
[ড: নিতাই বসু মানিক বন্দোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা]

teachinns Text with Technology

চরিত্র: পুরুষ

১) গোপাল
২) গোপালের গোমস্তা
৩) লোচন ময়রা
৪) রামতারন বাবু
৫) মুনসেফ সত্যহরিবাবু
৬) কেশববাবু সাতগাঁর হেডমাস্টার
৭) কুমুদের বন্ধুরা
৮) বনবিহারী, বিপিনব ময়রা,
৯) সেনদিদির দাদা কৃপানাথ।
১০) সরকারি ডাক্তার।
১১) হরিশচন্দ্র নিয়োগী।
১২) হানিফ,
১৩) ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব।
১৪) চাপরাশি।
১৫) হাসপাতালের কম্পাউন্ডার।
১৬) ভোলা ব্রহ্মচারী-গোপালের গুরুদেব
১৭) অমূল্য-ডাক্তার
১৮) শশী- কেন্দ্রীয় চরিত্র
১৯) হারু ঘোষ- মতির বাবা।
২০) পরান- হারু ঘোষের ছেলে।
২১) গোবর্ধন, যামিনী কবিরাজ।
২২) ভিনগাঁয়ের সপুড়ে।
২৩) নন্দলাল- শশীর ভগ্নীপতি।
২৪) চন্ডী, নিতাই, সুদেব, বংশী।
২৫) রসিফবাবু। নবীন মাঝি।
২৬) নবীনের দশ বছরের ছেলে।
২৭) বাগদিরা, সন্ন্যাসী।
২৮) শ্রীনাথ দাস- মুদি দোকান।
২৯) শ্যামচরন দাস- বড়গাঁর নায়েব
৩০) মোহন শ্যামচরনের ছেলে।
৩১) কুমুদ-শশীর বন্ধু।
৩২) বাসুদেব বন্দোপাধ্যায় ও দুটি বড় ছেলে।
৩৩) ভুতো। রজনী সরকার।
৩৪) পঞ্চানন চক্রবর্তী।
৩৫) কীর্তি নিয়োগী। শিবনারায়ন।
৩৬) ভুজঙ্গধর। নবীন জেলে।
৩৭) বিদ্যা যাদব।
৩৮) সুদেব,
৩৯) শীতলবাবু-জমিদার
৪০) মথুরা সাহা- ব্যবসাদার
৪১) যাত্রার অধিকারী
৪২) অনন্ত- কুসুমের বাবা
৪৩) নন্দলালের চাকর।
৪৪) কুন্দর ছেলে।
৪৫) পিসির ছেলে- ক্ষান্ত
৪৬) বাজিতপুর হাসপাতালের ডাক্তার।
৪৭) কুমুদের কাকা।
৪৮) নন্দর ছেলে

teachinns Text with Technology

৪৯) বিপিন- গোয়ালপাড়ার মোড়ল।

নারী চরিত্র

১) চন্ডীর মা
২) মতি
৩) মোক্ষদা- পরানের মা,
৪) কুন্দ।
৫) শ্রীনাথের মেয়ে।
৬) বিন্ধ্যবাসিনী-গোপালের বড় মেয়ে
৭) বিন্দুবাসিনী- গোপালের মেজ মেয়ে
৮) সিন্ধু- গোপালের ছোট মেয়ে
৯) বুঁড়ি পিসি, ভূতোর বৌদি, ভুতোর মা- লক্ষ্মীমনিম পাগলদিদি- যাদব পত্নী,
১০) শশীর ভাগনি, চরন দত্তের গৃহিনী, বিমলবাবুর স্ত্রী কন্যা, শীতলবাবুর পুত্রবধূ,
১১) জয়া- বনবিহারীর স্ত্রী।

teachinns Text with Technology

Sub Unit - 6 রাধা

তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় (১৮৯১-১৯৭১)

আটারো শতকের প্রেক্ষাপটের ছাপ আছে 'রাধা' উপন্যাসে। উপন্যাসের একদিকে আছে আঠারো শতকের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে অশান্ত ভারতবর্ষের চিত্র, অপরদিকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরকীয়া সাধনা ও মধবানন্দের কাংসারি ভজনের সংঘাত। কিন্তু এই সব কিছুকে ছাপিয়ে মোহিনীর রাধা হয়ে ওঠা এবং মাধবানন্দের দ্বারা তার স্বীকৃতি উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠেছে।

তথ্য

১। তারাশঙ্কর বাংলা কথা সহিত্যে অগ্রগন্যদের অন্যতম। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে ষাটটি উপন্যাস ও পঁয়ত্রিশটি গল্প গ্রন্থ রচনা করেন।

২। 'চৈতালী ঘূর্নি' (১৯৩১), 'পাষানপুরী' (১৯৩৩), 'নীলকন্ট' (১৯৩৩), 'রাইকমল' (১৯৩৫), প্রভৃতি উপন্যাসগুলি তারাশঙ্কর
সাহিত্য সাধনার প্রথম পর্বের অর্ন্তগত।

৩। 'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯), 'কালিন্দী' (১৯৪০), 'গনদেবতা' (১৯৪২), 'কবি' (১৯৪৪), 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৪), 'সন্দীপন পাটশালা' (১৯৪৬), 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭), 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' (১৯৫২), প্রভৃতি দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাস।

৪। স্বাধীনতা লাভের কয়েকবছর পর থেকে তৃতীয় পর্বের উপন্যাসের সূত্রপাত। 'আরোগ্য নিকেতন' (১৯৫৩), 'সপ্তপদী' (১৯৫৭), 'কীর্তিহাটের কড়চা' (১৯৬৭), 'উত্তরায়ন' (১৯৫০), 'বিচারক' (১৯৫৭), 'না' (১৯৬০), 'নিশিপদ্ম' (১৯৬২),
'মঞ্জুরী অপেরা' (১৯৬৪), 'গন্নাবেগম' (১৯৬৫), 'অরন্যবহ্নি' (১৯৬৬), 'ফরিয়াদ' (১৯৭১), এই পর্বের রচনা।

৫। তারাশঙ্করের পঁয়ত্রিশটি গল্পগ্রন্থে সংকলিত গল্পসংখ্যা প্রায় ১৯০টি। 'রসকলি' ছোটগল্পটই লিখেই তারাশঙ্করের সাহিত্য জীবনের শুরু।

৬। তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের 'রাধা' উপন্যাসটি পুস্তক আকারে প্রকাশের পূর্বে 'শারদীয়া' আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৭। 'রাধা' উপন্যাসটি পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ দোলপূর্নিমা ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে 'ত্রিবেনী প্রকাশন' থেকে।

৮। 'রাধা' উপন্যাসটি প্রথমে 'মিত্র ও যোষ' সংস্করন থেকে প্রকাশিত হয়। ফাল্গুন ১৩৭৪ বঙ্গাব্দে। মূল্য ছিল- ২৮.০০

৯। 'রাধা' উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছেন শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রকে।

১০। উৎসর্গপত্রে ঔপন্যাসিক প্রেমেন্দ্র মিত্রকে 'পরমমিত্র বরেষু' বলে সম্মোন্ধন করেছেন।

১১। 'রাধা' উপন্যাসের আখ্যাপত্রে দুটি সংস্কৃত শ্লোক উল্লেখ করেছেন। যথা-

অ) যয়া মুগ্ধং জগৎসর্বং সর্বদেহাভিমানিন:।।
আ) স্মরগরল-খন্ডনং মম শিরসি মন্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।-
জয়দেব 'গীতগোবিন্দ'।

১২। উপন্যাসের শেষগান

'ও সে গোপন মনের গুপ্ত বৃন্দাবন।
হোক না লক্ষ কুরুক্ষেত্র
বৃন্দাবনে অহরহ যুগল মিলন'।

১৩। উপন্যাসে শুরুতে আঠারো শতকের তৃতীয় দশক কালের উল্লেখ আছে। এই সময়ে ভারতবর্ষে ছিল মুঘল আমল।

১৪। সুবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ। তৎকালীন সময়ে মুর্শিদাবাদ শহরে পাঁচ টাকায় চাল পাওয়া যেত।

১৫। বীরভূম জেলায় অজয়নদের ধারে রয়েছে ইলামবাজার গঞ্জ।

১৬। ইলামবাজার থেকে পশ্চিমে জগুবাজার, এই গঞ্জে সবচেয়ে বড় কারবার ছিল লাক্ষার, তারপর তুলোর।

১৭। অজয়ের কূলের কুলগাছ আর পলাশগাছে লা-এর চাষ চলত।

১৮। লা থেকে রঙ আলতা গালা তৈরি হয়ে চালান যেত দিল্লি পর্যন্ত।

১৯। মুর্শিদাবাদের দরবারের গোপন চিঠির উপর মোহর ছাপ দেওয়া গালা বা চেহেলসতুনের আসবাব খেলনা, বিলাস ভবহূনজ ফরাসবাগের বড় গাছ, লালফুল, হলুদ ফল, কালো মৌটুসকি পাখি সবই ইলামবাজারের গালায় তৈরি।
২০। গল্পের শুরু ফাল্গুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথম সোমাবার শিব চর্তুদশীর পরদিন মৌনী অমবস্যায়। এই রাত্রিতে পু গঙ্গাস্থান অক্ষয় পুন্য।
২১। রাত্রি প্রভাতে শুল্কপক্ষের প্রতিপদে আরম্ভ হবে মাধবপক্ষ, পক্ষের পূর্নতিথি পূর্নিমায় মাধবের রঙখেলা, হোলি-উৎসব।
২২। পলাশ শুকিয়ে রঙে-পরিনত হয়।
২৩। কাশ্মীরী-জাফরান, আতর, ঘোড়া প্রভৃতি বাজারে নিয়ে আসবে পাঞ্জাবের শেখ সওদাগর।
২৪। হোলি বাংলার প্রান চৈতন্য শচীনন্দন মহাপ্রভুর জন্মতিথি।
২৫। উপন্যাসের মুখ্যচরিত্র কৃষ্ণদাসীর মেয়ের নাম ছিল গোবিন্দমোহিনী। গোবিন্দমোহিনীর পিতার নাম গোপাল দাস।
২৬। মোহিনীর বয়স পনেরো। মোহিনীর ঘাটের বাজারে চুড়ি পরার ইচ্ছা জেগেছিল।
২৭। মহারানা জয়সিং জয়পুরে, দিল্লিতে, মথুরায়, উজ্জয়িনীতে, আর কাশীতে মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। জয়সিং ছিলেন সংস্কৃত ভাষার অনুরাগী এবং পৃষ্টপোষক, শাস্ত্রপরায়ন এবং সত্যসন্ধানী।
২৮। ঢাকা থেকে বাংলার রাজধানী আসে মুর্শিদাবাদে।
২৯। শালবনের ভিতরে বাঁকুড়া মেদিনীপুরের মধ্য দিয়ে পুরীর পথ।
৩০। মোহিনী কৃষ্ণদাসীকে মহুয়া ফুল দিয়েছিল।
৩১। প্রেমদাস বাবাজীর বোষ্টমী ছিল কামরূপের মেয়ে। সে ডাকিনী বিদ্যা জানতো।
৩২। নবীন সন্ন্যাসী কদমখন্ডীর ঘাটের ওপারে শ্যামরূপার ঘাটে আসে মঠ বানাতে।
৩৩। মহারানা দ্বিতীয় জয়সিং তিন মূর্তির সেবার অধিকার পেয়ে বৈষ্ণব ধর্মের অভিভাবক হয়ে ওঠেন।
৩৪। কাশী ভারতের সর্বময় সর্ববিদ্যার মহাকেন্দ্র। কাশীর গঙ্গার ঘাটে অতীত ভারতের সর্বপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যাপীট।
৩৫। বর্ধমানের রাজ- সরকারের ব্যায়ে ১৬১৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৯২ খ্রি: নুতন নচূড়ার মন্দির তৈরি হয়।
৩৬। মানুষের মনে এইরকম একটি বিশ্বাস আছে যে, বহু শত সূর্য গ্রহনে পুন্য একত্রিত করলে যে ফল হয়, এক বারুণি গঙ্গাস্নানে সেই পুন্যফলের অধিকারী হয় মানুষ।
৩৭। কেশবানন্দ বড় ধীর মানুষ। পশ্চিম দেশীয় লালা বংশের লোক।
৩৮। উড়িষ্যার নায়েব তকী খাঁর অত্যাচারে ওসমানের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছে।
৩৯। ভগবান বিষ্ণুর দ্বাদশ যাত্রার শ্রেষ্ঠ যাত্রা রথযাত্রা।
৪০। 'তোমার মধ্যে প্রচ্ছন্ন দামোদর আছেন কয়ো' - মন্তব্যটি করেন, মাধবানন্দ।
৪১। নি:সন্তান বৈষ্ণবদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ছিলেন আনন্দচাঁদ ঠাকুর।
৪২। মাধবানন্দের জন্ম উত্তরভারতে। আগ্রার যমুনা নদীর তীরে গাঁওঘাটে খেয়াঘাটে নৌকা চালাত।
৪৩। মাধবানন্দ শ্যামরূপার গড় ছেড়ে যাওয়ার পথে বিশ্রাম নিতে গিয়ে শিবলিঙ্গ খুঁজে পান।
৪৪। মাধবানন্দ কংসারির ভান্ডারের খাস তহবিলে বছরে বিশ হাজার টাকা জমা করেন।
৪৫। পলাশীর যুদ্ধের পর প্রায় চারমাস অতিক্রান্ত এই সময়ের প্রেক্ষাপটেই উপন্যাসের সমাপ্তি।
৪৬। বাঁশরীওয়ালী প্যারেবাঈ আসলে মোহিনী।
৪৭। হাতির পায়ে পৃষ্ট হয়ে মাধবানন্দ মারা যান ও তার বুকের উপর পড়ে মোহিনী দেহত্যাগ করেন।

উদ্ধৃতি

১। ‘ডাকে পাখি না ছাড়ে বাসা, খনা বলেন সে হল উষা’।

২। ‘ও হায় প্রেম করা আমার হল না’- বাবাজী পল্লীর বৃদ্ধদের করা গুনগুন সুরের গান।

৩। ‘কে এল সই নবীন সন্ন্যাসী?
দেখে তারে, মন কী করে, ও হায় পরান-উদাসী !
তার হাতে নাই বাঁশী,
পীতধড়া নাই পরনে, গেরুয়াতে নবীন দোয়াশী -
তমালতলার ধূলা ঝেড়ে আয় কো রাধে - যাই দেখে আসি।
ভাল করে দেখ সে মিলায়ে -
সাজ বদলের আড়াল দিয়ে দিস নে তারে যেতে পালায়ে -
(দেখ না কেন) যায় নি ঢাকা বাঁকা নয়ন, - মধুমামা অধরের হাসি;
- গোপীদাস বাবাজীর গান।

৪। ‘রাজার ছেলে কালাপাহাড়’। কয়ো > মোহিনী।

৫। ‘অতি শীতল মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহনা -
সখি বিহনে অঙ্গ হামারি মদনা নলে দহনা’!
রাধারমন > কৃষ্ণদাসী

৬। ‘সখিরে মুঞি কে গেলু কালিন্দীর জলে!
কালিয়া নাগর চিত হরি নিল ছ-লে’।

৭। ‘পাপিষ্টা কোথাকার’- মাধবানন্দ > কৃষ্ণদাসী।

৮। ‘কৌশলে সত্যরক্ষার অধিকার কারও নেই। অবতারেরও নেই। না, নেই।
তার জন্য অবতারকে মাশুল দিতে হয়।
তাতেও জের মেটে না, কাল থেকে কালান্তরে চলে দূষিত জলধারের মত’।
- মাধবানন্দ > কেশবানন্দ।

৯। ‘আমি রাধা, আমি কলঙ্কিনী’- কৃষ্ণদাসী।

১০। ‘এক রাজা বিগত হয়, অন্য রাজা হয়ে বসে’। - মাধবানন্দ > কেশবানন্দ।

১১। ‘আমি অভিসম্পাত দিলাম - তৃষ্ণায় বুক ফাটা যন্ত্রনার মধ্যে তুমি জ্বলবে। বুকের মধ্যে দেহের রোমকূপে - কূপে তোমার
আগুন জ্বলবে, যেমন আমার জ্বলছে। সেই দিন তুমি বুক ফাটিয়ে চিৎকার করবে ‘রাধা’ বলে, তোমার রোমকূপে - কূপে
চিৎকার উঠবে ‘রাধা’, ‘রাধা’ বলে’। কৃষ্ণদাসী > মাধবানন্দ।

১২। ‘তোমার চরন ছাড়া আমি কি ভজতে পারব না’ - মোহিনী > মাধবানন্দ।

১৩। ‘ধনুর্যজ্ঞ শেষ হলে কুরুক্ষেত্র এগিয়ে আসে’- কেশবানন্দ > আনন্দচাঁদ।

গান

১। কে এল সই নবীন সন্ন্যাসী - গোপীদাস বাবাজী।
২। অতি শীতল মন্দ মন্দ বহনা - রাধারমন দাস সরকার।
৩। তোমার চরনে আমার পরানে, লাগিল প্রেমের ফাঁসি - কৃষ্ণদাসী।
৪। জয় রাধে, জয় রাধে, জয় রাধে।
রাধে আমার মহাজন। শ্যাম সে খাতকরে। - কৃষ্ণদাসী
৫। জয় রাধে জয় রাধে - জয় জয় রাধে।
বাঁশরী বাজায়ে শ্যাম রাধানাম সাধে। - সংকীর্তন।
৬। উপায় কি করি বল, কিষ্টো কালী শিবো ভগবান - গঙ্গারাম।
৭। ও সে গোপন মনের গুপ্ত বৃন্দাবন - শেষ গান।
৮। 'রসের ভজন রসের পূজা রসের ভোজন কর - বাউল বলাই দাস।

'রাধা' উপন্যাসের চরিত্রগুলি

১। কৃষ্ণদাসী - জানুবাজার ও ইলামবাজার ন্যাড়ানেড়ী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি বড় আখড়ার অধিকারী।
২। গোবিন্দমোহিনী - কৃষ্ণদাসীর মেয়ে।
৩। গোপালদাস - কৃষ্ণদাসীর স্বামী।
৪। প্রেমদাস - কৃষ্ণদাসীর শ্বশুর।
৫। রাইদাসী - কৃষ্ণদাসীর শ্বাশুড়ি।
৬। রাধারমন দাস - সরকার - মস্তগদির মালিক।
৭। অক্রুর সরকার - রাধারমনের ছেলে।
৮। নিতাই দাস
৯। গোপীদাস বাবাজী - বৈষ্ণব গায়ক।
১০। কয়েকা বৈরাগী - ভিক্ষুক।
১১। খোকনদাস বৈরাগী - যে ধারে পেশোয়ারী পাঠানের থেকে গরম কাপড় ধার নেয়।
১২। কালীচরন - রাধারমনের ভৃত্য।
১৩। কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য - নবদ্বীপের প্রধান আচার্য।
১৪। কৃষ্ণদাস - মহারানার পাঠান পন্ডিত।
১৫। শ্রীধর বিদ্যাবাগীশ।
১৬। ভরত দাস
১৭। শ্রীমাধব - নবীন সন্ন্যাসী।
১৮। উদ্ভট - শ্রীখন্ডের বাউল সাধক
১৯। গোপালা নন্দ - মাধবানন্দের শিষ্য
২০। হাফেজ মিয়া
২১। কেশবানন্দ - মাধবানন্দের শিষ্য (প্রধান)
২২। কৃষ্ণভামিনী - মাধবানন্দের গ্রামের বৈষ্ণবীর পালিতা কন্যা।
২৩। রাঘব রায় - রাঘবপুরের ব্রাহ্মন জোতদার।
২৪। ওসমান - হাফেজ মিয়ার আসল নাম।
২৫। আনন্দচাঁদ গোস্বামী - সুপুরের তরুন বৈষ্ণব সাধক ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মাথা।
২৬। যাদবানন্দ - মাধবানন্দের শিষ্য
২৭। সুজাউদ্দিন - নবাব
২৮। হাজি মহম্মদ - উজীর
২৯। আলিবর্দী - হাজি মহম্মদের ভাই
৩০। শ্যামানন্দ - মাধবানন্দের শিষ্য
৩১। ব্রজমোহন ভট্টাচার্য - সুপুরের সিদ্ধ শক্তিসাধক
৩২। সৈয়দ হোসেন সাহেব - খুসটি কুরির সিদ্ধ পীর
৩৩। বলাইদাস - বুড়ো বাউল
৩৪। আরফত উন্নিসা - ঔরঙ্গজীবের প্রপৌত্রী, দেওয়ার বক্সের কন্যা

teachinns Exit with Technology

৩৫। তাইমুর - আহম্মদ শাহ আবদালীর পুত্র
৩৬। গৌহর উন্নিসা - দ্বিতীয় আলমগীরের কন্যা
৩৭। মির্জা মেহেদী - সিরাজের ভ্রাতুস্পুত্র
৩৮। আমানী খাঁ - সরফরাজের দ্বিতীয় পুত্র।
৩৯। রামায়ন রায় - পাটনার রাজা
৪০। মসিয়ে ল - ফরাসী জাঁদরেল
৪১। গঙ্গারাম - কবি
৪২। গোকুলানন্দ - মাধবানন্দের শিষ্য

teachinns Text with Technology

Sub Unit- 7

ঢোঁড়াইচরিত মানস
সতীনাথ ভাদুড়ী

ঢোঁড়াই চরিত্র মানস

কান্ডের সংখ্যা	কান্ডের নাম	কান্ডের পরিচ্ছেদ সংখ্যা	পরিচ্ছেদের নাম	
১ম কান্ড	আদিকান্ড	৫টি পরিচ্ছেদ	i)	জিরানিয়ার বিবরন
			ii)	তাৎমাটুলির কাহিনী
			iii)	তাৎমাটুলির মাহাত্ম্য বর্ণন
			iv)	ধাঙড়টুলির বৃত্তান্ত
			v)	বৌকা বাওয়ার আদি কথা
২য় কান্ড	বাল্যকান্ড	১১টি পরিচ্ছেদ	i)	ঢোঁড়াইয়ের জন্ম
			ii)	বুধনীর বৈধব্য ও পুনর্বিবাহ
			iii)	বস্ত্রলাভের উপাখ্যান
			iv)	ঢেঁড়াইয়ের মায়ের সন্তান বাৎসল্যের বিবরন
			v)	রেবনগুনীর কৃপায় ঢেঁড়াইয়ের পুনর্জীবন লাভ
			vi)	গুরুশিষ্য সংবাদ
			vii)	গানহীবাতেয়ার
			viii	গানহীবাওয়ার আর্বিভাব ও মাহাত্ম্য বর্নন
			ix)	ঝোটাহা উদ্ধার
			x	তাৎমা ঠাঙর সংবাদ
			xi)	সামুয়রের ভৎর্সনা
৩য় কান্ড	পঞ্চায়েত কান্ড	১১টি পরিচ্ছেদ	i)	দুখিয়ার মায়ের খেদ
			ii)	ঢোঁড়াইয়ের যুদ্ধ ঘোষনা
			iii)	মহতো নায়ের আদির মন্ত্রনা
			iv)	দুখিয়ার মার বিলাপ ও প্রার্থনা
			v)	বাওয়ার ও ঢোঁড়াইয়ের অগ্নিপরীক্ষা
			vi)	পুলিশের নামে ঢোঁড়াইয়ের পাপক্ষয়
			vii)	ঢোঁড়াই-ভারতে মর্যাদা বৃদ্ধি
			viii)	তান্দ্রিমাছত্রিদের সঙ্গোপবীত গ্রহন
			ix)	ঢোঁড়াইদাসের নূতন জীবিকা
			x)	সামুয়র সন্দর্শন
			xi)	ফুলঝরিয়ার খেদ ও শাপমুক্তির জন্য প্রার্থনা
৪র্থ কান্ড	রামিয়া কান্ড	২২টি পরিচ্ছেদ	i)	তাৎমানীদের ‘ধানকাটনী’র রাজ্যে যাত্রা
			ii)	ধান্যক্ষেত্রে রামিয়ার দর্শন লাভ
			iii)	রামিয়ার মাতার দেহান্ত
			iv)	পশ্চিম দিগ্‌বিজয়ের পর ধানকাটনীর দলের
প্রত্যাবর্তন			v)	দুলদুল ঘোড়ার উৎসবে রামিয়ার যোগদান
			vi)	ঢোঁড়াইয়ের নাগপাশে বন্ধন
			vii)	রেবনগুনীর ঢোঁড়াইকে বরাভয় দান
			viii)	কুক্কুরমেধ যজ্ঞের অপ্রত্যাশিত ফললাভ
			ix)	মহতোগিন্নীর সমাজশাসন
			x)	বাওয়ার নিকট ঢোঁড়াইয়ের বর প্রার্থনা
			xi)	ঢোঁড়াইয়ের বিবাহের আয়োজন
			xii)	ঢোঁড়াই রামিয়ার বিবাহ অনুষ্ঠান
			xiii)	ঢাঙড়টুলির অভিসম্পাত

			xiv)	ঢোঁরাইয়ের নিকট মহতোর আবেদন
			xv)	বৌকা বাওয়ার অন্তর্ধান
			xvi)	গানহাঁ বাওয়ার ভিন্ন মূর্তিতে পুনরাবির্ভাব
			xvii)	ঢোঁড়াইয়ের আত্মদর্শন
			xviii)	মহতোর বিলাপ
			xix)	তাৎমাটুলিতে ডাকপিয়নের দৌত্য
			xx)	তেরহাঁ তিরসার দ্বন্দ
			xxi)	তেরহাঁ যজ্ঞের কুলপতির স্ত্রীর নিগ্রহ
			xxxi)	অগ্নিপরীক্ষা

৫ম কান্ড	সাগিয়া কান্ড	২০টি পরিচ্ছেদ	i)	ঢোঁড়াইয়ের জমি ও জাতের রাজ্যে আগমন
			ii)	বিন্টা আদির সহিত কথোপকথোন
			iii)	মোসাম্মতের খেদ
			iv)	সাগিয়ার নিকট নূতন শাস্ত্র শিক্ষা
			v)	ভূস্বামীর যশোকীর্তন
			vi)	গিধরের উপদ্রব
			vii)	জমিজাতির রাজ্যে শনির দৃষ্টি
			viii)	মধুবনের শান্তিবঙ্গ
			ix)	বাবুসাহেবের কটক সঞ্চারন
			x)	ঢোঁড়াইয়ের অমৃত ফল লাভ
			xi)	কোয়েরীদের ধর্মাধিকরনে গমন
			xii)	গিধরের সহিত বাবু সাহেবের মিতালি
			xiii)	কোয়েরীটোলার উদ্যোগ
			xiv)	ঢোঁড়াইয়ের সমুন্দ্রনা প্রদান
			xv)	ধরিত্রীদেবার কোপ
			xvi)	সাগিয়া ঢোঁড়াই সংবাদ
			xvii)	সাগিয়ার যাজ্ঞা
			xviii)	পাপ ক্ষয়ের উপায় কথন
			xix)	মোসম্মতের অভিশাপ
			xx)	সোগিয়ার অন্তর্ধান

teachinns Text with Technology

৬ষ্ঠ কান্ড	লঙ্কা কান্ড	১৯ টি পরিচ্ছেদ	i)	কোয়েরীদের নিদ্রাভঙ্গ
			ii)	অভীষ্ট পূরনে বাবুসাহেবের উল্লাস
			iii)	রামরাজ্য আলয়নার্থে যজ্ঞ
			iv)	লাডলীবাবুর চরু লাভ
			v)	আচম্বিতে দৈববানী হওন
			vi)	রসিদ প্রার্থনায় বিপত্তি
			vii)	বলন্টিয়ারের পতন
			viii)	বলন্টিয়ারের পুনরুত্থান
			ix)	ভূমধ্যাধিকারীর তপস্যায় বিঘ্ন
			x)	বাবুসাহেবের অক্ষয় তুলীয় লাভ
			xi)	সাহিতয়াগিরার উৎসব
			xii)	হাকিম রায়কার
			xiii)	জমিজাতির রাজ্যে খবরের দৌরাত্ম
			xiv)	দিব্যদৃষ্টি লাভ
			xv)	বিসকান্ধার অঙ্গীকার
			xvi)	তিনলি কুঠি দাহন
			xvii)	ঢোঁড়াইয়ের আজাদ দস্তায় প্রবেশ
			xviii)	স্বর্গের সোপনের সন্ধান লাভ
			xix)	ক্রান্তিদলে ঢোঁড়াইয়ের নতুন নামকরন
৭ম কান্ড	হতাশা কান্ড	৬টি পরিচ্ছেদ	i)	সাগিয়ার পুনরাবির্ভাব
			ii)	রামায়নজীর ক্ষোভ ও আশা
			iii)	দৈবানুগ্রহে এন্টনির সাক্ষাৎ লাভ
			iv)	হতাশার রাজ্যে নূতন নাগপাশ
			v)	হৃদয় অন্বেষনের ফল
			vi)	স্বর্নসীতা

teachinns Text with Technology

তথ্য

১। ১৯০৬ খ্রী: ২৭ শে সেপ্টেম্বর বিজয়া দশমীর দিন কথাসাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ী জন্মগ্রহন করেন।
২। পিতা ইন্দুভূষন ভাদুড়ী ও মাতা রাজবালা দেবী।
৩। 'জাগরী' উপন্যাসের জন্য তিনি ১৯৫০ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন।
৪। 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' উপন্যাসটি সতীনাথ ভাদুড়ীর একটি রাজনৈতিক উপন্যাস।
৫। উপন্যাসের দুটি চরন এবং সাতটি কান্ডে বিভক্ত।
৬। প্রথম চরনে চারটি এবং দ্বিতীয় চরনে তিনটি কান্ড।
৭। 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' এর প্রথম চরন 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৩৫৫ সালের ১৫ ই জৈষ্ঠ্য থেকে ২৬
এ ভাদ্র সংখ্যায়। নাম ছিল 'সটীক ঢোঁড়াইচরিত মানস' প্রথম চরন।
৮। ১৯৪৯ সাকে বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে প্রথম চরনটি প্রকাশিত হয়।
৯। 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' এর দ্বিতীয় চরন 'দেশ' পত্রিকায় ১৩৫৭, ১৩-ই জৈষ্ঠ্য সংখ্যা থেকে ৩০-এ ভাদ্র সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।
১০। ১৯৫১ সালে বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।
১১। বুধনীর প্রথম সন্তান ঢোঁড়াই শৈশবেই ঢোঁড়াই তাঁর বাবাকে হারায়। কয়েকদিনের জ্বরে বুধনীর স্বামী মারা যায়।
১২। বুধনী এরপর বিয়ে করে বাবুলাল চাপরাসীকে। কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের দায়িত্ব নিতে সে রাজি হয়নি।
১৩। বুধনী তাই একদিন সকাল বেলায় গোঁসাইথানে বৌকাবাওয়ার পায়ের কাছে ঢোঁড়াইকে রেখে যায়।
১৪। বুধনীর দ্বিতীয় সন্তান দুখিয়া।
১৫। ঢোঁড়াই একদিন হঠাৎ-ই অত্যন্ত অসুস্থ হলে বৌকা বাওয়া সেই খবর দেয় বুধনীকে। বুধনী শরনাপন্ন হয় রেবনগুনীর। তাঁর কৃপায় ঢোঁড়াই পুর্নজীবন লাভ করে।
১৬। তাৎমাটুলিতে গানহী বাওয়ার আর্বিভাবের দিন বৌকা বাওয়া সকলের সামনে ঢোঁড়াইয়ের গলায় তুলসীর মালা পরিয়ে দেয়।
সেই থেকে ঢোঁড়াই হয়ে যায় 'ভকত'। সেদিন থেকে প্রতিদিন তাকে স্নান করতে হবে এবং সে আর মাছ, মাংস খেতে পারবে না।
১৭। দুখিয়ার মায়ের কথায় ঢোঁড়াই একদিন অপমানিত হয়। পরের দিনই সে যায় ধাঙড়টুলিতে। ধাঙড়দের সঙ্গে সে পাক্কী মেরামতির দলে কাজ করতে চায়। সেইদিন থেকেই ঢোঁড়াই কোশী - শিলিগুড়ি রোডের একুশ থেকে পঁচিশ মাইলের গ্যাং-
এ বহাল হয়।
১৮। সেই রাতেই ধনুয়া মাহাতোর বাড়িতে পঞ্চায়েত বসে। কারন ধাঙড়দের সঙ্গে তাৎমাদের চিরকালের শত্রুতা। তাছাড়া তাৎমারা
পাক্কী তৈরীর কাজ করেনা।
১৯। ঢোঁড়াই পঞ্চায়েতে আসেনি। সেই রাগে পঞ্চরা বাবুলাল এবং অন্যান্যরা যায় গোঁসাইথানে। বাবুলাল পেট্রোল নিয়ে যায়। তেতর নায়েব আর ধনুয়া মহতো বাওয়ার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। সেইসঙ্গে বাওয়াকেও তারা অত্যন্ত মারধর করে।
২০। পরে পুলিশ এলে বাওয়া এবং ঢোঁড়াই তাদেরকে বাঁচিয়ে দেয়।
২১। ঢোঁড়াইয়ের বিবাহ হয় পশ্চিমের মেয়ে রামিয়ার সঙ্গে। রামিয়ার ভালো না রামপিয়ারী।
২২। গোঁসাইথানে বৌকা যাওয়া একাকী থাকে। একদিন বাওয়া কারুকে কিছু না বলে সেখান থেকে চলে যায় এবং আর কোনোদিন
সেখানে ফেরে না।
২৩। সামুয়রের দৃষ্টি পড়ে রামিয়ার দিকে। খ্রিস্টান সামুয়র হিন্দু হয়। রামিয়াকে একদিন সামুয়রের সঙ্গে গল্প করতে দেখে ঢোঁড়াই অত্যন্ত রেগে যায় এবং হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে রামিয়াকে মারে।
২৪। সামুয়র টাকা দিয়ে পঞ্চদরকে নিজের দিকে আনে এবং ঢোঁড়াই আর রামিয়ার মধ্যে চরিবিচ্ছেদ ঘটায়। রামিয়া তখন ছিল সন্তানসম্ভবা।
২৫। ঢোঁড়াই মানসিক দিক থেকে সম্পূর্ন বিধ্বস্ত অবস্থায় তাৎমাটুলি ছেড়ে একসময় এসে পৌছয় বিসকান্ধা গ্রামের কোয়েরীটোলায়।
সেখানে তার পরিচয় হয় গিধর মন্ডল, বিল্টা, সাগিয়া, মোসম্মত এবং আরো অন্যান্যদের সঙ্গে।
২৬। রামিয়া ছিল হাস্যোচ্ছল। অন্যদিকে স্বামী ও সন্তানকে হারিয়ে সাগিয়া হয়ে পড়েছিল শান্ত, গম্ভীর ও মিতভাষী। কিন্তু তার মনটা ছিল স্নেহ মায়ায় পরিপূর্ন। তাই পৃথিবীতে একমাত্র তার কাছেই ঢোঁড়াই একটা স্নেহ-শীতল ছায়ার স্পর্শ অনুভব করে।

teachinns Text with Technology

২৭। সাগিয়া আর মোসম্মত একদিন ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে জিরানিয়ায় যায় মহাৎমাজীর দর্শন লাভ করার জন্য। কিন্তু অত্যন্ত ভিড়ের
কারনে মোসম্মত, ঢোঁড়াই আর সাগিয়ার থেকে আলাদা হয়ে যায়। ঢোঁড়াই এবং সাগিয়া অনেক খোঁজাখুঁজি করেও মোসম্মতকে খুঁজে না পেয়ে অত্যন্ত দুশ্চিন্তা নিয়ে বাড়ি ফেরে। শেষপর্যন্ত গিধর মন্ডলের সহায়তায় সাগিয়ার মা মোসম্মত বাড়ি ফেরে। বাড়ি ফেরে সে ঢোঁড়াইকে তীব্র র্ভৎসনা করে সেখান থেকে বিতাড়িত করে। সেইসঙ্গে সাগিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি
করে গিধর মন্ডলকে বিবাহ করার জন্য। কিন্তু সাগিয়া রাজি হয় নি। তাই গ্রামে আসা বিদেশিয়ার দলের সঙ্গে সাগিয়া গ্রাম
ছেড়ে চলে যায়।

২৮। ঢোঁড়াই যোগ দেয় মহাৎমাজীর দল 'আজাদ দস্তা'য়। সেখানে সর্দার তাকে রামায়ন পড়া শেখায়। ঢোঁড়াইয়ের নতুন নাম হয় 'রামায়নজী'। শুধু ঢোঁড়াইয়ের নয়, দলের সমস্ত যোগ্য লোকেদেরই নতুন নামকরন হয়। এমনকি, দলের নামও পরিবর্তিত হয়। 'আজাদ দস্তা'র নাম হয় 'ক্রান্তিদল'।

২৯। বিদেশিয়ার দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সাগিয়া ফিরে আসে বাড়িতে তার মায়ের কাছে। ঢোঁড়াই একদিন মোসম্মতকে দেখতে গেলে সাগিয়ার সঙ্গে তার দেখা হয়।

৩০। ঢোঁড়াই চলে যাওয়ার পরই মোসম্মতের বাড়িতে ফৌজ আসে এবং ঢোঁড়াই অর্থাৎ রামায়নজীকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য মোসম্মত ও সাগিয়াকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায় এবং তাদেরকে জেলে বন্দী করা হয়।

৩১। ক্রান্তিদলে একদিন স্কুলপড়ুয়া একটি ছেলে যোগ দেয়, যার নাম এন্টনি। এন্টনি তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলে, তার পিতার
নাম সামুয়র, সে তার মায়ের সঙ্গে তাৎমাটুলিতে থাকে। ঢোঁড়াইয়ের ধারনা হয় যে, এন্টনি নিশ্চয়ই তার এবং রামিয়ার সন্তান।

৩২। এন্টনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে ঢোঁড়াই পরম স্নেহে সেবা-শুশ্রুষা করে তাকে সুস্থ করে তোলে। এরপর ঢোঁড়াই এন্টনির সঙ্গে যাত্রা করে তাৎমাটুলির উদ্দেশ্যে। সমস্ত রাগ, অভিমান দূরে সরিয়ে দিয়ে ঢোঁড়াই আবার রামিয়াকে ফিরে পেতে চায়।

৩৩। ঢোঁড়াই এন্টনির সঙ্গে তার ফেলে আসা নিজের বাড়িতে যখন পৌছয় তখন সে দেখে এন্টনির মা রামিয়া নয়, মর্লি সাহেবের
বাড়ির সেই ডাকসাইটে আয়া। তার থেকেই ঢোঁড়াই জানতে পারে যে, রামিয়া মৃত সন্তানের জন্ম দিয়ে মারা গেছে।

৩৪। হতাশার গ্লানি, নি:সঙ্গতা ও দু:সহ যন্ত্রনা নিয়ে সর্বরিক্ত ঢোঁড়াই পাক্কী ধরে এগিয়ে চলে এস.ডি.ও. সাহেবের কাছে সারেন্ডার
করার জন্য।

teachinns Text with Technology

উপন্যাসে উল্লিখিত আঞ্চলিক শব্দ ও তার প্রকৃত অর্থ

আঞ্চলিক শব্দ		প্রকৃত অর্থ	
১	ভারী সাহার	১	প্রকান্ড শহর
২	কোশভর	২	মাত্র এক ক্রোশ
৪	পাক্কী	৩	পাকা রাস্তা
৮	বঁদরা	৪	এক প্রকার পরগাছা
৫	দাল গলল না	৫	মুরদে কুলোল না
৬	ঢের সাল	৬	অনেক বছর
৭	ঝোটাহা	৭	ঝুঁটিওয়ালী
৮	হাভেলী	৮	অন্দর মহল
৯	গোঁসাই	৯	সূর্যদেব
১০	বৌকা বাওয়া	১০	বোবা সন্ন্যাসী
১১	বৌকা মাই	১১	বৌকার মা
১২	ভুটানি	১২	Botany
১৩	অদৌড়ি	১৩	আদা দেওয়া বড়ি
১৪	টৌন	১৪	জিরানিয়া
১৫	বাত্তিমার	১৫	লন্ঠন মার্কা সিগারেট
১৬	বিলি বাচ্চা	১৬	বিড়ালের বাচ্চা
১৭	পুরুখ	১৭	স্বামী
১৮	তেজ	১৮	বুদ্ধিমান
১৯	চুনৌনা	১৯	সাঙ্গা
২০	বাই উখড়ানো রোগ	২০	বায়ু উপরোবার রোগ/ অনিশ্চিত রোগ
২১	পিসার	২১	প্রস্রাব
২২	সরকারী খাজনা	২২	গভর্নমেন্ট ফান্ডা
২৩	গিরানি	২৩	আক্রা/গভমেন্ট স্টোর
২৪	সোনার	২৪	সেকরা
২৫	গাহকীর ভরমার	২৫	দোকান খদ্দেরে ভরা
২৬	ইজ্জৎবালা আদমী	২৬	সম্মানিত লোক
২৭	জানানা	২৭	স্ত্রী
২৮	চাঁদির জোর	২৮	রূপার গহনা
২৯	জাহিল আওরৎ	২৯	নিরক্ষর লোক
৩০	কজরৌটি	৩০	কাজললতা
৩১	কিষনজী	৩১	কেষ্ট ঠাকুর
৩২	ভানুমতী	৩২	যাদুবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী
৩৩	মুরবলিয়া	৩৩	কন্ধকাটা ভূত
৩৪	সন্ বেটা	৩৪	ধর্ম ছেলে
৩৫	সুথনী	৩৫	একপ্রকার কন্দ, কেবল গরীবরাই খায়
৩৬	ঘড়িঘর	৩৬	ক্লক টাওয়ার
৩৭	সাভা	৩৭	মিটিং / সভা
৩৮	সদর	৩৮	সভাপতি
৩৯	গুনী	৩৯	যাদুকর
৪০	পরহেজ	৪০	সংযমী
৪১	নাঙ্গা	৪১	উলঙ্গ
৪২	ঝুটফুস	৪২	বাজে মিথ্যে
৪৩	কালীল	৪৩	মদের দোকান
৪৪	মূরত	৪৪	মূর্তি
৪৫	লোহা মানা	৪৫	পরাজয় স্বীকার করা

৪৬	মার্কার	৪৬	কতার মতো কথা
৪৭	তৌহার	৪৭	পরব
৪৮	পেট কাটা	৪৮	রোজগার মারা
৪৯	মুখিয়া	৪৯	মুখ্য শব্দ থেকে/ মাতব্বর
৫০	পাক সাফ	৫০	পরিস্কার ঝরিস্কার
৫১	সাগাই	৫১	সাঙা
৫২	বরহম ভূতবালা	৫২	যেখানে ব্রহ্মদৈত্য থাকেন
৫৩	সসুরার	৫৩	শ্বশুর বাড়ি
৫৪	খত	৫৪	চিঠি
৫৫	বিলি ভকত আর বগুলা	৫৫	বিড়াল তপস্বী আর বক ধার্মিক
৫৬	মোর্চাবন্দী	৫৬	ব্যুহরচনা করা
৫৭	সিনুর	৫৭	সিঁদুর
৫৮	ঘুচ্চী	৫৮	কল্কে ফুলের বীচি দিয়ে খেলার গর্ত
৫৯	মোরব্বার পাতা	৫৯	Aloe/আনারসের মতো পাতা
৬০	যুগিরা	৬০	এক প্রকার গ্রাম্য গীতি নৃত্য
৬১	লম্বী গোয়ারিন	৬১	লম্বা গয়লানী
৬২	গুন	৬২	ইন্দ্রজাল
৬৩	লবর লবর	৬৩	বাজে বকা
৬৪	চুকদর	৬৪	বীটপালং
৬৫	আদমী	৬৫	স্ত্রী
৬৬	অকততিয়ার	৬৬	অধিকার
৬৭	লৌরী	৬৭	লরী-মোটরবাস
৬৮	বহালী	৬৮	নিযুক্তি
৬৯	খুশখবরী	৬৯	সুখবর
৭০	ফুটানি ছাঁটা	৭০	বড়াই করা
৭১	ঔজার	৭১	যন্ত্র, হাতিয়ার
৭২	তিসুর সাল	৭২	গত বছরের আগের বছর
৭৩	উপর করে	৭৩	যোগাড় করে
৭৪	পিট্রোল	৭৪	পেট্রল
৭৫	সুকৃত	৭৫	পুন্য
৭৬	পীপর	৭৬	অশ্বত্থ গাছ

teachinns Text with Technology

চরিত্র - পুরুষ

১। ফুকন মন্ডল
২। হরগোপালবাবু (বাঙ্গালী উকিল)
৩। বৌকা বাওয়া
৪। রেবন গুনী
৫। পশকার সাহেব
৬। বিজনবাবু
৭। ঢোঁড়াই
৮। কপিল রেজা [কুলের জঙ্গলের ঠিকাদার]
৯। সতীশবাবু
১০। রতিয়া ছড়িদার
১১। তিরগু তশীলদার
১২। বাবুলাল
১৩। মিলিট্রি বাওয়া [পশ্চিমা ফৌজের লোক]
১৪। মোহান্তজী
১৫। ভূপলাল [স্যাকরা]
১৬। দুখিয়া [বুধনীর ছেলে]
১৭। সাওজী [দোকানদার]
১৮। ধনুয়া [মহতো]
১৯। বাদরা মুচি
২০। মাস্টার সাহেব
২১। মুফীলদ্দীন সাহেব [মোক্তার]
২২। গানহী বাবা
২৩। জৈশ্রী চৌধুরী
২৪। সিরিদাস বাওয়া
২৫। রবিয়া
২৬। থোঁড়া চথুরী
২৭। বুড়ো এতোয়ারী
২৮। স্যামুয়েল
২৯। জেমসন সাহেব
৩০। নোখে বেলদার
৩১। তেতর
৩২। বাসুরা, হরনন্দন [মোক্তার]
৩৩। ঢোঁড়াই এর বাবা
৩৪। লাল্লু
৩৫। পূরন তাৎসা
৩৬। বাসুরা নায়ের
৩৭। অনিরুদ্ধ মোক্তার
৩৮। মিসিরজী [তাৎমাদের পুরুত]
৩৯। সাধুবাবু [সোডা কোম্পানির ম্যানেজার]
৪০। ফুদী সিংহ [মহরমের দল আছে]
৪১। বিমল ডাক্তার
৪২। অলমতি
৪৩। ছোটো বিরষা
৪৪। বতুয়া
৪৫। হরখু
৪৬। পূরন [তাৎমাদের নাপিত]
৪৭। গিরিদাস বাবুজী
৪৮। লচুয়া চৌকিদার

teachinns Text with Technology

৪৯। লাডলীবাবু
৫০। গনৌরী
৫১। গোমস্তাজী
৫২। ইনসান আলি [ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পাউন্ডকীপার]
৫৩। গজাধর সিং
৫৪। নুনিয়া
৫৫। ভরিয়া
৫৬। ভোলা
৫৭। গরভু পত্তনিদার [কোয়েরী জাতের মাথা]
৫৮। বিশুনি কেওট [গঞ্জের বাজারে দাগী আসামী]
৫৯। বিসুন শুকলা [মাস্টার সাহেবের ডান হাত]
৬০। মনোহর মা
৬১। এন্টনি
৬২। ফাদার টুডু
৬৩। কান্তলাল
৬৪। পামার সাহেব

নারী চরিত্র

১। বৌকামাই [বৌকার মা]
২। ধুবনী [ঢোঁড়াই এর মা]
৩। মহতোগিন্নী
৪। জিবছীর মা
৫। আকলুর মা
৬। ফুলঝরিয়া [মহতোর কন্যা]
৭। মদিয়াইন [মাদারঘাটের বুড়ি]
৮। রামিয়া [রামপিয়ার]
৯। মোসম্মত [সাগিয়ার মা]
১০। সাগিয়া [মোসম্মতের বিধবা মেয়ে]
১১। লছমনিয়ার নানী [বাবু সাহেবের বাড়িতে কাজ করে]
১২। লছমনিয়া

teachinns Text with Technology

উক্তি

১। এখন ঐ রাস্তার কেবল ধরমপুর আর হাভেলী পরগনার সীমারেখা মাত্র নয়, তাৎমা ও ধাঙড় এই দুটি হৃদয়ের ও বিচ্ছেদরেখা।

২। ‘কটি কিঙ্কিনী উদয় ত্রয় রো’।
নাভি গঁভীর জান জিনহ দেখা’ - তুলসীদাস:বালকান্ড।

৩। ‘পেট খারাপ করে মুড়ি, আর ঘর খারাপ করে বুড়ি’

৪। ‘ঝটছে বিমার পটদে খতম’ [অসুখে পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে মরে]

৫। ‘বকড়-হাট্টা-আ-আ/বড়দা বাট্টা-আর-আ
সো জা পাঠ্ঠা-আ-আ’ - (ছাগলের হাট, বলদের চলার পথ, শুয়ে পড় জোয়ান) - [ধুবনীর বৈধব্য ও পুনর্বিবাহ]

৬। ‘সুন্দরা আ সু। ভূমি ভাইয়া -আ
ভারাতা-আ কে। দেশা-বাসে
মোরা প্রানা-আ। বসে হিম-অ
খোহরে বটোহিয়া-আ-আ’ (সুন্দর সুভূমি ভারত দেশটা, আমার প্রান থেকে হিমালয়ের গুহায়, রে পথিক)
-[গুরু শিষ্য সংবাদ]

৭। ‘লক্ষন চলাঁই মগু দাহিন বাঁয়ে’ (রাম সীতার পায়ের দাগ এড়িয়ে লক্ষন একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ফিরে রাস্তা চলেছেন।)
- [গুরু শিষ্য সংবাদ]

৮। ‘কাহুহি বাদি ন দেহিয় দোষু’ (কাউকে মিছে দোষ দিও না) - তুলসী দাস [গানহী বাওয়ার বার্তা]

৯। ‘ছুট গয়ী নৌকরি, স্টক গয়া পান’ (চাকরিও গেল, পান খাওয়াও শেষ হয়ে গেল) - [গানহী বাওয়ার বার্তা]

১০। ‘বাজা ছাজা কেস, তিন বাঙ্গালা দেশ’ - (বাদ্য, ঘরছাউনি, মাথায় চুল (মেয়ে মানুষের) এই তিনটি জিনিস বাংলাদেশের ভাল) - [গানহী বাওয়ার বার্তা]

১১। ‘নাহি দরিদ্র সম দুখ জগমাহী’ (পৃথিবীতে দারিদ্রের মতো দু:খ আর নেই) - তুলসীদাস [গানহী বাওয়ার আর্বিভাব ও মহাত্মা বর্নন]

১২। ‘একই বেদনায় দুটো মন মিলে এক হয়ে যায়’ [দুখিয়ার মায়ের খেদ]

১৩। ‘গয়লার ষাট বছরে, আর তাৎমার সত্তর বছরে বুদ্ধি খোলে’ [ঢোঁড়াইয়ের যুদ্ধ ঘোষনা]

১৪। ‘ময়নার বাচ্চার চোখ ফুটেছে’ - [ঢোঁড়াইয়ের যুদ্ধ ঘোষনা]

১৫। ‘লোটাতে করে জমানো পয়সা ঘরের মেঝেতে পোঁতা থাকলে তবেই বিবিকে কাজ করতে বারন করা যায়’ [ঢোঁড়াইয়ের যুদ্ধ ঘোষনা]

১৬। ‘প্রসিদ্ধ কলিকালা’ (যার নখ আর জটা বড়, সেই কলিকালে প্রসিদ্ধ তপস্বী) - তুলসী দাস [মহতো নায়েব অদির মন্ত্রনা]

১৭। ‘পয়স পলি অহি অতি অনুরাজা/ হোহি নিরামিষ কবহুঁ কি কাগা’ - (অতি আদরের সঙ্গে পয়স খাইয়ে পালন করলেও কাক কি কখনও নিরামিষ আহারী হয়)- তুলসীদাস [মহতো নায়েব আদির মন্ত্রনা]

১৮। ‘বড়োর কথা আর গুনীর কথা না রাখলে ফল ভাল হবে না, ঠোকর খাবে’ [বাওয়া ও ঢোঁড়াইয়ের অগ্নিপরীক্ষা]

১৯। ‘ঘর বৈঠে বুদ্ধ পঁয়াতস, রাহ চলতে বুদ্ধ পাঁচ, কহেরী গায়ে ততো একা ন বুঝে; যে হাকিম কহে সো সচ।’ (বাড়িতে থাকলে বুদ্ধি থকে পঁয়ত্রিশ; পথে বেরুলে বুদ্ধি হয়ে যায় পাঁচ, কাছারী পৌছে একও দেখতে পায় না, যা হাকিম বলে তাই সত্যি মনে হয়)।

২০। ‘যার ধর্ম তিনি নিজেই যদি রক্ষা না করেন তাহলে আমরা কী করতে পারি’ [ঢোঁড়াই ভকতের মর্যাদা বৃদ্ধি]

২১। ‘শুভ আচরন কতহুঁ নেহি হোই
দেব বিপ্র গুরু মানই ন কোঈ’ (ভাল আচরন আর কোথাও রইল না। দেবতা, ব্রাহ্মন ও গুরুকে কেউ আর মানে না।) - তুলসী দাস [তান্ত্রিমাছত্রিদের যজ্ঞোপবীত গ্রহন]

২২। ‘ধরাকে সরা জ্ঞান করে’ [তৎমানীদের ধানকাটাআর রাজ্যে যাত্রা]

২৩। ‘কখনও নৌকার উপর গাড়ি, কখনও গাড়ির উপর নৌকা। দশ মাস পুরুষ রাজা তো দুমাস মেয়েরাও রাজা’ [তৎমানীদের ধানকাটনীর রাজ্যে যাত্রা]

২৪। ‘অবকী সমৈয়া ধিরজা ধরেনি গে বেটী
নহী উপ্ জল্ ছেই পাটুয়া ধান, /কি রঙ্গ কে করবৌ বীহা দাম’
(এবারটা ধৈর্য ধরে থাক মেয়ে। পাট ধান জন্মায়নি কেমন করে বিয়ের খরচ করব)

২৫। ‘একবার যে গাছে বক বসে সে গাছকে খরচের খাতায় লিখে রেখে দাও’ [তৎমানীদের ধানকাটনীর রাজ্যে যাত্রা]

২৬। ‘সোনার পাহাড়গুলো প্রকান্ড প্রকান্ড কালো হাতির মতো দেখতে লাগে। ধানখেগো হাঁসগুলোর ডাক হঠাৎ ছোট ছেলের কান্না বলে ভুল হয়’। [ধান্যক্ষেত্রে রামিয়ার দর্শনলাভ]

২৭। ‘যে মেয়ের যৌবন আছে তার রোজগারের অভাব নেই; যে পুরুষের বয়স আছে, মেয়েদের কাছে তার কদর আছে; এখানে তার সাতখুন মাপ’। [ধান্যক্ষেত্রে রামিয়ার দর্শন লাভ]

২৮। ‘গই বহোর গরীব নেবাজু
সরল সবল সাহিব রঘুরাজ’ (সরল সবল প্রভু রঘুরাজ হারানো ধন ফিরিয়ে দেন আর গরীবকে পালন করেন) - তুলসীদাস [পশ্চিম দিগবিজয়ের পর, ধানকাটানীর দলের প্রত্যাবর্তন]

২৯। ‘তোমার বেয়ালের উঠানেও বাবলা গাছ আর আমার বেয়ানের উঠোনেও বাবলা গাছ, আমরা দুজনে আপনার লোক’। [ঢোঁড়াইয়ের নাগপাশে বন্ধন]

৩০। ‘জলু পয় সরিস বিকাই, দেখহু প্রিতি কি রীতি ভালি’ (জলও দুধের মতো বিক্রি হয়, সেখানে ভালবাসা আছে।) - তুলসী দাস [ঢোঁড়াইয়ের নাগপাশে বন্ধন]

৩১। ‘বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা’ [কুক্কুর মেধ যজ্ঞের অপ্রত্যাশিত ফললাভ]

৩২। ‘খোসা দেখে কি সব সময় ধরা যায়, বেগুনের ভেতর পোকা আছে কিনা’ - [মহতোগিন্নীর সমাজশাসন]

teachinns Text with Technology

৩৩। ‘অন্ধনগরী, চৌপট রাজা, টাকে সের ভাজি, টাকে সের খাজা’ (যেমন রাজ্য, তার তেমনি রাজা, এখানে শাকের দামও দুই
পয়সা সের, খাজাও দুই পয়সা সের।) [মহতোগিন্নীর সমাজশাসন]

৩৪। ‘এ যে ফুসকুড়ি খুঁটে ঘা করে তুলতাল’ - [মহতোগিন্নীর সমাজশাসন]

৩৫। ‘নভ দুহি দুধ, চহত এ প্রানী’ (আকাশ দুয়ে দুধ চায় লোক) [বাওয়ার নিকট ঢোঁড়াইয়ের বর প্রার্থনা]

৩৬। ‘না আগে নাথ, না পিছে পগাহা’ (যে লোকের আগেপিছে ভাববার দরকার নেই।) [বাওয়ার নিকট ঢোঁড়াইয়ের বর প্রার্থনা]

৩৭। ‘ধূসর ধূরি ভরে তনু আয়ে
ভূপতি বিহঁসি গোদ বৈঠায়’। (ধূলি ভরা ধূসর তনু: রাজা হেসে তাঁকে কোলে তুলে নেন)-
[বাওয়ার নিকট ঢোঁড়াইয়ের বর প্রার্থনা]

৩৮। ‘জীবনে এই প্রথম ঢোঁড়াইয়ের চোখে জল আসে’ - [বাওয়ার নিকট ঢোঁড়াইয়ের বর প্রার্থনা]

৩৯। ‘সূত মানহিঁ মাতু-পিতা তব লৌঁ
অবলা নাহিঁ গীঠ পরী জব লৌঁ’। (ছেলে ততদিনই বাপমাকে দেখে জতদিন তার চোখে তার চোখ স্ত্রীর উপর না পড়ে)
[ঢোঁড়াইয়ের বিবাহের আয়োজন]

৪০। ‘সব লচ্ছন সম্পন্ন কুমারী।
হোইহি সন্তত পিয়হি পিয়ারী’।
(সব সুলক্ষন আছে এ মেয়ের। এ চিরকাল ‘পুরুষের’ পিয়ারী থাকবে)
[ঢোঁড়াই রামিয়ার বিবাহ অনুষ্ঠান]

৪১। ‘সদা অচল এহি কর অহিবাতা
এহি তেঁ জসু পইহসিঁ পিতুশতা’ (এর ত্রয়োতি অচল থাকবে, এর জন্য এর বাপ-মার নাম হবে)
[ঢোঁড়াই রামিয়ার বিবাহ-অনুষ্ঠান]

৪২। ‘ব্রজরুকি রাখ ‘সমধীন’,
বল ছেলের বাপরি কে...’ [ঢোঁড়াই রামিয়ার বিবাহ অনুষ্ঠান]

৪৩। ‘কর্মধর্মার চাঁদনী রাতে
পাটের ক্ষেত নড়ছে কেন?....’ [ঢোঁড়াই রামিয়ার বিবাহ অনুষ্ঠান]

৪৪। ‘যাঁহা খেলে বোঁচাবোঁচি চলু দেখে যাই’ (যেখানে পুরুষ কুমির আর মেয়ে কুমির খেলা করছে, চল দেখতে যাই।)
[ধাঙরটুলির অভিসম্পাত]

৪৫। ‘.....চায়েৎ সুভা দিনোয়া রামা, হো রামা....
আবি গেলে পিয়াকী গামা নোয়া‘ (চৈত্রের শুভদিন এসে গিয়েছে রাম, পিয়ার দ্বিরাগমনের সময় এসে গিয়েছে)
[বৌকা বাওয়ার অর্ন্তধান]

৪৬। ‘আবু হো বাওনগা, বৈঠোহো আঙনমা
গনি দেহ পিয়াকে গামনমা’ (এসো হে বামুন ঠাকুর, অঙ্গনে বসো, পিয়ার দ্বিরাগমনের দিনক্ষন দেখে দাও)
[বৌকা বাওয়ার অর্ন্তধান]

৪৭। ‘নৃপ পাপ পরাগয়ন ধর্ম নঁহী
করি দন্ড বিড়ম্ব প্রজা নিতঁহী’। (রাজা পাপা পরায়ন, তার ধর্ম নেই; প্রজাদের দন্ড দিয়ে বিড়ম্বনায় ফেলে।) -তুলসীদাস
[গানহী বাওয়ার ভিন্ন মূর্তিতে পুনরাবির্ভাব]

৪৮। ‘পৃথিবীর সব কিছু, আয়নার হঠাৎ আলো পড়ার মতো মধ্যে মধ্যে সেখানে ঝলক ফেলে, আবার তখনি কোথায় তালিয়ে যায়’। [ঢোঁড়াইয়ের আত্মদর্শন]

৪৯। ‘তুমহসন মিটহি কি বিধি কে অঙ্কা’ (তোমার জন্য কি বিধাতার লেখা বদলাবে) [মহোতোর বিলাপ]

৫০। ‘সোন অ নহী জরইছে’ (সোনা জ্বলে না) [তৎমাটুলিতে ডাকপিয়নের দৌত্য]

৫১। ‘কা ন করই অবলা প্রবল কে হি জগ কালু ন খাঈ’
(মেয়ে মানুষ প্রবল হলে কী না করে, কাল পৃথিবীর কোন জিনিসকে নষ্ট করে না।) - তুলসী দাস [অগ্নিপরীক্ষা]

৫২। ‘নিজ প্রতিবিম্ব বরুক গহি জাঈ
জানি ন জাই নারি গতি ভাই’।। আরশির উপরের নিজের চায়া যদিই বা ধরে রাখা সম্ভব হয় তবুও মেয়েদের মনের গতি
জানা সম্ভব নয়) - তুলসীদাস [অগ্নিপরীক্ষা]

৫৩। ‘প্রচন্ড শক্তিতে পৃথিবীকে গুড়োঁ গুড়োঁ করে ফেলতে পারে এখনই। এর প্রতিটি অনুপরমানু তার বিরুদ্ধাচরন করেছে সারাজীবন....মিষ্টিকে তেতো বিস্বাদ করে দিয়েছে।.... [অগ্নিপরীক্ষা]

teachinns
Text with Technology

Sub Unit – 8

তুঙ্গভদ্রার তীরে
শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়

বিজয়নগরের পতে চলেছেন দুই কলিঙ্গ রাজকুমারী বিদ্যুন্মালা ও মনিকঙ্কনা। বিদ্যুন্মালার বিবাহ হবে রাজা দ্বিতীয় দেবরায়ের সাথে - জলে ডুবন্ত অর্জুনবর্মাকে উদ্ধার করলেন বলরাম দাস। বিদ্যুন্মালা, চিপিটক ও মন্দোদরী অসময়ে জলে পড়ে যান, বিদ্যুন্মালাকে রক্ষা করে অর্জুন। বিজয়নগরের রাজা হিসেবে অর্জুন ও কাথার হিসেবে বলরামের নিয়োগ এবং কুমার কম্পনদেবের মহারাজকে হত্যার চেষ্টা, তা থেকেও মহারাজ বাঁচলেন অর্জুনের তৎপরতায়। এরপর বিদ্যুন্মালা ও অর্জুনের প্রেম। মহারাজা ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনবর্মাকে বিজয়নগর ত্যাগের আদেশ দেন। বলরামও বন্ধুর সাথে চললেন। পরিশেষে দ্বিতীয় দেবরায়ের সাথে মনিকঙ্কনার বিবাহ ও অর্জুন বর্মার সাথে বিদ্যুন্মলার বিবাহ।

তথ্য

১। 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসটির প্রথম সংস্করন অগ্রহায়ন ১৩৭২ সালে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয়।
২। শরবিন্দু বন্দোপাদ্যায়ের ডায়েরিতে দেখা যায় 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসটির রচনা আরম্ভ হয় ২১ শে জুলাই ১৯৬৩, শেষ হয় ১৭ এপ্রিল ১৯৬৫।
৩। 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসটি শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৩৭২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।
৪। উৎসর্গ - বাংলা সহিত্যের বিক্রমশীল ধর্মপাল । শ্রী প্রমথনাথ বিশী । সহৃদয়েষু
৫। উপন্যাসের কাহিনীর ঐতিহাসিক পটভূমিকা Robert Sewell এর A Forgotten Empire এবং কয়েকটি সমসাময়িক পান্ডুলিপি থেকে সংগৃহিত।
৬। Sewell এর গ্রন্থটি ৬৫ বছরের পুরাতন।
৭। শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায় ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত সাম্প্রতিক গ্রন্থ The Delhi Sultanate পাট করে Swell এর তথ্যগুলি শোধন করে নিয়েছেন।
৮। উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক উল্লেখ করেছেন, 'আমার কাহিনী Fictionised History নয় Historical Fiction।
৯। 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' গ্রন্থটির জন্য লেখক পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন ১৯৬৭ সালে।
১০। তুঙ্গ ও ভদ্রা দুই নদী পরস্পর মিলিত হয়ে তুঙ্গভদ্রা নামে প্রবাহিত হয়েছে।
১১। 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসের ঘটনা শুরু হয়েছে ১৩৫২ শকাব্দে।
১২। কলিঙ্গ দেশের রাজকন্যা কুমারী ভট্টারিকা বিদ্যুন্মালা বিজয়নগরে যান বিজয়নগরের তরুন রাজা দ্বিতীয় দেবরায়কে বিবাহ করার জন্য।
১৩। উপন্যাসটির কাহিনী শুরু হয়েছে বৈশাখ মাসের অপরাহ্নে।
১৪। পূর্ব সমুদ্রতীরে কলিঙ্গ দেশের প্রধান বন্দর কলিঙ্গ পত্তন।
১৫। বিদ্যুন্মালার বৈমাত্রী ভগিনী মনিকঙ্কনা।
১৬। বিদ্যুন্মালার মাতা পট্টমহিষী রুক্মিনী দেবী ছিলেন আর্যা।
১৭। মনিকঙ্কনার মাতা চম্পাদেবী অনার্যা।
১৮। সঙ্গম বংশীয় দুই ভাই, হরিহর ও বুক্ক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
১৯। হরিহর ও বুক্কের গুরু হলেন বিদ্যারন্য।
২০। বিজয়নগরের আদি নাম বিদ্যানগর, পরে তা মুখে মুখে বিজয়নগরে পরিনত হয়।
২১। বিজয়নগরের প্রথম রাজা হন দেবরায়।
২২। কৃষ্ণার দক্ষিনে বিজয়নগর রাজ্য।
২৩। কৃষ্ণার উত্তরে মুসলিমদের বাহমনী রাজ্য।
২৪। দেবরায় বিজয়নগরের চল্লিশ বছর শাসনকার্য চালিয়েছেন।
২৫। বিদ্যুন্মালার সঙ্গে বিবাহের কন্যা কর্তা রূপে যাত্রা করেছে ত্রিপিটক মূর্তি এবং রাজকন্যাদের ধাত্রী মন্দোদরী।
২৬। অন্ধ্ররাজ্যের ধাত্রী মন্দোদরী ওড্রদেশের মেয়ে।
২৭। ওড্রদেশ কলিঙ্গের উত্তরে।
২৮। অন্ধ্ররাজ্যের রাজবৈদ্য রসরাজ।
২৯। অর্জুনবর্মাকে জল থেকে উদ্ধার করে বলরাম কর্মকার।
৩০। অর্জুনবর্মা গুলবর্গার লোক।
৩১। গুলবর্গার দক্ষিনে যবনদের রাজধানী।

৩২। যবনদের অত্যাচারে অর্জুনবর্মা গুলবর্গা ত্যাগ করেন।
৩৩। বলরাম কর্মকারের পূর্বে কামারশালা ছিল বর্ধমানে।
৩৪। বিজয়নগরের রাজবংশ বীরের বংশ। একশো বছর ধরে যবনদের কৃষ্ণা নদী পার হতে দেননি।
৩৫। বলরাম সঙ্গীতজ্ঞ এবং সুকন্ট।
৩৬। 'মাধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে' - জয়দেব গোস্বামীর গান।
৩৭। বিজয়নগরে হেমকূট নামে পাহাড়ের চূড়া আছে।
৩৮। অনেগুন্দি দুর্গ বর্তমানে একটি নগররক্ষক সৈন্যাবাস।
৩৯। বিজয়নগর রাজের দেবরায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার কম্পন দেব।
৪০। অর্জুনবর্মা যাদববংশীয় ক্ষত্রিয়।
৪১। বিজয়নগরের সাত শত প্রতিহারিনীর প্রধান নায়িকার নাম পিঙ্গলা।
৪২। বিজয়নগরের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজপথের নাম পান-সুপারি রাস্তা।
৪৩। বিজয়নগরের স্ত্রী পুরুষ কেহই পাদুকা ধারন করেন না।
৪৪। বিজয়নগরের মাথার টুপি বা পাগড়ি পরার রেওয়াজ নেই।
৪৫। নারীদের পর্দা বা অবগুন্টন নেই।
৪৬। রাজভ্রাতা বিজয় যুদ্ধ করতে ভালোবাসতেন এবং নিপুন সেনাপতি ছিলেন।
৪৭। বিজয়নগর রাজ্যে কেবল কুমার কম্পনদেব মহারাজ দেবরায়কে ভালোবাসতেন না।
৪৮। কম্পন দেবের প্রকৃতি ছিল লোভী কুটিল উচ্চাকাঙ্ক্ষী।
৪৯। কম্পনদেবের দুই পত্নী কৃষ্ণা দেবী ও গিরিজা দেবী।
৫০। মহারাজ দেবরায় ও রাজকুমারী বিদ্যুন্মালার বিবাহ স্থির হয়েছে শ্রাবনের শুক্লা ত্রয়োদশীতে।
৫১। বলরাম মঞ্জিরাকে বিবাহ করার নিবেদন জানায় রাজার কাছে।
৫২। মঞ্জিরা মহারাজ দেবরায়ের অন্ত:পুরের রন্ধনশালার দাসী।

মন্তব্য

১। "ঐতিহাসিক গল্প লেখার প্রেরনা পাই বঙ্কিমচন্দ্র পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে শিখেছি ভাষার মধ্যেই বাতাবরন সৃষ্টি করা যায় - বিশেষ করে ঐতিহাসিক বাতাবরন"। (শরবিন্দু বন্দোপাধ্যায় : জীবনকথা)

২। "তোমার লেখার একটা জাদু আছে, তুমি অনায়াসে এমন একটা বাতাবরন সৃষ্টি কর যে পলকে মনকে সুদূর অতীতে টানিয়া লও। তুঙ্গভদ্রার তীরে তোমার সে সুনাম রক্ষা করিয়াছে। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি দুইই তোমার তুল্যমূল্য"। (শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়)

৩। "আপনার গল্প পড়তে পড়তে বঙ্কিমবাবুকে মনে এনে দেয় - তিনি ছাড়া আপনার জুড়ি নেই"। (প্রমথনাথ বিশী)

৪। "আপনি বিজয়নগরের অতীত ঐশ্বর্যের স্মৃতি একটি মনোরম কাহিনীর মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন - এজন্য আমরা অর্থাৎ ঐতিহাসিকেরা খুবই কৃতজ্ঞ - কারন লোকে ইতিহাস পড়ে না - কিন্তু আপনার বই পড়িবে"। (রমেশচন্দ্র মজুমদার)

উক্তি

১। "এ নাকি বিয়ে। এ তো রাজনৈতিক দাবাখেলার চাপ" [বিদ্যুৎন্মালা নিজের বিবাহ সম্পর্কে মনিকঙ্কনাকে]

২। "আমি শুনেছি। রামচন্দ্রের একটিই সীতা ছিল"। [বিদ্যুৎন্মালা মনিকঙ্কনাকে]

৩। "সে তো ত্রেতাযুগের কথা। কলিকালে মেয়ে সস্তা, তাই পুরুষের যে যত পারে বিয়ে করে। যেমন অবস্থা তেমনি ব্যবস্থা"। [মনিকঙ্কনা বিদ্যুমালামে]

৪। "স্বামী তো আর স্ত্রীর সম্পত্তি নয় যে, কাউকে ভাগ দেবে না। বরং স্ত্রীই স্বামীর সম্পত্তি"। [মনিকঙ্কনা বিদ্যুমালাকে]

৫। "যবনের রাজধানীতে বিয়ে করলে তার প্রানসংশয়, বিশেষত যদি বৌ সুন্দরী হয়। দক্ষিন দেশে মেয়েদের পর্দা ছিল না; এখন তারা যবনের ভয়ে ঘর থেকে বেরোয় না"। [অর্জুনবর্মা বলরামকে]

৬। "অর্জুনবর্মা! হ্যাঁ ভাই, সত্যি ছদ্মবেশে দ্বাপরযুগের অর্জুন নয় তো"। [অর্জুনবর্মা সম্পর্কে মনিকঙ্কনার বক্তব্য]

৭। "আপনি বোধহয় খুব সুন্দর স্বপ্ন দেখছিলেন। আমি ভেঙে দিলাম"। [অর্জুন বর্মা বিদ্যুৎন্মালা]

৮। "আমার বিবেচনায় এ কন্যা বিজয়নগরের রাজবধূ হবার যোগ্য নয়"। [বিদ্যুমালার চরিত্রের দিকে আঙুল তুলে রাকা ও লক্ষন মল্লপের উপস্থিতিতে কম্পনদেবের উক্তি]

৯। "আমার কাছে যে কোহল আছে তার তুল্য কোহল ভূভারতে নেই"। [রসরাজ দামোদর স্বামীকে]

১০। "কী সুন্দর আমাদের পুত্র! দেবি, আমি যদি মাঝে মাঝে এসে ওকে দেখেক যাই তাহলে আপনি রাগ করবেন কি?" [মল্লিকার্জুনকে দেখে মনিকঙ্কনার উক্তি পদ্মালয়ার প্রতি]

১১। "দুর্গা দুর্গা। আমি সঙ্গে যেতে পারলে ভালো হতো। যা হোক, সাবধানে থেকো। দুর্গা দুর্গা"। [বলরাম অর্জুনের প্রতি]

১২। "অর্জুনবর্মা মানুষ নয়, বাজপাখি"। [পিঙ্গলা]

১৩। "তোমার গুপ্তবিদ্যা রাজনীতির ক্ষেত্রে অতি মূল্যবান বিদ্যা; এ বিদ্যা গুপ্ত রাখা প্রয়োজন"। [রাজা অর্জুনবর্মার প্রতি]

১৪। "সেই ভাল। তুমি আমাদের পাহারা দেবে, আমরা তোমাকে পাহারা দেব"। [বলরাম চতুর্ভুজের প্রতি]

১৫। "কাল কিন্তু আর তোমাকে আপনি বলতে পারব না, তুমিও আমাকে তুমি বলবে"। [বিদ্যুৎমালা অর্জুনবর্মার প্রতি]

১৬। "তুমি সামান্য মানুষ নও। তুমি যদুকুলোদ্ভব, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমার পূর্বপুরুষ"। [বিদ্যুৎমালা অর্জুনবর্মার প্রতি]

১৭। "মহারাজ, এটি আমার নিজস্ব গুপ্তবিদ্যা। যদি উপযুক্ত শিষ্য পাই তাকে শেখাব"। [বলরাম রাজাকে]

১৮। "আমি মরতে চাই না, আমি তোমাকে চাই"। আমার লজ্জা নাই, অভিমান নেই আমি শুধু তোমাকে চাই। [বিদ্যুমালা অর্জুনবর্মাকে]

১৯। "মৃত্যুদন্ডই তোমার একমাত্র দন্ড। কিন্তু তুমি একদিন আমার প্রানরক্ষা করেছিলে, আমিও তোমার প্রানদান করলাম"। [রাজা অর্জুনবর্মাকে]

২০। "একটি ভিক্ষা আছে। আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন। যদি আমার সংবাদ মিথ্যা হয়, তৎক্ষনাৎ আমার মুন্ডচ্ছেদ করবেন"। [অর্জুনবর্মা রাজাকে]

২১। "কোথায় নৌকো! মিছিমিছি ভূতের বেগার। কাল থেকে আমি আর যেতে পারব না, যেতে হয় তুমি যেও"। [মন্দোদরৌ চিপিটককে]

Sub Unit - 9

তিতাস একটি নদীর নাম
অদ্বৈত মল্লবর্মন

'তিতাস একটি নদীর নাম' মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবন রহস্য। এই উপন্যাসটি মালো নামের বাংলার এক জনজাতির জীবনের মহাকাব্য। গ্রামের দু:সাহসী একজন তরুন ও এক প্রৌঢ় জীবিকার সন্ধানে মেঘনা নদীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেও তাদের যাত্রা সফল হয়। কারন অজানা অচেতনা গ্রাম ও সেখানকার মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং তাদের আতিথ্য লাভ করে। জীবনে অর্থের টান থাকলেও ভালোবাসার অভাব যে ঘটেনি তা আমরা দেখতে পাই যখন গ্রামের এক মোড়ল কন্যা স্বেচ্ছায় এক তরুনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। যদিও পরবর্তী জীবনে ট্রাজেডি নেমে আসে। এর পাশাপাশি কিছু বিপরীত ছবিও দেখা যায় ব্রাহ্মন্য শাসিত সমাজে।

তিতাসের জলস্রোতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে বাংলার বাউল সঙ্গীত, কৃষ্ণকথার গান। নৌকোয় করে মাছ ধরতে যাবার সময়কার গান, সবমিলে একসাথে গড়ে উঠেছে তিতাসের আপন সংস্কৃতি। নদী ও জীবন মিলেমিশে এক হয়ে গেছে উপন্যাসে। মালো জনজাতির মানুষের জীবন বিপন্ন হবার মূলে আছে যেমন প্রাকৃতিক বিপর্যয় তেমনি এক নিদারুন অর্থনৈতিক সংকট। উপন্যাসের স্তরে স্তরে লেখক বলেছেন গোষ্ঠী জীবনের অবলুপ্তির পিছনে মূলত দায়ী অর্থনৈতিক সংকট। নতুন প্রজন্মকে বাঁচতে হলে ঘরে জাল ও হাল দুটোই রাখতে হবে, কারন পেশার উপর নির্ভর করে বাঁচার দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। বাংলার জনজাতি মালো সমাজকে লেখক অসাধারন দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।

তথ্য

১। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে কলকাতা পুথিঘর থেকে ১৯৫৬ খ্রী:।
২। 'তিতাস একটি নদীর নাম' ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক মলয় গুপ্ত।
৩। "A river called Titas" নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন কল্পনা বর্ধন, ১৯৯২ খ্রী:।
৪। ফবরুখ আহমেদের সুপারিশে 'মোহম্মদী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।
৫। ১৩৫২ বঙ্গাব্দ, শ্রাবন থেকে মাঘ ৭টি সংখ্যায় উপন্যাসটি 'মোহম্মদী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৪৪
খ্রি: জুলাই আগস্ট থেকে ১৯৪৫ জানুয়ারী - ফ্রেবুয়ারী পর্যন্ত ৭টি সংখ্যা।
৬। অদ্বৈতের জীবনীভিত্তিক ছোটগল্প লিখেছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র।
৭। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটির প্রচ্ছদ শিল্পী রনেন আয়ন দত্ত।
৮। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটির অধ্যায় সংখ্যা চারটি।
৯। উপন্যাসের তৃতীয় অধ্যায়ের নাম 'রামধনু'।
১০। উপন্যাসের চতুর্থ অধ্যায়ের নাম 'দুরভা প্রজাপতি'।
১১। গৌরাঙ্গ সুন্দরের বউ তাদের উঠোনে একটি ডালিম গাছ লাগিয়েছে।
১২। নিত্যানন্দের একটি বউ, একটি ছেলে ও একটি মেয়ে রয়েছে।
১৩। নয়ানপুরে বোধাই মালো টাকায় সব মালোদের চেয়ে বড়।
১৪। বোধাই মালোর দুই ছেলে রোজগারী লোক।
১৫। বোধাই মালো হাতির মতো মোটা ও কালো।
১৬। বোধাই মালো বড় বড় দীঘি ইজারা নিয়ে মাছের পোনা ফেলে।
১৭। জমির মিয়া হিসাবী লোক। জমির মিয়া কাউকে এক পয়সা ঠকায় না।
১৮। মাঘ মাসের শেষ তারিখে মালোপাড়াতে মাঘ মন্ডলের ব্রত উৎসব হয়।
১৯। মাঘ মন্ডলের ব্রত উৎসব কেবল কুমারীদের উৎসব।
২০। সুবলের বাবা গগন মালো।
২১। তিলকচাঁদ প্রবীন জেলে।
২২। উপন্যাসের শুরুতে বাসন্তীর উল্লিখিত বয়স এগারো বছর।
২৩। ভৈরব খুব বড় সুন্দর।
২৪। নয়াকান্দা হল মালোদের পাড়া। নয়াকান্দাতে ত্রিশ-চল্লিশ ঘর মালো থাকে।
২৫। তিলকের গুরুকরন হয়েছিল যৌবনকালে।
২৬। বাসন্তীর রঙ রীতিমত ব্রাহ্মন-পন্ডিতের মেয়ের মত।

২৭। বাঁশিরাম মোড়ল খুব প্রতাপশালী লোক।
২৮। বাঁশিরাম মোড়লের বাড়ি শুকদেবপুরে।
২৯। শুকদেবপুরের ঘরে ঘরে জাল আছে তেমনি হালও আছে।
৩০। সুবলার বউ অল্প বয়সের বিধবা। সুবলার বউয়ের নাম বাসন্তী।
৩১। মালোপাড়ায় আসার পর অনন্তর মাকে নিয়ে বৈঠক বসে ভারতের বাড়িতে।
৩২। দয়ালচাঁদ কায়েত পাড়ায় যাত্রার দলে মুনি-ঋষির পাঠ করেন।
৩৩। নিতাইকিশোর ঘুষ খেয়ে পেট মোটা করেছে কিন্তু চালে এক মুঠা ছল নাই।
৩৪। কৃষ্ণচন্দ্রের চোখ অন্ধ।
৩৫। রামপ্রসাদের যৌবনকালে শরীরে অসুরের শক্তি ছিল।
৩৬। প্রাচীনকালে নিয়ম ছিল মালোরা রাজবাড়িতে বছরে একবার দশ ভার করে মাছ দেবে।
৩৭। মালোপাড়ায় কৃষ্ণচন্দ্রের সমাজ বিশ ঘরের।
৩৮। মালোপাড়ায় দয়ালচাঁদের সমাজ দশ ঘরের।
৩৯। বাসন্তীর বাবার নাম দীননাথ।
৪০। কালোবরনের বড় নৌকায় করে জিয়লের ক্ষেপ দিতে গিয়ে সুবলের মৃত্যু ঘটে।
৪১। মালোপাড়ার মধ্যে একমাত্র তামসীর বাপই বামুন কায়েত পাড়ার লোকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত।
৪২। তামসীর বাবার বাড়ি বাজারের কাছে।
৪৩। সারা তেলিপাড়াতে রজনী পালের মাথা খুব সাফ।
৪৪। বিধুভূষন পাল সমবায় ঋনদান সমিতির ফিসারী শাখার ম্যানেজার।
৪৫। উদয়তারার বড় বোন নয়নতারা।
৪৬। উদয়তারার ছোট বোন আসমানতারা।
৪৭। উদয়তারার এক ননাসের নাম মনসা।
৪৮। শ্রাবন মাসের শেষ তারিখটিতে মালোদর ঘরে ঘরে এই মনসা পূজা হয়। ৪৯। মালোদর অন্যান্য পূজার চাইতে এই পূজার
খরচ কম, আনন্দ বেশি। ৫০। মালোদর পুরোহিত ডুমুরের ফুলের মত দুর্লভ।
৫১। মালোদের একজন পুরোহিতকে দশবারো গাঁয়ে একা একদিনে মনসা পূজা করে বেড়াতে হয়।
৫২। শ্রাবনের শেষ দিন পর্যন্ত পদ্মপূরান পড়া হয়।
৫৩। কাদিরের ছেলে ছাদি ও জাদির ছেলে রামু।
৫৪। 'হায় হায়রে, এহিত চৈত্রি না মাসে গিরন্তে বুনে বীজ' - এটি হল বারমাসী গান।
৫৫। কাদির মিয়ার মেয়ের নাম খুশী।
৫৬। কাদির মুঙ্গুরী নামক জীবকে দুইচক্ষে দেখিতে পারে না।
৫৭। রসিদ মোড়ল বয়সে মাগন সরকারের মতই প্রবীন।
৫৮। ইছারাম মালো আর ঈশ্বর মালোর নিবাস নবীনাগর গাঁয়ে।
৫৯। ইছারাম মালো আর ঈশ্বর মালোর গায়ে হাতির মতন জোর।
৬০। জমিলা কাদিরের বুক-সেঁচা ধন।
৬১। যাত্রাবাড়ির রামপ্রসাদ মালো- সমাজে বিধবা-বিবাহ চালাতে গিয়ে জব্দ হয়েছে।
৬২। অনন্তবালার মা অনন্তর নাম পরিবর্তন করে রাখতে বলেছে হরনাথ।
৬৩। ছোটখুড়ি অনন্তর নাম রেখেছে গদাধর।
৬৪। অশ্বিনীর বাড়ি পাটনীপাড়ায়।
৬৫। অশ্বিনীর মাথায় ঝাঁকড়া চুল।
৬৬। অশ্বিনী আগে গয়নার নৌকা বাইত।
৬৭। অশ্বিনী এখন যাত্রাদলে রাজা সাজে।
৬৮। মালোদের গ্রামের সবচেয়ে বুড়ো রামকেশব।
৬৯। রামকেশবের ছেলে পাগল হয়ে মরেছে।
৭০। রামকেশবের দাড়ি ছিল লম্বা।
৭১। রামকেশবকে প্রতিদিন মাছ ধরতে হয়।
৭২। যশোদারানী স্বপ্ন দেখেছিল গোপাল মথুরাম মোকামে চলে যাবে।
৭৩। সুবলার শ্বাশুড়ি স্বপ্ন দেখেছিল জিয়লের ক্ষেপে গিয়ে সুবলা নাও-চাপা পড়ে মরবে।
৭৪। রাধাচরন মালো স্বপ্ন দেখে তিতাস শুকিয়ে গেছে।
৭৫। অনন্তবালা মাঘমন্ডলের পূজা করে।

৭৬। নদী শুকিয়ে গেলে চাটগাঁও থেকে কমল সরকার নামে একজন মহাজন আসে মালোপাড়ায়।
৭৭। কমল সরকার মাছের পোনা চালান দেয়।
৭৮। বনমালী কমল সরকারের অধীনে মাছের পোনা চালানোর কাজে মজুরি খাটে।

উক্তি

১। শিল্পের আর একটা দিক আছে। সৌম্যশান্ত করুন স্নিগ্ধ প্রসাদ গুনের মাধুর্যে রঞ্জিত এ শিল্প। এ শিল্পের শিল্পী মহাকালের
তান্ডব নৃত্য আঁকিতে পারে না। (তিতাস একটি নদীর নাম)
২। কোনো ইতিহাসের কেতাবে, কোনো রাষ্ট্রবিপ্লবের ধারাবাহিক বিবরনীতে এ নদীর নাম কেউ খুঁজিয়া পাইবে না। (তিতাস একটি নদীর নাম)
৩। বন্ধু নিতে চাইলে কোনো জিনিস আঁকড়াইয়া থাকে না। কিন্তু বন্ধুর জন্য চোখ বুজিয়ে ভাল জিনিস এমন ছাড়িয়া কেউ দেয়
না। (প্রবাস খন্ড)
৪। মালোদর অফুরন্ত চাহিদা মিটাইতে গিয়া, দিতে দিতে তিতাস ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। (প্রবাস খন্ড)
৫। "প্রেমের দেবতা কোথায় কার জন্য ফাঁদ পাতিয়া রাখে কেউ কি বলিতে পারে?" (প্রবাস খন্ড)
৬। রাতের ঝড়ে পাখির সেই যে ডানা ভাঙ্গিল, সে ডানা আর জোড়া লাগিল না। (প্রবাস খন্ড)
৭। সাধ করছিলাম জোয়ান পূতের কামাই খামু, তারে বিয়া-শাদি করামু, বউ ঘরে আনুম, নাতি কোলে নেমু। হায়রে আমার কপাল। (কিশোরের পিতা, নয়াবসত)
৮। বিরক্তি মানুষকে অনেক সময় নির্মম করিয়া তোলে। (নয়া বসত)
৯। কায়েতের সঙ্গে মিশিতেছ বলিয়া তারা তোমাকে কায়েত বানাইবে না। তুমি মালোই থাকিবে। তারা তোমার বাড়ি আসিলে যদি সিংহাসনও দাও, তুমি তাদের বাড়ি গেলে বসিতে দিবে ভাঙ্গা তক্তা। তুমি রূপার হুকাতে তামাক দিলেও, তোমাকে দিবে শুধু কলকেখানা। (তামসীর বাপকে দয়ালচাঁদ, নয়া বসত)
১০। যে পথ চিনিয়া চলে তার পথ একটি, আর যে দিশাহারা হইয়া চলে তার পথ শত শত। (নয়া বসত)
১১। অতীতকে নিয়া হাসিতে পারে, কাঁদিতে পারি, স্বপ্ন সাজাইতে পারি, কিন্তু ফিরিয়া তাকে পাইতে পারি না। (জন্ম মৃত্যু বিবাহ)
১২। মানুষের কুটুম আসা-যাওয়ার আর গরুর কুটুম লেহনে পুছনে। (বাসন্তী আনন্তর মাকে জন্ম মৃত্যু বিবাহ)
১৩। দিনের আলোতে যাকে সত্য ও বাস্তব মনে করা যাইত, রাতের গহনে তাকেই অবাস্তব রহস্যে রূপায়িত করিয়া দেয়। (জন্ম মৃত্যু বিবাহ)
১৪। পুরুষ যদি বউ মরিলে আবার বিবাহ করিতে পারে, নারী কেন স্বামী মরিলে আবার বিবাহ করিতে পারিবে না। (জন্ম মৃত্যু বিবাহ)
১৫। যার মা নাই, দুনিয়ার সব মানুষই তার কাছে সমান। (রামধনু)

Sub Unit – 10

প্রথম প্রতিশ্রুতি
আশাপূর্না দেবী

বিষয়বস্তু

প্রথম প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষাপট উনবিংশ শতকের যুগসন্ধিক্ষন। এই উপন্যাসের গল্প নায়িকা সত্যবতীর জীবনের। সত্যবতী বুদ্ধি, যুক্তিবাদ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাহসে ছোটবেলা থেকেই সমৃদ্ধ। বিজ্ঞ ও ব্যক্তিত্ববান বাবার প্রশয়ে সে বড় হতে থাকে। ভাইদের পড়াশুনা শুনে শুনে বিদ্যাশিক্ষা লাভ করে। তবে তদানিন্তন সমাজের রীতি অনুযায়ী মাত্র ৮ বছর বয়সেই তাকে শ্বশুরবাড়ি যেতে হয়। গ্রামীন শাসনে অত্যাচারিত হয়েও সে নিজের চেষ্টায় স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে কলকাতায় স্বাধীনভাবে বসবাস শুরু করে। ছেলেদের পড়াশুনা শিখিয়ে সভ্য, সুশিক্ষিত করতে চায়। মেয়ে সুবর্নলতাকে নিয়েও তার একই স্বপ্ন। কিন্তু তার স্বামী ও শাশুড়ির চক্রান্তে ছোট্ট সুবর্নলতার গৌরীদান হলে প্রতিবাদ স্বরূপ জীবনের মতো সংসার ত্যাগ করে কাশীদাস হয়ে যায় সত্যবতী।

তথ্যচুম্বক

১। আশাপূর্ণা দেবীর জন্ম ১৯০৯ সালের ৮ই জানুয়ারী।
২। আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসটি রবীন্দ্র পুরস্কার পায় ১৩৭২ বঙ্গাব্দে।
৩। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসটি জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পায় ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে।
৪। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উৎসর্গ করা হয়েছে - 'নিভৃত লোকে বসে যাঁরা রেখে গেছেন প্রতিশ্রুতির সাক্ষর, সেই বরনীয়া ও স্মরনীয়াদের উদ্দেশ্যে'।
৫। হীরকজয়ন্তী সংস্করনে উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশকাল - ফাল্গুন ১৩৭১।
হীরকজয়ন্তী সংস্করনে উপন্যাসটির প্রচ্ছদপট ও অলঙ্করন - রামানন্দ বন্দোপাধ্যায়
হীরকজয়ন্তী সংস্করনে উপন্যাসটির ভিতরের প্রচ্ছদ করেন - আশু বন্দোপাধ্যায়
হীরকজয়ন্তী সংস্করনে উপন্যাসটির লেখিকা আলোকচিত্র- মোনা চৌধুরী।
৬। ১৩৬৬ সালের কথাসাহিত্য পত্রিকার শ্রাবন মাস থেকে ধারাবাহিকভাবে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' প্রকাশ শুরু হয়।
৭। সত্যবতী, সুবর্নলতা ও বকুলকে নিয়ে ট্রিলজি রচনা করার পরিকল্পনা মাথায় রেখেই লেখিকা 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' রচনা শুরু করেন।
৮। সত্যবতীর বাবা রামকালী চাটুয্যে। সত্যবতী রামকালীর প্রথম সন্তান।
৯। রামকালীর বাড়ির নাম 'নাড়ি-টেপার বাড়ি'।
১০। বিয়ের বয়স একেবারে পার করে রামকালী বিয়ে করেছিলেন।
১১। রামকালির মা দীনতারিনী। দীনতারিনী জয়কালীর দ্বিতীয় পক্ষ।
১২। জয়কালীর প্রথম পক্ষের বড় ছেলে কুঞ্জকালী।
১৩। দীনতারিনীর সেজ জা শিবজায়া।
১৪। রামকালীর দাদা কুঞ্জর চৌদ্দটা ছেলেমেয়ে।
১৫। চিলেকোঠার ছাদের ওপর সত্যবতীর খেলাঘর।
১৬। প্রধান খেলুড়ি রামকালীর জ্ঞাতখুড়োর মেয়ে পুন্যবতী।
১৭। বদ্যি চাটুয্যের বাড়ির দুর্গোৎসবের তিলের নাড়ু একটা বিখ্যাত ব্যাপার।
১৮। মোক্ষদা দিনে অন্তত চৌদ্দ-পনেরো বার স্নান করেন।
১৯। 'খেঁটে' হচ্ছে ধুতির সংক্ষিপ্ত সংস্করন।
২০। ছালার মত মোটা সাতহাতি খেঁটে পালকি-বেহারাদের জাতীয় পোশাক।
২১। রামকালী চাটুয্যের বৈমাত্র ভাই কুঞ্জবেহারীর বড় ছেলে রাসবেহারী।
২২। রাসুর প্রথম বিয়েতে মিষ্টির কারিগর এসেছিল নাটোর থেকে, কেষ্টনগর থেকে, মুড়োগাছা থেকে।
২৩। রামকালী গ্রামে হালুইকর ঠাকুর এনে রাঁধানোর প্রথা প্রবর্তন করেছেন। এই ব্যবস্থা রামকালী দেখেছিলেন মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে।
২৪। বিদ্যারত্নের গ্রামের নাম দেবীপুর।
২৫। বিদ্যারত্নের বয়স আশি ছোঁয়-ছোঁয়।
২৬। সত্যবতী মেয়েদের লেখাপড়ার কথা শুনেছে সুকুমারীর কাছে।

২৭। সত্যবতীর স্বামীর নাম নবকুমার।
২৮। মা এবং যম নবকুমারের মনের জগতে সমতুল্য।
২৯। সৌদামিনীর মা-বাবা নেই, আজন্ম মামার বাড়ি মানুষ।
৩০। নবকুমারের বাবা নীলাম্বর বাঁড়ুয্যে, মা এলোকেশী।
৩১। কলকাতা থেকে ইংরেজি শিখে গ্রামে ইস্কুল খুলেছে ভবতোষ বিশ্বাস।
৩২। এলোকেশীর বড় ভূতের ভয়।
৩৩। নিতাই হল নবকুমারের অন্তরঙ্গ বন্ধু।
৩৪। নবকুমার সত্যবতীকে সিংহীর সঙ্গে তুলনা করেছে।
৩৫। সত্যবতীর শ্বশুরবাড়ি বারুইপুরে।
৩৬। দীনতারিনী রামকালীকে 'পাথরের ঠাকুর' আখ্যা দিয়েছেন।
৩৭। ভুবনেশ্বরীর একমাত্র অন্তরের সুহৃদ অসমবয়সী এবং অসমসম্পর্ক সারদা।
৩৮। নিতাইচন্দ্র ঘোষের মাতুল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন দত্ত।
৩৯। আবেগপ্রবনতা রামকালীর সম্পূর্ন রুচিবিরুদ্ধ।
৪০। দীনতারিনী মারা যান পক্ষাঘাতে।
৪১। রাসুর চেহারাটি সসুকান্তি আর বেশ মার্জিত।
৪২। কাকা রামকালীর কাছে রাসু কবিরাজি শেখে।
৪৩। সত্য শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সাড়ে তিন বছর পরে প্রথম বাপের বাড়িতে আসে।
৪৪। সত্যর সন্তানধারনের সংবাদ তার শ্বশুর বাড়িতে পাঠানোর জন্য নির্বাচন করা হয় গিরি তাঁতিনী আর রাখুকে।
৪৫। গিরি তাঁতিনীর জন্য আনা হয় তসর শাড়ি। আর রাখুর জন্য আনা হয় হলুদে ছোপানো ধুতি-চাদর।
৪৬। ভেদবমিতে ভুবেনশ্বরীর মৃত্যু ঘটে ছাব্বিশ নম্বর অধ্যায়ে।
৪৭। লক্ষ্মীকান্ত বাঁড়ুয্যের পুত্র শ্যামাকান্ত বাঁড়ুয্যে। শ্যামাকান্ত বাঁড়ুয্যের কন্যা পটলী হল রাসুর দ্বিতীয় স্ত্রী।
৪৮। আঠারো বছরে পদার্পনের আগে পটলীর স্বামী সন্দর্শনে বিপদ আছে।
৪৯। শ্যামাকান্ত বাঁড়ুয্যের স্ত্রী বেহুলা।
৫০। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা পটলীকে পদ্মফুলের সঙ্গে তুলনা করেছে।
৫১। নবকুমারের অসুখে সত্যবতী কলকাতা থেকে সাহেব ডাক্তার আনিয়েছে।
৫২। সত্যবতী সাহেব ডাক্তার আনিয়েছে ভবতোষ মাষ্টারকে দিয়ে।
৫৩। সাহেব ডাক্তার আনার জন্য সত্যবতী গলার দশভরির হারগাছা বিক্রি করিয়েছে।
৫৪। ভবতোষ মাষ্টার-এর চেষ্টায় কলকাতায় নিতাই আর নবকুমারের চাকরি জোগাড় হয়েছে।
৫৫। কলকাতায় নিতাই চাকরি পেয়েছে রেলি ব্রাদার্সে।
৫৬। কলকাতায় নবকুমার চাকরি পেয়েছে সরকারী দপ্তরে।
৫৭। সত্যবতীর বড় ছেলের নাম তুড়ু।
৫৮। পঞ্চুর মা'র বোনঝি শৈল।
৫৯। বড়গিন্নির নাতির অন্নপ্রাশনে ঢপ্-কীর্ত্তন করতে এসেছে মানদা ঢপি। মানদা ঢপি গলার জন্যই।
৬০। শঙ্করীর মেয়ের নাম সুহাসিনী।
৬১। ভবতোষ মাষ্টার ব্রাহ্মধর্ম গ্রহন করেছেন।
৬২। সত্যবতী তার পরিবার নিয়ে মুক্তারাম বাবু স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে বাগবাজারে ওঠে।
৬৩। শঙ্করী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল।
৬৪। সুহাসিনীর হৃদয়-বৃত্তির বহি:প্রকাশ কম।
৬৫। মুকুন্দ মুখুয্যে নবকুমারের ভগ্নিপতি।
৬৬। রামকালী কাশীযাত্রা করেছেন ঊনচল্লিশ নম্বর পরিচ্ছেদে।
৬৭। সত্যবতী সুহাসিনীর বিবাহের পরামর্শ করেন ভবতোষ মাষ্টারের সঙ্গে।
৬৮। সত্যবতীকে বই, পত্র-পত্রিকা যোগান দেয় ছোট ছেলে সরল।
৬৯। পুঁটির স্বামীর নাম রামচরন ঘোষ, শ্বশুরের নাম তারাচরন ঘোষ।
৭০। পুঁটিকে তার শ্বাশুড়ি আর স্বামী দুজনে মিলে মেরে ফেলেছে।
৭১। সুবর্নলতার স্কুলে পড়ানোর জন্য নতুন আসে সুহাস দত্ত।
৭২। সত্যবতীর পুত্রের বিবাহের জন্য ঘটকী নিয়ে এসেছে সদু।
৭৩। সত্যবতীকে সুবর্নলতা 'রাগের ঠাকুর' বলে অভিহিত করেছে।
৭৪। নবকুমারের 'সইমা'র কন্যা মুক্তকেশী।
৭৫। রাসুর বড় ছেলের নাম বনু।

৭৬। সত্যবতীর শৈশবকালের সাথী পুন্যির শ্বশুরবাড়ি শ্রীরামপুরে।
৭৭। পুন্যি সম্পর্কে সত্যবতীর পিসি।
৭৮। পুজোয়-পার্বনে এলোকেশীর তার সইয়ের নামে শাড়ি পাঠায়।
৭৯। এলোকেশীর সইয়ের মেয়ে মুক্তকেশীর ছেলের সঙ্গে সুবর্নলতার বিবাহ হয়।
৮০। মুক্তকেশীর ছেলের জন্মমাস আষাঢ় মাস।
৮১। মুক্তকেশীর ছেলের সঙ্গে সুবর্নলতার বিবাহ হয় জ্যৈষ্ঠমাসে।
৮২। উপন্যাসের শেষে সত্যবতী কাশীযাত্রা করে।

উক্তি

১। 'সে শুধু জানে। সে কিছুই নয়, কেউ নয়। অতি সাধারনের একজন। একেবারে সাধারন'। - লেখক > বকুল সম্পর্কে।
২। 'রথ চলবার পথ চাই যে' - লেখক।
৩। 'যা দূর হ, বামুনের ঘরের 'গরু'।- জয়কালী > রামকালী।
৪। সবই মিথ্যে, অমোঘ সত্য শুধু খড়ম। - রামকালীর উপলব্ধি।
৫। 'যাকে বললো ছি, তার রইলো কি?' - মোক্ষদা।
৬। 'কিছুই পারি নে! মিথ্যে অহঙ্কারে কতকগুলো শেকড়-বাকড় নিয়ে নাড়ি, আর লোক ঠকাই'। - রামকালী > সত্য।
৭। 'মেয়েজাতের কলঙ্ক'।- সত্যবতী > জাটার বৌয়ের সম্পর্কে।
৮। 'মানুষের প্রান তো' - সত্যবতী সারাদা সম্পর্কে > রামকালী।
৯। 'যার নাম ভাজা চাল তার নাম মুড়ি, যার মাথায় পাকা চুল তারেই বলে বুড়ি'।
১০। বিধাতা নিষেধ করলেন।
১১। আমিই বরং তোকে বাঁচাতে চাই। আদর করে যত্ন করে মাথার মনি করে রাখতে চাই। - নগেন > শঙ্করী।
১২। 'ওগো তোমার জন্যে ঘরের মধ্যে মানিক আনিয়ে রেখেছি' - ভুবনেশ্বরী।
১৩। 'বুঝতে পারছ না আমার প্রানটাও গুঁড়ো গুড়োঁ হয়ে যাচ্ছে' - রাসু > সারদা।
১৪। 'আপন শক্তিতে বিশ্বাসী, আপন কেন্দ্রে অটুট অবিচল তিনি'।- রামকালী সম্পর্কে।
১৫। 'সত্যকে স্পষ্ট করে বলতে পারাআ চাই। সেটাই ধর্ম'। - ন্যায়রত্ন > রামকালী।
১৬। 'তুমি ব্রাহ্মন, রজোগুন তোমার জন্য নয়' - ন্যায়রত্ন >রামকালী।
১৭। 'বসেছে কাব্যপাঠের আসর। ঋতুরঙ্গ কাব্য'।
১৮। 'আয় মা উমাশশী নিরখি মুখশশী; দিবানিশি অছি আসার আশায়'। - ভিখারি বৈষ্ণবের মান।
১৯। 'জগতের সমস্ত বিস্ময়কে কি একটিমাত্র প্রশ্নের মধ্যে প্রকাশ করা যায়?'
২০। 'নজর আছে বটে'। - নাপিত বৌ > এলোকেশী।
২১। 'বাঘিনী হয়ে মেড়া বলে এলি?' - এলোকেশী > নাপিত বৌ।
২২। 'নাকুর বদলে নরুন নিয়ে ফিরলি তুই'। - এলোকেশী > নাপিত বৌ।
২৩। ভাইয়ের ভাত ভেজের হাত। - নাপিত বৌ > এলোকেশী।
২৪। 'হলুদ জব্দ শিলে, চোর জব্দ কিলে, আর দুষ্ট মেয়ে জব্দ হয় শ্বশুরবাড়ি গেলে'। - নাপিত বৌ > এলোকেশী।
২৫। 'কও না কথা মুখ তুলো বৌ,
দেখ না চেয়ে চোক খুলে' - নবকুমারের ভাব।

২৬। 'এনেছি বকুলমালা, করবে আলা
তেল চোয়ানো তোর চুলে!
... ...
মিশি দাঁতের হাসিটি বেশ,
মুখখানি বেশ ঢলঢলে!' - নবকুমারের ভাব।
২৭। 'কিন্তু তা হবার নয়, অদৃশ্য নিয়তি অমোঘ নিষ্ঠুর।' রামকালী
২৮। 'ভদ্রলোকের মেয়ে ভদ্রলোকের ঘরেই যেতে পারে, যেখানে সেখানে তো যেতে পারে না'।
রামকালী > গোপন আচার্যের ছেলে।
২৯। 'কলিযুগের ভগবান হাবা কালা ঠুঁটো'
৩০। 'কত্তা, তুমি অন্তরমামী' - বিন্তে ওঝা > রামকালী।

৩১। ‘আমার কপালে মরন-বাঁচন যা আছে হবে’। - সত্য > রামকালী।
৩২। ‘ম্লেচ্ছদেরই তো রাজত্ব চলছে এখন।’
৩৩। ‘বাবা পলকে প্রলয়, তিন থেকে তিলভান্ডেশ্বর।’ - সদু > নবকুমার।
৩৪।। ‘তুই তো অনেক নাটুকে কথা শিখেছিস দেখছি।’ - সদু > নবকুমার।
৩৫। ‘আকাশের পাখিটা খাঁচায় বন্দী হয়ে কেমন আছে কে জানে!’ রাম-কালীর মনের ভাব সত্যবতী সম্পর্কে।
৩৬। ‘সায়েবদের দেশে কদাপি কেউ স্ত্রী জাতির প্রতি নির্যাতন সহ্য করে না’ - ভবতোষ।
৩৭। ‘নারী আর নদী, এরা তবে এক ধাতুতে গড়া’।
৩৮। ‘উমা তো ইতিহাসের নয়, পুরানের নয়, মহাকবিদের অমর লেখনীর অনবদ্য সৃষ্টি নয়, সে যে শুধু ঘরোয়া মানুষের মাধুরী
দিয়ে গড়া অমিয় ছবি। মানুষের প্রত্যাশা আর কল্পনা, আশা আর আকাঙ্খা দিয়ে গড়া ভালোবাসার মূর্তি’।
৩৯। ‘নির্মায়িক বাপের নির্মায়িক মেয়ে’।- সত্য > ভুবেনশ্বরী।
৪০। ‘ও আকর্ষন যমের আকর্ষনের বাড়া’। - সদু > সত্য।
৪১। ‘মনে অভক্তি পুষে ভক্তি দেখানোটাই কি কর্তব্য ঠাকুরঝি?’ - সত্য > সদু।
৪২। ‘বড়রা যে ‘খেলাঘর’ নিয়ে মত্ত, ওরা তো তারই নিঁখুত অনুকরন করবে’।
৪৩। ‘আর দেখতে ইচ্ছে করছে না, বুকের ভেতরটা কেমন মুচড়ে উঠছে’। - সত্য > পুন্যি।
৪৪। ‘সে রাজ্য প্রমীলার রাজ্য, সে চক্রান্ত বিধাতার চক্রের’।
৪৫। ‘মৃত্যুর দিক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে জীবনের মুখোমুখি বসে?’
৪৬। ‘চিরদিন মাকে ছোট ভেবে এসেছেন, এস হয়ত এমন ছোট্ট ছিল না, যাকে সামান্য ভেবেছেন, সে হয়ত সামান্য নয়’।
৪৭। ‘তুই দেখছি আমার সব মাটি করে দিলি। লড়াই করতে বসলে জোরের পরীক্ষা হয়, দান- খয়রাত করতে গেলে; যে বোবাক সবটাই তুলে দেওয়া ছাড়া গতি থাকে না’। - সারদা > পটলী।
৪৮। ‘এ তল্লাটে এ ইতিহাস এই প্রথম’।
৪৯। ‘প্রবলেম জয় অবশ্যম্ভাবী’।
৫০। ‘ওই যম বরের চতুদ্দোলাতে চড়েই যাব’ - মোক্ষদা > সত্য।
৫১। ‘সেই একজন ছাড়া সমস্ত ‘অনেকেই’ অর্থহীন’।
৫২। ‘পাষানেরও বরং প্রান আছে, তোমার মধ্যে নেই’। - নবকুমার > সত্য।
৫৩। ‘জোড়হস্ত করবি ভগবানের কাছে, করবি মানুষের মতন মানুষের কাছে, পয়সার কাছে করতে যাস কেন মরতে?’
- সত্য > পঞ্চুর মা।
৫৪। ‘চিরকালের পাষান ও! মেয়ে মানুষ এত বড় নিষ্ঠুর’। - সত্য শঙ্করী সম্পর্কে।

মূল চরিত্র সত্যবতী

পুরুষ চরিত্র

১। রামকালী : সত্যবতীর বাবা
২। জয়কালী : সত্যবতীর ঠাকুর্দা
৩। কুঞ্জ : সত্যবতীর জ্যাঠামশাই
৪। জটাদা : সত্যবতীর পিসির ছেলে
৫। নবকুমার : সত্যবতীর স্বামী
৬। নীলাম্বর বাঁড়ুয্যে ; সত্যবতীর শ্বশুর
৭। সাধন : সত্যবতীর বড়ছেলে
৮। সরল : সত্যবতীর ছোটোছেলে
৯। ফেলু বাঁড়য্যে : রামকালীর শ্বশুর
১০। রাসবিহারী : কুঞ্জর বড় ছেলে
১১। নেড়ু : কুঞ্জর ছোট ছেলে
১২। ভবতোষ : নবকুমারের শিক্ষক
১৩। নিতাই : নবকুমারের বন্ধু
১৪।লক্ষ্মীকান্ত বাঁড়ুয্যে : পাটমহলের জমিদার
১৫। শ্যামাকান্ত : পাটমহলের জমিদারের পুত্র
১৬। দয়াল মুখুয্যে : পাটমহলের প্রতিবেশী
১৭। রাখহরি ঘোষাল : ঐ
১৮। বিপিন লাহিড়ী : রামকালী প্রতিবেশী
১৯। মুকুন্দ মুখুয্যে : সৌদামিনীর স্বামী
২০। তুষ্টু : গোয়ালা
২১। রঘু : তুষ্টুর নাতি
২২। বিন্দে : ওঝা
২৩। গোপেন : রাখাল

নারী চরিত্র

১। ভুবনেশ্বরী : সত্যবতীর মা
২। দীনতারিনী : সত্যর ঠাকুমা
৩। কাশীশ্বরী : সত্যর পিস্ঠাকুমা
৪। মোক্ষদা : সত্যর পিস্ঠাকুমা
৫। শিবজায়া : সত্যর জ্ঞাতিঠাকুমা
৬। নন্দরানি : সত্যর জ্ঞাতিঠাকুমা
৭। নিভানলী : সত্যর বড়মামী
৮। সুকুমারী : সত্যর ছোটমামী
৯। এলোকেশী : সত্যর শাশুড়ি
১০। পুন্যি : সত্যের পিসি
১১। খেঁদি : সত্যর বান্ধবী
১২। সুবর্ন : সত্যর মেয়ে
১৩। জটার মা : সত্যর সেজপিসি
১৪। শশীতারা : কুঞ্জর বোন
১৫। অভয়া : কুঞ্জর স্ত্রী
১৬। সারদা : রাসুর প্রথম স্ত্রী
১৭। পটলী : রাসুর দ্বিতীয় স্ত্রী
১৮। বেহুলা : শ্যামকান্তের স্ত্রী / পটলীর মা
১৯। শঙ্করী : কাশীশ্বরীর নাতবৌ
২০। ভাবিনী : নিতাইয়ের স্ত্রী
২১। মুক্তকেশী : এলোকেশীর সইয়ের মেয়ে
২২। সৌদামিনী : এলোকেশীর ভগ্নী

teachinns Text with Technology

Sub Unit- 11

নির্বাস
অমিয়ভূষন মজুমদার

বিষয়সংক্ষেপ

সরল অনাড়ম্বর শক্তিতে চেতনার আলোকে, নানাস্তরের ভাঙা গড়ার সঙ্গে ব্যাক্তির টানাপোড়নকে যুক্ত করে, প্রান্তরে প্রাঙ্গনে এক অচ্ছেদ্যতার আবহাওয়া রচনা করেছিলেন অমিয়ভূষন মজুমদার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্‌কাল থেকে শুরু করে স্বাধীনতা উত্তর কাল পর্বে যুদ্ধ কালোবাজারী রক্তক্ষয়ী মৃত্যু গঙ্গার পাশাপাশি প্রবাহিত হয়েছিল এক বাস্তুহারা যাযাবর শ্রেনির জীবনসংগ্রাম। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান- এই তিনটি চাহিদা মেটাতেই আমাদের জীবন সংগ্রাম করতে হয়। তেমনি যুদ্ধকালে উদ্বাস্তু এই মানুষগুলি বাঁচবার তাগিদে একস্থান থেকে অন্যস্থানে, একদেশ থেকে অন্যদেশে পাড়ি দিয়েছিল - সমস্ত টানাপোড়েন কাটিয়ে। 'নির্বাস' উপন্যাসটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত ছিন্নমূল উদ্বাস্তু জীবনের বৈচিত্রম্যয় রূপ।

উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র বিমলা, তাকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের সূচনা - পরিসমাপ্তি, তার অতীত স্মৃতি রোমন্থনেই উপন্যাসের গতিময়তা পরিলক্ষিত হয়। উপন্যাসের সাতটি পরিচ্ছেদ জুড়েই রয়েছে বিমলার সতেরো বছরের রোদ-জল সহ্য করে টিকে থাকার কাহিনী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাককালে মায়ানমারের উপর মিত্রপক্ষের আক্রমনের সংবাদ পেয়ে বিমলাকে রেঙ্গুন ছেড়ে তার দিদি ও ভুবনবাবুর সাথে বেরিয়ে পড়তে হয়। রেঙ্গুন থেকে বজ্রযোগিনী, বজ্রযোগিনী থেকে কলকাতার পথ ছুঁয়ে হলুদমোহন - এই দীর্ঘ সতেরো বছরের উদ্বাস্তু যাত্রাপথের অনেক ঘটনাই তার স্মৃতিপটে ছায়া ফেলেছে। চেতনায় ছায়া এসে পড়লে তা থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার একমাত্র উপায় ছায়াটাকে বিশ্লেষন করে দেখা, অতীত কথা বলে দিয়ে নিজেকে কিছুটা হালকা করা-বিমলাও তাই করেছে। উপন্যাসে বর্তমানে দুই বছর হল যে ও ভুবনবাবুর মিলে ঘর করে একই ছাদের তলায় থাকছে - যেন 'দুজনের পার্টনারশিপে' সংসার চালানোর মতন কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধে উত্তীন হতে পারেনি তারা। বিমলা ভুবনবাবুকে বলেছে - "আমরা অদ্ভুত ভাবে স্বাধীন হয়ে গেছি।" অতীত উদ্বাস্তু জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে বিমি বার বার বর্তমানের স্থিতিশীলতাকে হারিয়ে/মিশিয়ে ফেলেছে।

উপন্যাসিক এখানে বিমলার -'বিমি, বিমলা, দেখা যায় 'বিমি' ও 'বিমলাপ্রভা' ব্যবহার করেছেন। একটু সচেতন দৃষ্টিতে দেখতে গেলে দেখা যায় 'বিমি' ও 'বিমলাপ্রভা'- নাম দুটির প্রসঙ্গ এসেছে বিমলার অতীত ঘটনা বা স্মৃতি রোমন্থনের ক্ষেত্রে। বিমলা তার অতীতকে ঝেড়ে মুছে ফেলতে চায় আবার বর্তমান সম্মানকে টিকিয়ে রাখার জন্যও বিমলা তার উদ্বাস্তু জীবনের কথা গোপন করেছে মালতীর কাছে। আবার বিমি হাটের মেলায় শখ করে ঝাড়ন কিনেছে, চাকরির টাকায় কিনেছে দুখানা বেতের চেয়ার-কুশান-করতে করেছে ফিটফাট, সৌম্যকে প্রশ্ন করেছে পরিস্কার লাগছে কিনা? বিমলা আসলে বার বারই অতীতের নোংরা, কালিমালিপ্ত জীবন থেকে বেরিয়ে যেতে চেয়েছে।

ভুবনবাবুর দেওয়া বালাজোড়া বিমলার কাছে মনে হয়েছে বন্ধনের প্রতীক। হলুদমোহন ক্যাম্প ও ভুবনবাবুর ঘরের মধ্যে দিবা-রাত্রি দ্বন্দ্বের মাঝে দেখা যায় বালা জোড়া খুলে সে ছুটে গেছে ক্যাম্পে, এমনকি দন্তকারন্যে যাবার বাসে উঠেও মনের দোলাচলতায় শেষ পর্যন্ত নি:শব্দে নেমে বাড়ি ফিরে আসে। মরনচাঁদ, সৌদামিনী, মোহিতবাবু, লতা, শ্রীকান্ত, বিন্দা, সৌম্য, অজয়বাবু, সুরন্মবাবু-আরও অনেক উদ্বাস্তুদের জীবন সংগ্রামের কাহিনী উপন্যাসে বর্নিত হয়েছে। যাদের শেষ পর্য্যন্ত কয়েক বছরের হলুদ মোহন ক্যাম্পে কাটানো স্থিতিশীল জীবন ছেড়ে আবার চলে যেতে হয় দন্ডকারন্যের পথে। কার সরকার থেকে তাদের পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে বিমি আবার সেই বালা জোড়া ভুবনবাবু কাছ থেকে পড়ে নেয়, ঘোলা বারান্দাটাকে ঘিরে দিতে বলে- এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় বিমি এক বন্ধনে আবদ্ধ। একজন স্কুল মাস্টারের আদর্শ পত্নী হতে গিয়ে বিমি শুধু নিজের অতীতকে বাদ দিয়ে বর্তমানে যোগ্য সম্মান পেতে চেয়েছে। বিমলার তীব্র ব্যঞ্জনাময় প্রশ্নে উপন্যাসের সমাপ্তি হয়েছে।

তথ্যচুম্বক

১। অমিয়ভূষন মজুমদার ‘নির্বাস’ উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছেন - অধ্যাপক শ্রীমান নবকুমার নন্দীর করকমলে।
২। উপন্যাসের প্রথম দে’জ সংস্করন - জানুয়ারী, ১৯৯৬।
৩। উপন্যাসের প্রথম দে’জ সংস্করনের প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন অজয় গুপ্ত।
৪। নিওলিট ‘নির্বাস’ এর প্রথম সংস্করন প্রকাশ করে।
৫। গৃহত্যাগের সময় বিমলপ্রভার বয়স ছিল ষোলো।
৬। বিমলপ্রভার বাবা বোমা বিস্ফোরনে মারা যান।
৭। গাঙ্গুলী মশাই এর বড়ো মেয়ে মালতী রাজনীতি করে।
৮। সেনখুড়োর মেজোমেয়ে তানপুরা নিয়ে ঘোরে।
৯। ভুবনবাবুর আর বিমলা একসঙ্গে সংসার চালায়।
১১। মরনচাঁদের স্ত্রীর নাম সোদামুনি।
১২। মরনচাঁদের কাছে দুটি আনা দুটি মোহরের মতো মূল্যবান।
১৩। হলুদমোহন ক্যাম্পে বিমলাকে নিতে এসেছিল ভুবনবাবু।
১৪। হলুদমোহন ক্যাম্পে বিমলার গ্রুপ নম্বর ছয় এবং কার্ড নম্বর পাঁচশ সাতাশি।
১৫। মালতীর রং কালো, প্রকান্ড চেহারা, চোখ দুটি ছোট, নাকটার ডগা উল্টানো।
১৬। ম্যাকব্রাইড সাংবাদিক নয়, সংবাদস্রষ্টা।
১৭। পৃথিবীর সব দেশে ম্যাকব্রাইডের বইগুলি আগ্রহ সহকারে লোকে পড়ে।
১৮। ম্যাকব্রাইডের টকটকে লাল চুল, ধাতবপরিধিহীন কাচের চশমা।
১৯। ম্যাকব্রাইডের টাইটি প্রজাপতি আঁকা কালচে লাল রং এর।
২০। ম্যাকব্রাইডের একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।
২১। ম্যাকব্রাইডের গন্তব্যস্থল ইন্দোনেশিয়া।
২২। মরনচাঁদ ধর্মের জন্য দেশত্যাগ করেছে।
২৩। ক্যাম্পের প্রধান কর্মচারী অজয়।
২৪। নীল দাড়ি বুড়োর গল্প বিমলাকে বলেছিল ভুবনবাবু। নীল দাড়ি বুড়োর অনেক টাকা। নীল দাড়ি বুড়োর একের পর এক বউ মরতো আর নতুন বউ ঘরে আনতো।
২৫। হলুদমোহন ক্যাম্পের কর্তা অজয়বাবু।
২৬। হলুদমোহন ক্যাম্পের সদস্য সুরথবাবুর স্ত্রী সতী।
২৭। হলুদমোহন ক্যাম্পের সদস্য মোহিতবাবুর স্ত্রী লতা তাকে ছেড়ে চলে গেছে।
২৮। মালতী যখন ক্যাম্পে ছিল তখন ক্যাম্পের কর্তা ছিল সুরেনবাবু।
২৯। শ্রীকান্তর স্ত্রী বিন্দা। বিন্দা কৃষকের মেয়ে।
৩০। হলুদমোহন ক্যাম্পের লাইব্রেরি স্থাপনের মূলে ছিলেন মোহিতবাবু।
৩১। বিন্দার স্বগ্রামের এক যুবক অগ্নিকুমার।
৩২। অগ্নিকুমার কলকাতায় চাকরি করে। অগ্নিকুমারের সঙ্গে বিন্দার ম্যারেজ রেজিস্ট্রি হয়েছিল।
৩৩। শ্রীকান্ত অত্যন্ত লম্বা বলে তাকে রোগা দেখায়।
৩৪। বিমলা হলুদমোহন ক্যাম্পে যাওয়ার পূর্বে মরনচাঁদের দলের একজন হয়েই দিন কেটেছে।
৩৫। মরনচাঁদের ছোট ভাই সোবাস।
৩৬। দারোগাকে চেলা কাঠ দিয়ে মারার অপরাধে সোবাসকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়।
৩৭। সুরথের বাড়িতে তার স্ত্রী আর একমাত্র ছেলে ছিল।
৩৮। চা বাগানে কাজের প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে বিমলা চারখানা শাড়ি কিনেছে।
৩৯। বিমলা চা-বাগানের কাজটি পায় সৌম্যর উদ্যোগে।
৪০। লতাবউদির বাবা গিরীশবাবু রাজনীতি করতেন।
৪১। উনিশ শ দশ থেকে উনচল্লিশ সাল পর্যন্ত গিরীশবাবু রাজনীতি করেছেন। একুশ বছরে গিরীশবাবু জেলে কাটিয়েছেন।
৪২। গিরীশবাবু পক্ষাঘাতে অসাড় হওয়ার আগে আন্দামানে দশ বছর ছিলেন।
৪৩। বিমলাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে ধর্মঘটে যোগদানের জন্য।

teachinns Next with Technology

চরিত্র

১। বিমি; বিমলা, বিমল প্রভা - উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র। যুদ্ধের সময় রেঙ্গুন থেকে বাংলাদেশে আসে। বয়স-তেত্রিশ বছর।
২। ভুবনবাবু - বিমলার দিদির স্বামী। রেঙ্গুন থেকে এসেছে। বর্তমানে স্কুল-মাষ্টারী করতেন। বয়স-৪৩।
৩। মালতী - গাঙ্গুলী মশাইয়ের বড়ো মেয়ে। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত।
৪। মরনচাঁদ - সৌদামিনীর স্বামী।
৫। সৌদামিনী - মরনচাঁদ-এর স্ত্রী। মরনচাঁদের মুখে 'সোদামুনি'।
৬। ফিলিপট - ফাদার।
৭। বেঞ্জামিন দাস - অধস্তন পাদরি, বয়স-৫০ স্পর্শ করেছে।
৮। বিশপ - হসপিটালের মালিক।
৯। ম্যাকব্রাইড - সাহিত্যিক, বিখ্যাত সাংবাদিক, টকটকে লাল চুল, ধাতব পরিধিহীন কাচের চশমা। ইন্দোনেশিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে
বেরিয়েছেন।
১০। অজয় - ক্যাম্পর প্রধান কর্মচারী।
১১। সিস্টার ম্যাগি - ছোটবেলায় রেঙ্গুনের স্কুলে ম্যাজিক দেখিয়েছিল।
১২। সুরথবাবু - উদবাস্তুদের মধ্যে একজন, একটা ছেলে ছিল।
১৩। সতী - সুরথের স্ত্রী।
১৪। মোহিতবাবু - উদ্বাস্তুদের মধ্যে একজন। দেখতে সুপুরুষ।
১৫। লতা - মোহিতের বউ। বউটির রূপবতী।
১৬। শ্রীকান্ত - উদ্বাস্তুদের মধ্যে একজন। বিন্দার স্বামী, সদ্‌গোপ শ্রেনির, একটা ছেলে হয়।
১৭। বিন্দা - শ্রীকান্তের স্ত্রী।
১৮। অগ্নিকুমার - বিন্দার গ্রামের, কলকাতায় চাকরি করে, নমশূদ্র সম্প্রদায়ের।
১৯। সোবাস / সুভাষ - মরনচাঁদের ভাই।
২০। হিরন - সাপের দংশনে মারা গেছে।
২১। অভিমুন্য / অভিমন্যো - মরনচাঁদের মাসির ছেলে।
২২। সৌম্য - গৃহগিন্নীর ছেলে।
২৩। বড়ুয়া সাহেব - সোয়েথয়েট বাগানের সাহেব।
২৪। শোভা- 'নারী শিল্প সমিতি'-র প্রধান শোভাকে সব রকমের ফর্ম আনতে বলেছিলেন।
২৫। গিরীশবাবু - লতার বাবা, রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন।

উক্তি

এক

১। "ছায়াটাকে বিশ্লেষন করে দেখা, তা নিয়ে আলোচনা করা, অন্য কথায় গল্পটা বলে ফেলা" (উপন্যাসিক)।
২। "মানুষের শরীর। আমার কিছু একটা হলে এটা তোমার কাজে লাগবে"। (ভুবন > বিমি)।
৩। "দুজনের পার্টনারশিপে একটা সংসার চালানো আর স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধে উর্ত্তীন হওয়া এক কথা নয়"। (বিমলার ভাবনায়)
৪। "আমরা অদ্ভূত ভাবে স্বাধীন হয়ে গেছি"। (বিমলা > ভুবন)
৫। "অন্য ঘরে শোয়া মন্দ নয়, কিন্তু কষ্ট দিতে নেই পুরুষ কে" (গাঙ্গুলী গিন্নী)
৬। "কাল রাত্রিতে স্টেশনের ওয়েটিং রুমে ছিলাম" - (ভুবনবাবু)

দুই

"একটি ধীর স্থীর লোক যদি আকস্মাৎ কোন সিদ্ধান্তে পৌছায় দর্শন ও কিছুটা বিচলিত ওঠে"।

তিন

"স্থিতির জন্য তার প্রতীক হিসাবে আজ তা পৌঁছে গেলো তার হাতে। পরিক্রমার শেষ সেই পুরানো কথা-আর এত সস্তা প্রতীক"। (বিমলার ভাবনায়)

চার

"কিন্তু বিপদ তো তাদেরই বেশি হয় যারা পথ খুঁজে না পেয়ে এপথ ওপথ করতে থাকে"। (মালতী)

পাঁচ

১। "দন্ডক বনে ওরা জাবার আগেই আমি যাবো ক্যাম্প থেকে" (মোহিত)
২। "অজয়-আমাকে কোন ঠাসা করেছিলো একটা প্রস্তাব দিয়ে" (মালতী)
৩। "এর চাইতে আমাদের নারী মঙ্গল সমিতি চিল ভালো" (বিমি)

ছয়

১। "কলকাতা থেকেই, বেরিয়েছিলাম। উজানে এসেছিলাম পাকের দাঁড়া বেয়ে বেয়ে। আজ যখন মর মর আবার তারই টান লেগেছে"। (অজয়বাবু)
২। "সেই একটি স্ত্রীলোকের যে ৪২ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে হাজার হাজার মাইল হেঁটেছে"। (বিমলার উদ্দেশ্যে)
৩। "নাগ-কেশরের পাতাগুলি লাল। যতই দেখো ততই সুকুমার বলে বোধ হবে। নাল পাতাই ছিলো আর তখন বসন্তও বটে"।
৪। "পত্রিকা বার করেছিলাম একখানা। সবাইকে দিয়েছি। আপনাকেও সৌম্যকে দেওয়া হয়নি"। (অজয়)
৫। "গুহার অন্ধকারে কত প্রানীই তো ক্লান্ত দেহ দিয়ে টলতে টলতে ফিরে যায়"। (বিমলার ভাবনায়)

সাত

১। "তপস্যা আর কষ্ট। কষ্ট করাই কোন কোন ক্ষেত্রে তপস্যা হয়ে ওঠে না কি?" (বিমলা)
২। "এই অপেক্ষাটাই বুকের কাছে উঠে আসে, বুক তোলপাড় করে ওঠে"। (বিমলা)
৩। "মন্ত্রের মতো কোন অদৃশ্য প্রভাব আছে দু:খের এটাই হয়তো উত্তর। হয় তো তারা টানেই মানুষ যাযাবর হয়"।
৪। "স্থিতিলাভ, কতকটা যেন শান্তিই। নির্বাস কি সেটুকু স্থিতিও পেতে পারে?"
৫। "আচ্ছা, ভুবনবাবু, দিদি যখন চলে গেল আমরা কিন্তু এক ফোঁটা ওষুধ জোগাড় করতে পারিনি। সেটা কি শানদের স্টেটে, না ইম্ফলে? ভারতে ঢুকে, তাই নয়?" (বিমলা, উপন্যাসে শেষ লাইন)